মুখোমুখি

# মোশাররফ হোসেন খান

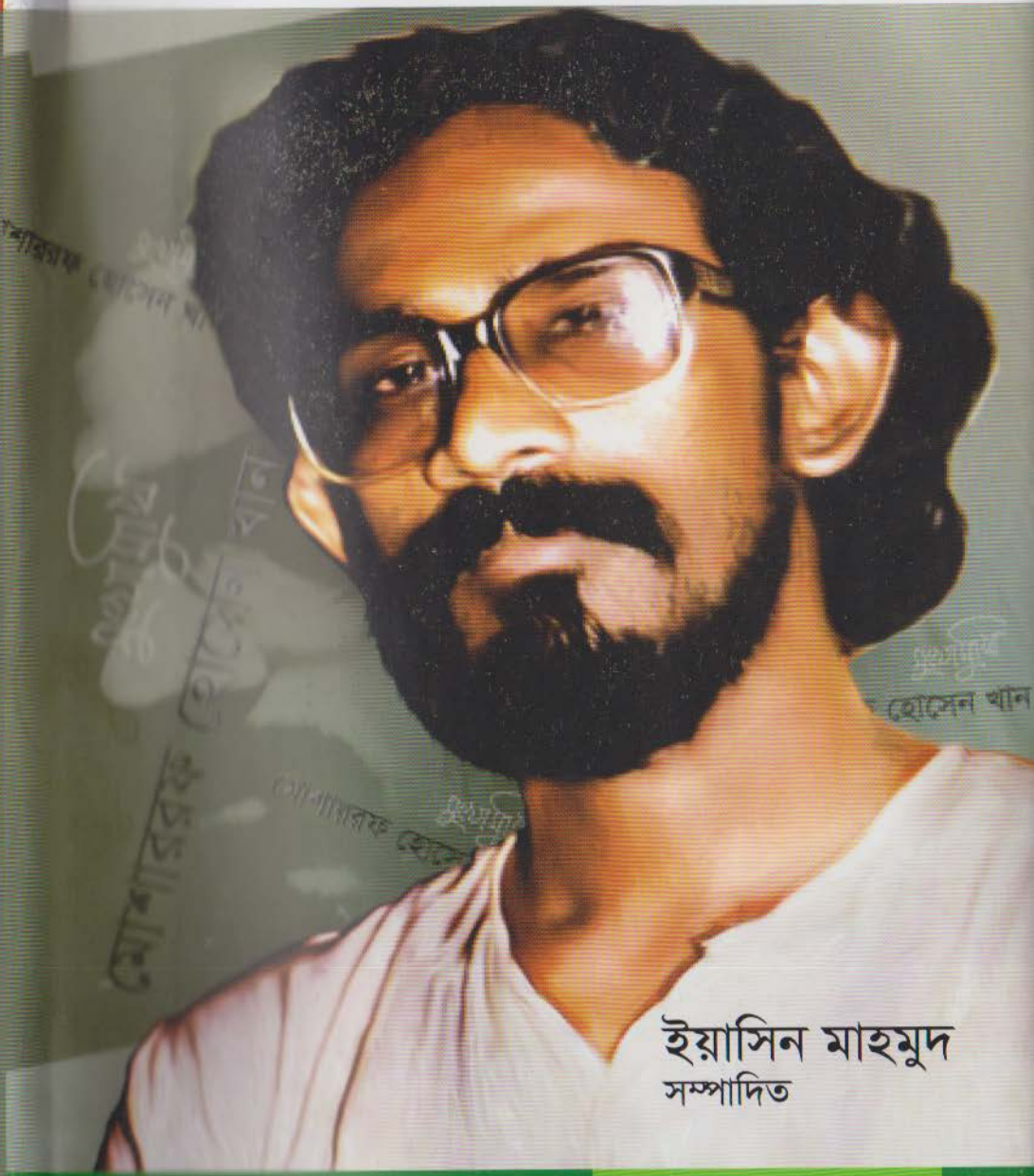

ইয়াসিন মাহমুদ
সম্পাদিত

মুখোমুখি
মোশাররফ হোসেন খান | ইয়াসিন মাহমুদ সম্পাদিত | সাহিত্যকা

# মুখোমুখি

মোশাররফ হোসেন খান

# মুখোমুখি

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# মুখোমুখি

## মোশাররফ হোসেন খান

সম্পাদক
ইয়াসিন মাহমুদ

অতিথি সম্পাদক
সীমান্ত আকরাম

www.pathagar.com

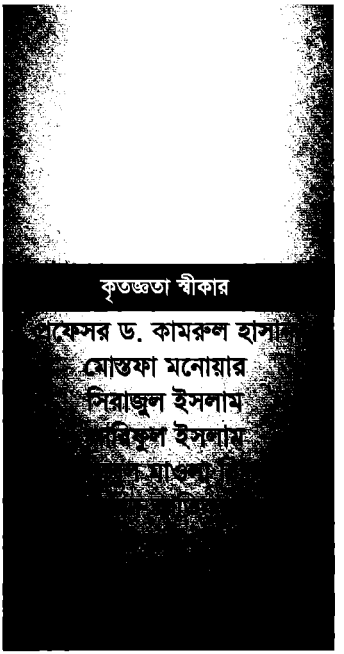


# মুখোমুখি ।। মোশাররফ হোসেন খান

ইয়াসিন মাহমুদ সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৬
প্রকাশক সাহিত্যকাল
পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন: ০১৬৭৪ ৭৯১৫৫৪
ই-মেইল: shahittakal@gmail.com
গ্রন্থস্বত্ব সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ মোজাম্মেল প্রধান
অক্ষর বিন্যাস নাহিদ জিবরান
পরিবেশক প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন্স, মগবাজার ও কাটাবন
অনলাইন বুকশপ shahittakal.com
www.rokomari.com

ISBN 978 984 90882 3 3

মূল্য : ২৫০ টাকা

www.pathagar.com

উৎ | স | র্গ

আজহারুল ইসলাম শোআইব
মনিরুল ইসলাম
শাহাদত হোসাইন টুটুল
নাসির উদ্দিন আল মামুন
আবু সাইদ খান
তাওহীদুল ইসলাম
মাহ্‌দী হাসান

www.pathagar.com

# সূচিপত্র

পূর্বলেখ। ০৭
অগ্নি-কূলে বসে আছি এই আমি, একাকী মানব। ১১
সামনেই নতুন চর। ২১
বইমেলা প্রাণের মেলা। ২৭
একুশের বইমেলা আন্তর্জাতিক মানের হওয়া প্রয়োজন। ৩০
আদর্শ-ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যই টিকে থাকবে। ৩৪
আশির দশকের কবিতা। ৪০
ছোটদের মানসভূমিকে তৈরি করতে হবে। ৪৪
সাহিত্য-সংস্কৃতির বিজয় না ঘটলে...। ৫১
সাহিত্যে অশ্লীলতা অবাঞ্ছনীয়। ৫৮
বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি : আশির দশকের ভাবনা। ৬৬
'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে সাম্প্রতিক অনুধ্যান 'কল্লোলিত ধ্বনির মতো'। ৭৮
সময় ও সাম্পান প্রসঙ্গে। ৮১
সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম প্রসঙ্গে। ৮৩
প্রতিটি জেলায় বইমেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৮৫
আমিতো মহা সত্যের কাছে দায়বদ্ধ এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ। ৮৮
কালজয়ী সাহিত্য। ৯৯
পরিশিষ্ট : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি। ১০৫

www.pathagar.com

# পূর্বলেখ

কবি মোশাররফ হোসেন খানের বিস্ময়কর উত্থান আমরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। বাংলা সাহিত্যে ইতোমধ্যেই তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতায় তিনি বেগবান স্রোতের মত। দ্রোহ, প্রেম, জিজ্ঞাসা, রহস্য, দর্শন, আত্মসন্ধান, মানুষ, প্রকৃতি পৃথিবী ও মহাকাশ তাঁর কবিতায় সমুপস্থিত। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় : "মোশাররফ হোসেন খানের আরেকটি বিস্ময়কর–বিস্ময়কর তাঁর বয়সের পক্ষে–বিশিষ্টতা এই যে মানুষকে তিনি স্থাপন করেছেন চরাচরের বিশাল পটভূমিকায় : সূর্য, নক্ষত্র, আলোকবর্ষ, জ্বীন, ফেরেশতা তাঁর কবিতায় এতো স্বত:স্ফূর্ত যে মনে হচ্ছে বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছেন কোনো নবীন জুলে সুপেরভিয়েল।" [দরোজার পর দরোজা, ১৯৯১]

দার্শনিক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ বলেছেন, "তাঁর কবিতায় দর্শন, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসন্ধান ও রহস্য বিস্ময়করভাবে স্থান পেয়েছে।" কথাশিল্পী শাহেদ আলীর ভাষায়–"মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা যেমন তারুণ্যে দীপ্ত তেমনি তাঁর কথাসাহিত্যও এক অসমান্য সৃষ্টি। তিনি আমাদের কবিতা ও কথাসাহিত্যের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।" কবি আল মাহমুদ মনে করেন–"মোশাররফ হোসেন খান প্রকৃত অর্থে একজন মৌলিক আধুনিক কবি।" এমনিভাবে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচকগণ বহু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। এবং এই আলোচনার ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

কবিতা ছাড়াও মোশাররফ হোসেন খান সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেন সম্রাটের মত। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সম্পাদনা, সাহিত্যের কলাম, শিশুসাহিত্য, জীবনী–কোনোটাই তাঁর



www.pathagar.com

আয়ত্তের বাইরে নয়। তিনি যখন যেটাই লেখেন–সেটাই হয়ে ওঠে সাহিত্যের একটি অনিবার্য পাঠ্য। বিষয়বৈচিত্র্য, ভাষা, টেকনিক–সব মিলিয়ে মোশাররফ হোসেন খানের হাতে আমাদের সাহিত্য পেয়েছে এক নতুন প্রাণ।

শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কবিতার অনিবার্য পতন থেকে যারা মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদের ভেতর অন্যতম মোশাররফ হোসেন খান। আজ তিনি আশির দশকের কবিদের শীর্ষে অবস্থান করছেন। সমালোচকদের দৃষ্টিতে–মোশাররফ হোসেন খান কেবল আশির দশকের শ্রেষ্ঠ কবি নন, সমগ্র বাংলা কবিতায় তিনি অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ এক কবি।

অপরিমেয় মেধাবী এই মৌলিক কবি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগস্ট, যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অর্ন্তগত কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত বাঁকড়া গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে। পিতা ডা. এম. এ ওয়াজেদ খান একজন কবি, শিক্ষানুরাগী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। মা–বেগম কুলসুম ওয়াজেদ। সাত ভাই-বোনের ভেতর তিনি দ্বিতীয়। বড় ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মুহাদ্দিস আবু সাঈদ। ছোট ভাইগুলোও উচ্চশিক্ষিত এবং অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত। পরিবারের প্রায় সবাই সাহিত্যের সাথে সংযুক্ত।

তাঁর সাহিত্যের যাত্রা শুরু সেই কৈশোরে। পিতা ছিলেন তাঁর আগ্রহী পাঠক। পিতার অকৃপণ উদারতা এবং প্রশ্রয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি শব্দের সমুদ্র বেয়ে। সেইতো শুরু! তারপর পাথর কেটে কেটে, রক্তনদী পার হয়ে, বন্ধুর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ তিনি উপস্থিত হয়েছেন সাহিত্যের এই কূল-সীমানায়।

কর্মজীবনও তাঁর সাহিত্যের মত বৈচিত্র্যময়। শিক্ষকতা, সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু হয়েছিল কর্মজীবনের পথ চলা। বহু বাঁক পেরিয়ে এখনো তিনি পেশায় একজন সম্পাদক। লেখাটাকেও তিনি পেশার অর্ন্তভুক্ত।

এক সময় মেতে ছিলেন যশোরে, সাহিত্য সংগঠন এবং সাহিত্যের কাগজ নিয়ে। দাবানল, প্রস্তুতি, সাপ্তাহিক মুজাহিদের সাহিত্য বিভাগ এবং নবীনের মাহফিল সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে ছিলেন সদা ব্যস্ত। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় পাড়ি জমাবার পর রাজধানীর বিভিন্ন সাহিত্য



www.pathagar.com

সংগঠনের সাথে গড়ে ওঠে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। এখনো তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থা এবং সাহিত্য আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত।

সার্বক্ষণিক লেখক বলতে যা বোঝায়–তিনি তাই। আপদমস্তক একজন কবি, এবং নি:সন্দেহে একজন ব্যস্ত কবি। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতিতে সেই সত্যই প্রমাণ করে। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তারুণ্য–সর্বোপরি তাঁর সাহিত্যপ্রেম-সে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ই বটে।

তাঁর কবিতা এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত লিখেছেন এদেশের বহু প্রাজ্ঞ সমালোচক, ডক্টর, অধ্যাপক এবং কবি-সাহিত্যিক। তাঁর ওপর যতোটা লেখা-লেখি হয়েছে–আর কোনো তরুণ–এমনকি বহু প্রবীণ লেখকের ভাগ্যেও তা জোটেনি। এখনতো তিনি সাহিত্যের এক ঈর্ষণীয় উপত্যকায় বিচরণ করছেন।

তিনি কবি। টান টান ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক সাহসী কবি। অন্যায়, অপমান, অতি চালাকী, অনাদর্শ এবং মানবতাহীনের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সোচ্চার। তিনি অকপট এবং স্পষ্টভাষী। একজন যথার্থ কবির মত তিনিও নি:সঙ্গ। অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সাহস এবং তারুণ্যের এক জ্বলন্ত শিষ–কবি মোশাররফ হোসেন খান। তাঁর ঐকান্তিক শ্রম আর সাধনায় বাংলা সাহিত্য যেমন পেয়েছে গৌরবজনক সম্মান, তেমনি এই দেশ ও এই জাতিও হয়েছে গৌরবান্বিত।

তাঁর কবিতা ইংরেজি, আরবি, উর্দু, হিন্দি ও গুজরাটিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

পুরস্কার কিংবা সংবর্ধনাই কেবল সাহিত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি নয়। সাহিত্যের মানদণ্ড–শেষ পর্যন্ত সফল সৃষ্টি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মোশাররফ হোসেন খান যথার্থই একজন সফল এবং স্বার্থক কবি।

মোশাররফ হোসেন খানের নামটি উচ্চারণ করতেই এখন আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে এই সময়ের একজন দীপ্যমান শ্রেষ্ঠ কবির রৌদ্রকরোজ্জ্বল অবয়ব।

তিনি এখন লেখালেখি ও সম্পাদনা ছাড়াও আমাদের ঐতিহ্যিক সুস্থ ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলতে গোটা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করছেন। এজন্য কবিকে অপরিসীম পরিশ্রমও



www.pathagar.com

করতে হচ্ছে। তবুও তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ থেকে এই মহৎ কাজটি করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

বস্তুত ক্রমবর্ধমান-সদাচলিষ্ণু বেগবান এক দু:সাহসী কবির নাম-মোশাররফ হোসেন খান।

কবির এ পর্যন্ত দেয়া সাক্ষাৎকারগুচ্ছ নিয়েই প্রকাশিত হলো-'মুখোমুখি'। এর মাধ্যমে আমরা একটি জাতীয় দায়িত্ব কিছুটা হলেও পালন করতে পারলাম বলে মনে করি। আশা করছি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সকলের কাছেই নন্দিত ও গৃহীত হবে।

মহান রব আমাদের সকল প্রকার সৎ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

সম্পাদক



www.pathagar.com

# অগ্নি-কূলে বসে আছি
# এই আমি, একাকী মানব

আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খানের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগস্ট। তাঁর জন্মস্থান-যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অর্ন্তগত বাঁকড়া গ্রামে। পিতা–ডা.এম.এ. ওয়াজেদ খান এবং মাতা–বেগম কুলসুম ওয়াজেদ।

তিনি ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যপত্রিকা–মাসিক 'নতুন কলমের' সম্পাদক ও মাসিক 'নতুন কিশোরকণ্ঠের' উপদেষ্টা সম্পাদক।

বাংলা কবিতাকে আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মৌল চেতনার সাথে আধুনিকতাকে সম্পৃক্ত করে তিনি আধুনিক কবিতার বাঁক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য তাঁকে একজন প্রতিভাবান মৌলিক কবি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় কবি খানের দৃপ্ত পদচারণায় আমাদের সাহিত্য ভান্ডারটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে–মানুষ, মানবতা, আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মহাজাগতিক রহস্য। দেশ ও আন্তর্জাতিক বীক্ষণ তাঁর কবিতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ।


www.pathagar.com

তাঁর কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কবিতা, গল্প, ছড়া, উপন্যাস, কিশোরতোষসহ এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশটির মত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং পাঠকনন্দিত কবি হিসাবে পরিচিত।

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি এ পর্যন্ত বেশ কিছু জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মাসিক 'নতুন কলম' কার্যালয়ে নিভৃতচারী এই অসামান্য বরেণ্য কবির ৫১তম জন্মদিনে বক্ষমান সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন সাপ্তাহিক সোনার বাংলার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক **সাইফ বরকতুল্লাহ**।

সোনার বাংলা : আপনি কেমন আছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : আলহামদুলিল্লাহ! ভালো আছি। তবে বাংলাদেশের বর্তমান যে দুরাবস্থা, এই সংকটময় কালে কতটা ভালো থাকা যায়! একজন সচেতন এবং সংবেদনশীল কবি হিসাবে প্রকৃত অর্থে এই দেশটি নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আল্লাহপাকের একান্ত সাহায্য ছাড়া আর কোনো মুক্তির পথ আছে বলে আমার মনে হয় না।

সোনার বাংলা : এবারের ৫১তম জন্মদিনে আপনার অনুভূতি কেমন ?

মোশাররফ হোসেন খান : জন্মদিন নিয়ে আমি কখনো ভাবিনে। তাই জন্মদিন সম্পর্কে আমার কোনো অনুভূতিও নেই। আমি মনে করি ভালো কাজের মধ্যেই কাল বা দিনের যথার্থ স্বার্থকতা। আমার কাছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

সোনার বাংলা : জন্মদিন উপলক্ষে আপনার বিশেষ কোনো পরিকল্পনা থাকে কি?

মোশাররফ হোসেন খান : না। জন্মদিন উপলক্ষে আমার কোনো পরিকল্পনা থাকে না। তবে এই দিনে যারা আমাকে ভালোবেসে দোয়া করছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন–তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দেশ-বিদেশের আমার অগণিত পাঠক, ভক্ত, অনুরক্তকে জানাচ্ছি সালাম এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা। তারা যে আমার মত একজন নগণ্য কবিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, এজন্য আল্লাহকে জানাচ্ছি শুকরিয়া। তাঁদের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

সোনার বাংলা : আপনার শৈশব-কৈশোর কাল কেটেছে কিভাবে?



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : আমার শৈশব-কৈশোর কালটা কেটেছে এক নিদারুণ কষ্টের ভেতর দিয়ে। অসুস্থতাও ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। সে এক নির্মম-নিষ্ঠুর ইতিহাস বটে! যাক, তবুও যখনই একটু সুস্থ থেকেছি এবং সুযোগ পেয়েছি তখনই সঙ্গী করে নিয়েছি আমার উঠোন, মাঠ-ঘাট, বৃক্ষলতা, পাখির কলগুঞ্জন, কপোতাক্ষ এবং প্রকৃতির নিবিড় হাতছানিকে।

সোনার বাংলা : আমরা শুনি লেখকের জীবন অত্যন্ত কষ্টের। এব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

মোশাররফ হোসেন খান : কবি-জীবন মানেই সীমাহীন কষ্টের জীবন। এটা অবশ্য এখন আর সবার জন্য সমান প্রযোজ্য নয়। তবুও কেউ কেউ তো সেই কষ্টের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন! আমি তাঁদেরই একজন। অবশ্য পরিণামের কথা ভেবে কেউ সাহিত্য করেন বলে আমার মনে হয় না। এমনিতেই কবি হওয়া যায় না। এটা আল্লাহপ্রদত্ত একটি বিরল দান। তবে এর জন্য চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন হয়। যিনি কবি–তাঁকে তো সকলপ্রকার ঝুঁকি নিয়েই আগুনের দরিয়া পার হতে হবে। আমিও সেই দরিয়ায় সাঁতার কেটেই চলেছি ক্রমাগত।

আমার একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি আজ বেশি করে মনে পড়ছে। সেটি হলো–'অগ্নি-কূলে বসে আছি এই আমি, একাকী মানব!'

সোনার বাংলা : এক সময় আপনার লেখা প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত দেখা যেতো। কিন্তু বর্তমানে আপনার লেখা সেই পরিমাণ পাই না। এর কারণ কি?

মোশাররফ হোসেন খান : কারণ আর কিছুই নয়–প্রকাশের মাধ্যম। আপনার অবগতির জন্যই কেবল বলছি, দেশে এখন যে সকল পত্র-পত্রিকা বেরুচ্ছে–শুরুতেই সেখানে একটি গন্ডি তৈরি হয়ে যায়। আগে এটা ছিল না বলে লেখা প্রকাশের প্রচুর জায়গা পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান পত্রপত্রিকাগুলো বৃত্তবদ্ধ হবার কারণে এখন আর সেই সুযোগ নেই। আর আমিতো কখনোই উপযাচিতভাবে কোনো পত্রিকায় লেখা দেই না। তোষামোদের ভাষা আমার জানা নেই। ফলে আমার জন্য লেখা প্রকাশের ক্ষেত্র ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এতে করে আমি অবশ্য চিন্তিত নই। তবে আমার পাঠককুল বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তাদের যে আক্ষেপ–সেটাই বেশ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবীনরাও এতে করে



www.pathagar.com

হতাশ হয়ে পড়ছে। তবে আমি তো থেমে নেই। আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি। সময়ই বলে দেবে–আমি কত কাজ করেছি!

সোনার বাংলা : আপনি এই সময়ের একজন বিশুদ্ধ প্রধান কবি। আপনার লেখায় আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রাধান্য উপস্থিতি দেখে একটা শ্রেণি আপনাকে গন্ডিবদ্ধ কবি হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : আমার বিশ্বাস এবং আদর্শের কারণে যদি আমি গন্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ি, তাতে আমার আফসোসের কিছু নেই। দেখার বিষয়–আমার কবিতা। আমার কবিতার যদি শক্তি থাকে, তাহলে আজকের এই অবমূল্যায়ন একদিন বুমেরাং হয়ে যাবে বলে আশা করি। ইসলাম কি কেবল কোনো একটি দল বা গোষ্ঠীর জন্য, নাকি সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য? আমি মুসলমান। সুতরাং আমার বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য আমার লেখায় কেন থাকবে না? কেন থাকবে না আমার জাতির কথা? এসব নিয়ে কে কি ভাবলো সেসব তোয়াক্কা করলে আমার চলে না। আমার লেখার মূল বিষয় তো মানুষ এবং এই রহস্যময় মহাবিশ্ব। এটা কারও চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবুও তারা না দেখার ভান করে। সে যাই হোক। কৌতূহলের বিষয় বটে, একজন মুসলমানের লেখায় তাঁর বিশ্বাস, আদর্শের ছোঁয়া দেখলেই অমনি তাঁকে 'মৌলবাদী' বলে গালি দেয়া হয়। কিন্তু অন্য কোনো জাতির লেখক তার জাতির আদর্শ ঐতিহ্য নিয়ে লিখলে তাকে বাহবা দেয়া হয়। আবার যারা ইসলাম এবং মুসলিমকে হেয়, কটাক্ষ কিংবা অশ্লীল ভাষায় খিস্তিখেউড় করতে পারে–তারাই বনে যায় এদেশে প্রগতিশীল লেখক- কবি! তাদের গলায় জোটে বিজয়মালা। তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। সর্বত্রই তাদের কদর। একূল- ওকূল সকল কূলেই তাদের সমাদর। এখন তো তারাই সম্রাট! এখন যে যতবড় নাস্তিক, যত বড় অশ্লীল, যতবড় নারী ও মদখোর, যতবড় ইসলাম-বৈরী–সে ততোবড় হিরো! তাকে সবাই মাথায় করে রাখে। তাকে তুষ্ট রাখার জন্য কোনো প্রকার চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। সর্বত্রই তার রাজকীয় আধিপত্য! কি লজ্জার বিষয়! এটাকে একটি ক্রোনিক ব্যাধি ছাড়া আর কি বলা যায়? এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে নবীন-তরুণরাও। আমাদের সাহিত্যের জন্য এটা কোনো সুস্থতার লক্ষণ নয়।



www.pathagar.com

সোনার বাংলা : সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দরকার গণমাধ্যম ও পত্র-পত্রিকার। লেখক তৈরির প্রধান অবলম্বন লেখা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু এ শতকের নবীন লেখকরা এ সুযোগ পাচ্ছেন না কেন?

মোশাররফ হোসেন খান : কিভাবে পাবে? এখন তো আগের মতো লেখক তৈরি করার জন্য তেমন কোনো পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেয় না। আগে এটা ছিল না। এক সময় প্রচার মাধ্যমগুলো লেখক তৈরির ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছিল তার সুফল এ জাতি পেয়েছে। কিন্তু এখন সে ধরনের কোনো পত্র-পত্রিকা নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে যেখানেও দলাদলি, রেষারেষি, আর হিংসার দাবানলে লেখক হবার ক্ষেত্রটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তোষামোদ, বিনিময় এবং ফাঁপর-দালালিই এখন লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান যোগ্যতা। ফলে নবীনরা তাদের প্রতিভা বিকাশে যথাযথ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর পরিণাম শুভ হওয়ার কথা নয়। নবীনদের প্রতিভা বিকাশের জন্য উদার মনে সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদের পরিচর্যার।

সোনার বাংলা : বর্তমান আমাদের দেশে সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি ধারা প্রবাহিত-ডান এবং বাম। ডান ধারার লেখকরা পৃষ্ঠপোষকতার অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। ফলে তাদের কেউ কেউ ক্রমশই বাম দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : সাহিত্যে এখন ডান-বাম ছ্যুঁৎ মার্গটি খুবই প্রবল। বাম ধারার সাহিত্য অঙ্গনটা এতোই অন্ধ যে ডান ধারার লেখকদেরকে তারা চোখেই দেখে না। বর্তমানের পত্রপত্রিকা এবং গণ-মাধ্যমগুলোর অবস্থাও একই রকম। সকল ক্ষেত্রেই মেরুকরণের একটা ভেদ রেখা কিংবা উঁচু প্রাচীর তুলে রেখেছে। যার ফাঁক ফোকর গলিয়ে ঐতিহ্যিক লেখকরা সেদিকে প্রবেশের কোনো সুযোগই পান না। মনে করি এটা আমাদের সাহিত্যের জন্য খুব ভয়ানক একটা ক্ষতিকর দিক। সমূহ পতন যেন অবশ্যম্ভাবী। আশির দশকের আগে সাহিত্যে এধরনের কোনো বিভাজন ছিলো না। হঠাৎ করে কিছু ইঁচড়ে পাকা অসাহিত্যিক মাস্তানদের সাহিত্যে অনুপ্রবেশের কারণেই এটা ঘটেছে। আজকের দৈনিক পত্র-পত্রিকার সাহিত্য পাতাগুলো কারা দেখে? খুব স্বল্প বয়সের অপরিপক্ক এবং মূর্খ কিছু চেঙড়া ছেলেরাই সেসব দিব্যি দখল করে বসে আছে। ঠিক চর দখলের মতো। তারা প্রত্যেকেই কিছু তোষামোদি দালাল কিংবা ভাঁড় দ্বারা পরিচালিত। বিনিময়, অর্থ,



www.pathagar.com

উপঢৌকন, পুরস্কার, তোষামোদ প্রভৃতি-যাকে ঘুষ বলা যেতে পারে–তারই বিনিময়ে তাদের পত্রপত্রিকায় সেসব অসাহিত্য প্রতি নিয়তই ছাপা হচ্ছে। আর প্রকৃত লেখক যারা, যাদের সামান্যতম আত্মমর্যাদা বোধ আছে তারা থেকে যান এসব অপরিণামদর্শী শকুনের হিসাবের বাইরে। ফলে সাহিত্যের বারোটা বাজতে আর বাকি কোথায়? প্রকৃত কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এখন এই দেশটা মোটেই বাস যোগ্য নয়। তবুও আমার বিশ্বাস যারা শেকড় সন্ধানী প্রকৃত কবি তারা তাদের বিশ্বাস আদর্শ এবং ঐতিহ্য থেকে কখনই বিচ্যুত হতে পারেন না। যদি হন তাহলে বুঝতে হবে তার বিশ্বাসের ভিতটা মজবুত নয়। ফলে মিথ্যার সাথে আপস করে বসেছেন। যেটা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং অত্যন্ত দু:খজনক। দুই নায়ে পা দেয়া, ভোল পাল্টানোর স্বভাব অবশ্য কিছু কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাদেরকে আত্ম-বিকৃত সুবিধাভোগী ছাড়া আর কি বলা যায়? তবুও প্রকৃত সাহিত্যের এতে কোনো ক্ষতি- বৃদ্ধি হয় না বলেই মনে করি। বিশ্বাসের মূল্য অনেক বড়। এটা বুঝতে পারলে কোনো বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিক মিথ্যার সাথে আপস করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না।

সোনার বাংলা : আপনাকে আমরা আশির দশকের প্রধান কবি হিসাবে জানি। সেই সময়ের কবিতার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : আশির দশকে এসে বাংলা সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভাজনটা ছিলো সময়ের অনিবার্য দাবি। কারণ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস কখনোই একই পাত্র ধারণ করতে পারে না। আলো এবং কালোর প্রভেদ যেমন অনিবার্য ঠিক তেমনই বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যেও রয়েছে সীমাহীন দূরত্ব। আশির দশকে আমরা কতিপয় কবি সাহিত্যের সমূহ পতন থেকে রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাহিত্যের বিশ্বাসী ধারাটা স্পষ্ট করে তুলতে সফল হই। এতে করেই সাহিত্যের আলো-আঁধারীর প্রভেদটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা নাহলে ৫০, ৬০, ৭০-এর ভোগবাদী, নারীবাদী, বস্তুতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক কুসাহিত্যকেই বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃত সাহিত্য বলে গণ্য করতো। সেটা হতো এই ঐতিহ্য প্রিয় দেশটির জন্য খুবই মারাত্মক একটি দিক। বিশ্বাসহীন সাহিত্য কখনই টেকসই হয় না। তার স্থায়িত্ব বুদবুদের মতো। সুতরাং বাংলা সাহিত্যকে আলোর দিকে ধাবিত করার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা ছিল। বলাই বাহুল্য যে আজ সেটা সফলতার দিকে, পূর্ণাঙ্গতার



www.pathagar.com

দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। বেগবান হয়েছে বিশ্বাসনির্ভর সেই সাহিত্যের স্রোতধারা। এটা আশার কথা। কিন্তু এর জন্যে আমাদের ত্যাগ, কুরবানী, সংযম, ধৈর্য, নিষ্ঠা, শ্রমের এবং পরীক্ষার কোনো অন্ত ছিল না, এখনও নেই। শত বাঁধার পর্বত টপকে ঐতিহ্যিক সাহিত্য ধারাকে আমরা এই পর্যন্ত এগিয়ে এনেছি। কোনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিনি। বোধ করি আমাদের এই আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না। বাংলা সাহিত্যকে এক সময় প্রতিনিধিত্ব করবে এই বিশ্বাসী সাহিত্য ধারাই-এই বিশ্বাস আমার আছে। আশির কবি ও কবিতা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলার আছে। পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাসই রচিত হতে পারে এই আশির দশকের ওপর। হয়ত সেটা একদিন হবেও। কিন্তু এখানে বিস্তারিত বলার সুযোগ কোথায়?

সোনার বাংলা : আপনি একাধারে কবি, লেখক, শিশুসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক। সাহিত্যের সবগুলো শাখায় আপনি কিভাবে বিচরণ করছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিচরণের জন্য আমাকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই এগুতে হয়। সময় অপচয় করলে আমার চলে না। প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো শ্রমিকের চেয়েও আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অবশ্য এর জন্য আমাকে বহু কষ্ট সইতে হয়। একটি জীবনই তো সাহিত্যের জন্য নিঃশেষ করে দিলাম। তবুও ভাবি-কতো কিছুই এখনো করার বাকি আছে। আল্লাহপাকই ভালো জানেন সেসব কাজ শেষ করতে পারবো কিনা।

সোনার বাংলা : আপনি একই সাথে মাসিক নতুন কলম ও মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ–দু'টি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। একটা কিশোরতোষ এবং একটি সাহিত্য পত্রিকা। দিনের অর্ধেক সময় কিশোরতোষ আর বাকি সময় বড়দের সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেন– এতে আপনার কোনো সমস্যা হয় না?

মোশাররফ হোসেন খান : না। আমি যখন নতুন কলম অফিসে বসি তখন বয়স্ক হয়ে যাই। আবার যখন কিশোরকণ্ঠ সম্পাদনা করি তখন কিশোর হয়ে যাই। প্রতিদিনই এ ধরনের বুড়ো-কিশোর খেলা খেলতে বেশ মজাই লাগে। উপভোগও করি বটে। এভাবেইতো কিশোর-বুড়ো খেলা খেলেই আমার জীবনের ব্যস্ত সময়গুলো অতিবাহিত করি। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজন হয় মন, মস্তিষ্ক, মেধা ও মননের সঠিক ব্যবহারের। আমি কখন



www.pathagar.com

কোন কাজ করছি সে ব্যাপারে অবশ্যই আমাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি চেষ্টা করি আমার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে।

সোনার বাংলা : বর্তমান কি লিখছেন ? আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ?

মোশাররফ হোসেন খান : আমি আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লেখা বা পরিকল্পনার কথা কখনো বলি না। লেখা প্রকাশ পেলেই আমার পাঠকমহল সেটা বুঝতে পারেন।

সোনার বাংলা : আপনার কিশোর উপন্যাসগুলো কিশোর, তরুণসহ সকল বয়সের পাঠকের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে নতুন করে আশা, স্বপ্ন এবং সৃষ্টির উৎসাহ উদ্দীপনা জেগে ওঠে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : আমি মনে করি মানুষের কোনো কাজই ফেলনা হওয়া উচিৎ নয়। প্রতিটি কাজের পেছনেই একটি সুন্দর পরিকল্পনা থাকা জরুরি। আমি যেহেতু সাহিত্য করি সেই কারণে আমিও মনে করি আমার প্রতিটি মুহূর্তের একটি মূল্য আছে। সুতরাং আমার লেখাসমূহ যেনো পরিপুষ্ট, অর্থবহ, কল্যাণকর এবং মানুষের উপযোগী হয় সেদিকে আমি খেয়াল করি। বিশেষ করে ছোটদের জন্য যখন লিখতে বসি তার পূর্বে আমি আমার সন্তানদের দিকে একবার তাকাই। আমার সন্তানদের নিয়ে আমি কী ধরনের স্বপ্ন দেখি! তারা কেমন হলে জগৎ খুশি হবে! আমার লেখাটি যেহেতু আমার সন্তানদের বয়সী কিশোরদের জন্যই লেখা সুতরাং তাদেরকে সেইভাবে আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার মতো প্রয়োজনীয় সাহস, স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করি। আমার কিশোরতোষ উপন্যাস, সাহসী মানুষের গল্পসহ অন্যান্য কিশোরতোষ গ্রন্থগুলো যে পাঠকের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে সেটা আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বুঝতে পারি। এতে করে ভালোও লাগে। আজকের শিশু-কিশোররাইতো আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের উপযোগী করে লেখা, তাদেরকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার উৎসাহ ও প্রেরণা দেয় জাতির এইসব কচি কচি মুখগুলোই। তারাও আমার লেখার প্রেরণার এক ধরনের উৎসই বটে।

সোনার বাংলা : আপনার 'পাথরে পারদ জ্বলে/ জলে ভাঙ্গে ঢেউ/ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি/ গড়ে যাবে কেউ।'– বিখ্যাত দু'টি লাইন। যা বাংলা কবিতায় স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। লাইন দু'টি অসংখ্য পাঠকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ। ঐ লাইন দু'টি আমার 'পাথরে পারদ জ্বলে' কাব্যগ্রন্থে আছে। মূলত এটা আমার 'নতুনের কবিতা'র শেষ দু'টি লাইন। আমার সৌভাগ্য যে 'পাথরে পারদ জ্বলে' প্রকাশিত হবার পরই পাঠকরা কেমন করে যেন লাইন দু'টি ছেঁকে তুলে নিল। এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। এখনো যা অব্যাহত আছে। ঐ দু'টি লাইন ছাড়াও আমার কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি অনেক পাঠকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয় বলে শুনেছি। এছাড়াও আমার বহু কবিতার পঙ্‌ক্তি দিয়ে ঈদ কার্ড, দাওয়াত পত্র, স্টিকার, পোস্টার, লেখার প্যাড, প্রভৃতিতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। যখন এ সমস্ত দেখি তখন মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। অনেকেই আমার নামটা ব্যবহার করেন, আবার অনেক ক্ষেত্রেই নাম ব্যবহার করেন না। সে যাই হোক, আমার কবিতার পঙ্‌ক্তি যে মানুষের কাজে লাগছে, মানুষ প্রয়োজন বোধ করছে, মানুষ ব্যবহার করছে- এটা কম শ্লাঘার বিষয় নয়। এটা আমার সৌভাগ্যেরই অংশ বলতে হয়।

সোনার বাংলা : আপনার লেখা কি অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ। আমার কবিতা ইংরেজি, আরবি, উর্দু, মালয়েশিয়া, রুশ, গুজরাটিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় আমার প্রকাশিত 'প্রচ্ছন্ন মানবী' গল্পগ্রন্থ থেকে 'প্রচ্ছন্ন মানবী' গল্পটি তাদের ভাষায় অনুবাদ করে ছেপেছিল। সেটা ১৯৯১ সালের কথা। এখনও বিভিন্ন দেশে আমার কবিতা অনূদিত হয় বলে খবর পাই। কিন্তু সেসব পত্র-পত্রিকার প্রায়ই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবুও আনন্দের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের একজন কবি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় আমার কবিতা অনূদিত হওয়া মানেই বিশ্বদরবারে আমার দেশ এবং ভাষাকে পৌঁছে দেওয়া। সাহিত্যের জন্যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক ভাষার বিনিময় থাকাটা খুবই জরুরি।

সোনার বাংলা : আপনার মেয়ে নাওশিন মুশতারীও তো ভালো লিখছে তার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : নাওশিন মুশতারী শুধু আমার মেয়ে বলেই আমি তার সাহিত্য চর্চায় মুগ্ধ- এমনটি নয়। বরং তার যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ আমি লক্ষ্য করি তাতে করে আমি আশান্বিত না হয়ে পারি না। আশ্চর্যের



www.pathagar.com

বিষয় হলো, সে যখন প্রথম শ্রেণিতে সবে মাত্র ভর্তি হয়েছে তখনই একটি সুন্দর ছড়া লিখে ফেললো। পরে সেটা পত্রিকায় ছাপাও হলো। তারপর থেকেই তার সাহিত্যচর্চা, ছবি আঁকা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব পারঙ্গমতা এবং অভিনিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ। এখনতো সে ইন্টারের বিজ্ঞানের ছাত্রী। প্রচুর পড়াশোনার চাপ। এর মধ্যেও থেমে নেই তার সাহিত্যচর্চা এবং ছবি আঁকার প্রচেষ্টা। গ্রাফিক্সটাও নিজে নিজে শিখে ফেলেছে। সুযোগ পেলেই সে সময়টা হাত ছাড়া করে না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্বপ্নের তো কোনো সীমারেখা থাকে না। তবে আমি চাই সে প্রকৃত মানুষের মতো মানুষ হোক। জগতকে আলোকিত করার মতো যোগ্য হয়ে গড়ে উঠুক। তার জন্য আমার এটাই একান্ত কামনা।

সোনার বাংলা : আপনার কিশোরতোষ জাদুকরী ভাষার লোভ সামলানো মুশকিল। এজন্য অনেকেই তো আজ আপনার সেই ভাষার অনুকরণ করছে। এতে আপনি কি ক্ষুব্ধ?

মোশাররফ হোসেন খান : না। আমি ক্ষুব্ধ হবো কেন? বরং যখন দেখি আমার লেখার টেকনিক ও ভাষা কেউ অনুকরণ করছে তখন ভালো লাগার সাথে সাথে তার জন্য এটাও কামনা করি যে, সে যেন আমার চেয়েও ভালো লেখক হিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

সোনার বাংলা : দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোশাররফ হোসেন খান : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। সেই সাথে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য। তাদের ভালোবাসায় আমি সিক্ত। আল্লাহপাক সবাইকে সুস্থ রাখুন, সুন্দর জীবন দান করুন–এটাই কামনা করছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকাল: ২৪.৮.২০০৮



www.pathagar.com

# সামনেই নতুন চর

কবি মোশাররফ হোসেন খান। আশির দশকের প্রধান কবি। কবিতা ছাড়াও তিনি শিশুসাহিত্যসহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। তিনি মাসিক নতুন কলম ও মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠের সম্পাদক।

সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি এ পর্যন্ত বেশ কিছু পুরস্কার, পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর জন্ম ২৪শে আগস্ট, ১৯৫৭। জন্মস্থান–যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া গ্রামে। পিতা–ডা. এম. এ. ওয়াজেদ খান ও মাতা–বেগম কুলসুম ওয়াজেদ।

প্রখ্যাত এই কবি, কথাশিল্পী ও সম্পাদকের একটি সাক্ষাৎকার পাঠকদের উপহার দেয়া হলো।

দৈনিক সংগ্রাম : আপনি সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে সদা চলমান। একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এর মধ্যেও দেখি শিশুসাহিত্য নিয়ে আপনার ব্যাপক কাজ। এর পেছনের কারণটা জানাবেন কি?

মোশাররফ হোসেন খান : কারণ আর কিছু না, কেবল ভালোবাসা এবং অন্তরের একান্ত তাগিদ। শিশুসাহিত্যের মধ্যে যে মহা প্রাণ লুকিয়ে থাকে, তাকে আবিষ্কারের নেশা আমাকে কেবলই তাড়িত করে। আমি স্বপ্নাবেগে



www.pathagar.com

আপ্লুত হয়ে উঠি। ফলে আমাকে লিখতে বাধ্য করে কোন অজানা এক শক্তি। সে যেন আমার দায়িত্ব-কর্তব্যের বোধটাকে সকল সময় উস্কে দেবার জন্যেই উন্মুখ।

দৈনিক সংগ্রাম : শিশুসাহিত্যেও আপনি সাবলীল এবং প্রাণবন্ত। এই অসাধ্যকে আয়ত্তে আনলেন কিভাবে?

মোশাররফ হোসেন খান : কেবল শ্রম আর অধ্যবসায়। এর সাথে তো অবশ্যই আল্লাহর অশেষ রহমত যুক্ত হয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই কি লেখা যায়, নাকি কবি হওয়া যায়! যায় না। এটা আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং দান। যাকে তিনি সেই বিশেষ অনুগ্রহ ও দানে সিক্ত করতে চান, তিনিই কেবল কবি হয়ে ওঠেন। সফলতা-বিফলতা নিয়ে ভাবিনে, সেই মহান রব যে আমাকে সেধরনের করুণার ছায়াতলে রেখেছেন–এতেই আমি খুশি। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।

দৈনিক সংগ্রাম : ছোটদের জন্য এখন কি লিখছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : লিখছি তো অনেক কিছুই। সামনে ঈদুল ফিতর। ফলে পত্রপত্রিকা থেকে লেখার চাপ আছে। এজন্য কবিতা, ছড়া, গল্প, কিশোর উপন্যাস লিখতে হচ্ছে। আর 'সাহসী মানুষের গল্প'তো আমার ঘাড়ের রগটা খামচে ধরে রেখেছে। তবে আমার জীবনের একটি বড় স্বপ্ন ছিল...।

দৈনিক সংগ্রাম : সেটা কি?

মোশাররফ হোসেন খান : 'সাহসী মানুষের গল্প' যে ভাষায়, যে ঢঙে লিখি, ঠিক সেইভাবে 'ছোটদের বিশ্বনবী' লেখার।

দৈনিক সংগ্রাম : সেটা কি লিখেছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ। আল্লাহর শুকরিয়া যে তিনি আমাকে দিয়ে সেই কাজটিও করিয়ে নিয়েছেন। বলা যায় আমার স্বপ্নটি পূরণ হলো।

দৈনিক সংগ্রাম : বইটি কি দ্রুত বাজারে আসছে?

মোশাররফ হোসেন খান : ইনশাআল্লাহ আসবে। এক প্রকাশক সাগ্রহে নিয়েছেন। আশা করছি খুব শিগগিরই প্রকাশ পাবে।

দৈনিক সংগ্রাম : আপনার কাছ থেকে এমন একটি গ্রন্থই আমরা আশা করছিলাম। আপনি নীরবে আমাদের সেই আশা পূরণ করেছেন জেনে



www.pathagar.com

ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগছে, আগস্ট আপনার জন্মবার্ষিকী। সুতরাং এটাকে আপনার পাঠকদের জন্য উপহার হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি। বইটির জন্য আমরাও উদগ্রীব থাকলাম। আচ্ছা একটা বিষয়ে জানতে চাই?

মোশাররফ হোসেন খান : বলুন।

দৈনিক সংগ্রাম : 'সাহসী মানুষের গল্প'-এর কায়েস মাহমুদ আর কবি মোশাররফ হোসেন খান প্রসঙ্গে। দু'টোই অত্যন্ত প্রিয় নাম পাঠকের কাছে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : কি আর বলবো! দু'টো নামই যে আমার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে! মজার বিষয় হলো–'কায়েস মাহমুদের' অধিকাংশ পাঠকই 'মোশাররফ হোসেন খানকে' চেনেন না। কেউ কেউ চিনে যায় বিভিন্ন মাধ্যমে। তখন ফোন কিংবা সরাসরি সাক্ষাৎ করে নিশ্চিত হতে চান, আপনিই কি সেই 'কায়েস মাহমুদ'! তার চোখে-মুখে থাকে বিস্ময়। কারণ সে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়ে আসছে কায়েস মাহমুদের লেখা। তার যেন বুঝে উঠতে কষ্ট হয়। কেউ কেউ মানতেও চাননা। কোনো সাহিত্য প্রোগ্রামে গেলে, কিংবা ঢাকার বাইরে গেলে আমাকে আরও বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। তবু ভালো লাগে, খুশি হই, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, এত অসংখ্য ভক্ত-পাঠক আমাকে গ্রহণ করেছেন, ভালো বেসেছেন হৃদয়-মন দিয়ে। সত্যিই তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

দৈনিক সংগ্রাম : তো, 'সাহসী মানুষের গল্প' আর কতদিন চলবে?

মোশাররফ হোসেন খান : মাঝে মাঝেই তো লেখা বন্ধ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারিনে।

দৈনিক সংগ্রাম : কেন?

মোশাররফ হোসেন খান : না পারার প্রথম কারণ হলো–যখন আমার চোখের সামনে লাখো কিশোরের কচিপ্রাণ, উদীপ্ত চোখগুলো ভেসে ওঠে, তখন সত্যিই আমি অসহায় হয়ে পড়ি। তাদের জন্য, তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য আমাকে শত কষ্ট ও প্রবঞ্চনার মধ্যেও লিখতে হয়। তাদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাকে লিখতে বাধ্য করে। ভাবি, ঐ লেখাটিই তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রাণনিংড়ানো দোয়া।



www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম : ছোটদের জন্য আপনি কি ধরনের স্বপ্ন দেখেন?

মোশাররফ হোসেন খান : এটা এক কথায় বলা মুশকিল। তবে আমি আমার সন্তানদের নিয়ে যে ধরনের স্বপ্ন দেখি–ঠিক তেমনি স্বপ্ন দেখি অন্য সবাইকে নিয়ে।

দৈনিক সংগ্রাম : যেমনটি বলেছেন: 'পাথরে পারদ জ্বলে, জ্বলে ভাঙে ঢেউ/ভাঙতে ভাঙতে জানি গড়ে যাবে কেউ!'–

মোশাররফ হোসেন খান : সেতো ঠিকই। এই দেশ, এই সমাজ, এই পৃথিবী আমাদের জন্য মহান রবের এক বিশেষ দান এবং নিয়ামত। সুতরাং আল্লাহর এই নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপযুক্ত হতে হবে। একমাত্র যোগ্যরাই সেটা পারবে। আমি তো আশাবাদী যে, আমি বা আমরা যা পারিনি–আমাদের সন্তান–অর্থাৎ সেইসব কিশোর-তরুণরাই তা পারবে। তারা ইনশাআল্লাহ 'ভাঙতে ভাঙতে গড়ে যাবে'...। ছোটদের নিয়ে আমার স্বপ্ন সীমাহীন। এজন্যই তো আমি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তাদেরকে সাহসী ও যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠার প্রেরণা দেই। তাদেরকেও স্বপ্ন-সাগরে সাঁতার কাটাতে চেষ্টা করি। বলি–'হারু হেরেছে বলে তুমি কেন হারবে?/ পারু পেরেছে জানি তুমিও পারবে।'

দৈনিক সংগ্রাম : ছোটদের মেধা বিকাশের জন্য কি করা প্রয়োজন?

মোশাররফ হোসেন খান : তাদের উপযোগী পত্রপত্রিকার সংখ্যা আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। দু:খজনক হলেও সত্য যে, ছোটদের জন্য পাতাগুলো বড়দের দখলে এখন। সেখানেও ছোটদের কি পরিমাণ, কতটুকু জায়গা দেয়া হয়? কোনো মিডিয়াতেও ছোটদের মেধা ও মনন বিকাশের সুযোগ নেই। কোনো চ্যানেলই তাদের কথা ভাবে না। তাদের জন্য কিচ্ছু করে না। এটা অত্যন্ত বেদনা এবং লজ্জার বিষয়। ছোটদের ব্যাপারে আমাদের আরও দায়িত্বপূর্ণ সময়োপযোগী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে–আজকে যারা ছোট, তারাই একদিন বড় হবে। কেউ হবে একটি পরিবারের পরিচালক। কেউবা সমাজের, কেউবা রাষ্ট্রের। সুতরাং তাদেরকে যোগ্য হিসাবে গড়ে তুলতে না পারলে সমূহ শঙ্কার বিষয়টি থেকেই যায়। ছোটদের ব্যাপারে আমাদের আরও বেশি সচেতন এবং আন্তরিক হওয়া উচিৎ।

দৈনিক সংগ্রাম : আচ্ছা, আপনার লেখার প্রথম পাঠক কে?



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : কৈশোর জীবনে যা লিখতাম, বাড়িতে বসে–তার প্রথম পাঠক ছিলেন আমার আব্বাজান। ২রা আগস্ট গেল তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। আল্লাহপাক তাঁকে অতি সম্মানজনক জান্নাত দান করুন। আব্বাজান সুস্থ থাকা পর্যন্ত আমার লেখার একান্ত পাঠক এবং বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। অবশ্য আমি দূরে থাকার কারণে প্রথম পাঠক হতে পারতেন না। পড়তেন আমার প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা। অকপটে সেসব লেখার পাঠপ্রতিক্রিয়া জানাতেন। তিনিই ছিলেন আমার সাহিত্য-জীবনের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। আর মজার বিষয় হলো–এখন আমার লেখা, এমনকি অসম্পূর্ণ খসড়ারও প্রথম পাঠক আমার কন্যা, মা-মনি–নাওশিন মুশতারী। সেও অধিকাংশ সময় আব্বাজানের ভূমিকা পালন করে। সত্যিই এব্যাপারে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। তার চোখ এড়িয়ে কোন লেখা পত্র-পত্রিকায় দেয়াও সম্ভব হয় না। তার আগ্রহ এবং পরামর্শ–দু'টোই আমাকে আপ্লুত করে।

দৈনিক সংগ্রাম : ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনা করতে আপনার কেমন লাগে?

মোশাররফ হোসেন খান : এক কথায় বলি! দারুণ, দারুণ মজা লাগে। প্রতিমাসে তাদের অজস্র লেখা পড়তে হয়। নানা ধরনের কাগজ, হাতের লেখা, কালি, আঁকি-বুকি বিচিত্র বিষয়ের ওপর লেখা। ছোটদের লেখা এবং চিন্তা থেকেও শেখার অনেক কিছু থাকে, অন্তত আমার জন্য। আমি তো সাহিত্য-স্কুলের একজন ছাত্র। সুতরাং শেখার নেশায় মনটা ছুটতে থাকে সারাক্ষণ।

দৈনিক সংগ্রাম : ছোটদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : কি আর বলবো! তারাও কিন্তু এক অর্থে আমার শিক্ষক। তাদের কাছ থেকেও আমি প্রতিনিয়ত শিখি। ফলে উপদেশ নয়, বরং ভালোবাসা থেকেই বলছি–

'ঐ জেগেছে স্বপ্ন-বুকে নতুন আশার চর
সেই চরেতে আমরা সবাই গড়বো সবুজ ঘর।'

ব্যাস, এতটুকুই।



www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম : সাক্ষাৎকার দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোশাররফ হোসেন খান : আপনাকে এবং আপনার মতো আমার গুণমুগ্ধ পাঠক, ভক্ত, অন্তরক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্যও রইলো আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**মুহাম্মদ ইসমাঈল**

দৈনিক সংগ্রাম

২০১০



www.pathagar.com

# বইমেলা প্রাণের মেলা

দৈনিক সংগ্রাম : একুশের বইমেলা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : একুশ এলেই উন্মাতাল হয়ে ওঠে গোটা বাংলাদেশ। তরঙ্গ আছড়ে পড়ে আমাদের হৃদয়–মনে। হবারইতো কথা! একুশ মানেই যে রক্ত ঝরা ফাগুন!

একুশকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকায় চলে সাজ সাজ রব। বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে মানুষের পদভারে। লেখক, প্রকাশক, ক্রেতা, দর্শক আর অগণন উৎসাহীর ভিড়। তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না তখন বাংলা একাডেমিসহ তার চারপাশ। এটা স্বত:স্ফূর্ত প্রণোদনার নজির। গোটা আয়োজনটা আনন্দের বটে।

কিন্তু বইমেলাকেন্দ্রিক কিছু কথা প্রাসঙ্গিকভাবে এসেই যায়। প্রথমত এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। বাংলা একাডেমি যেন রাজনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে কখনই মুক্ত হবার চিন্তা করতে পারে না। তাদের কাজ কর্ম, আচার-আচরণ ও সার্বিক তৎপরতায় সেটাই প্রমাণিত হয়। তা না হলে বার্ষিক সাধারণ সভায় দলীয় প্রধান মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ ও ফেলোশিপ প্রদানের মত উৎকট দৃশ্য আমাদের দেখতে হবে কেন? বইমেলায়



www.pathagar.com

দল-মত নির্বিশেষে সকল লেখক প্রকাশকের উপস্থিতি ঘটবে–এমনটিই কাম্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। দলীয় লেখক-প্রকাশক ছাড়া বাংলা একাডেমিতে আর সবাই যেন অচ্ছ্যুত। তাঁদের সেখানে স্থান নেই। নেই তাঁদের বই কিংবা প্রকাশনার স্টল। ফলে বেদনাদায়কভাবে একতরফা হয়ে পড়ে বাংলা একাডেমী বইমেলা। যেটা অত্যন্ত দু:খজনক। একটা সময় ছিল, যখন বাংলা একোডেমির চত্বরেই বইমেলার আয়োজন করা সম্ভব হতো। এখন প্রকাশকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, সাথে সাথে ক্রেতা-দর্শকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা একাডেমি চত্বর এখন আর বইমেলার এই বিপুল আয়োজনকে ধারণ করতে পারছে না। এ নিয়ে তাদের নিশ্চয়ই ভাববার অবকাশ আছে। আরও প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মেলাটি করতে পারলে প্রাণের স্পন্দন অনেক বেড়ে যেত–এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পরও রয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের ঝক্কি-ঝামেলা। নিরীহ ভদ্রলোক ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বই মেলায় ঢুকবেন–এটা কেমন কথা। কিংবা কেমন প্রথা!

বইমেলায় আগত বইয়ের মান নিয়েও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। শুধুমাত্র হাতে গোণা দুই-একজনের রগচটা উপন্যাস ছাড়া মেলায় আর কোনো বই বেচা-বিক্রির তেমন কোনো ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। উঠতি বয়সের নব্য কবিদের গাঁটের টাকা খরচ করে প্রকাশ করা বইয়ের বিক্রেতা তারা নিজেই। হকারের মত ঘুরে ঘুরে বই বিক্রির চেষ্টা করে। তাদের কসরতে উপস্থিতিরা অনেকটাই বিব্রত বোধ করেন। মননশীল বই–যেমন প্রবন্ধ, সমালোচনা, গল্প, উপন্যাস, শিক্ষামূলক শিশুতোষ গ্রন্থের অভাব প্রচুর। অভাব রয়েছে নাটক, শিল্পকলাসহ গুরুত্বপূর্ণ বইয়েরও। প্রকাশকদের বাণিজ্যিক চিন্তা থেকেই এই খরার সৃষ্টি। মননশীল বইয়ের এই খরা কেটে যেত যদি সেখানে রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি বাদ দিয়ে সকল স্তরের প্রকাশকের সমাবেশ ঘটতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাংলা একাডেমি জাতির মননের প্রতীক না হয়ে বরং সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছে একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে। এর ফলে বাংলা একাডেমির বইমেলা সর্বজনীনভাবে সফল হয়ে উঠতে পারছে না। এই ব্যর্থতার দায়ভার কে বহন করবে? নিশ্চয়ই বাংলা একাডেমি এর জন্য দায়ী। তারা বই মেলার পরিবেশ এমন করে রাখে যে, দেশের বহু খ্যাতিমান লেখক, কবি-সাহিত্যিক সেখানে প্রবেশের কোনো মানসিক তাড়া কিংবা উৎসাহ বোধ করেন না। এটা সার্বিকভাবে বইমেলার জন্য



www.pathagar.com

কল্যাণকর নয়, বরং ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমিকে আরও বেশি সচেতন ও উদার ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

আমরা চাই–বাংলা একাডেমি বই মেলা প্রাণস্পন্দনে ভরে উঠুক। তার জন্য প্রয়োজন সকল শ্রেণির লেখক ও প্রকাশকের প্রবেশের অবাধ অধিকার। সাথে সাথে বই মেলার পরিবেশ আরও সুন্দর ও সাবলীল হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন এর ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুনিপুণ হওয়া। তাহলেই বইমেলাটি প্রকৃত অর্থে প্রাণের মেলায় রূপ নিতে পারে। আমরা তেমনটিই প্রত্যাশা করছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : রেদওয়ানুল হক

দৈনিক সংগ্রাম

৩০.১.২০১২



www.pathagar.com

# একুশের বইমেলা আন্তর্জাতিক মানের হওয়া প্রয়োজন

**দৈনিক সংগ্রাম : এবারের একুশের গ্রন্থমেলায় আপনার কি কি বই প্রকাশ পাচ্ছে?**

মোশাররফ হোসেন খান : আমি একজন চলমান কবি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু লিখতে হয়। বছরের যেকোনো সময় গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। আমি একুশকেন্দ্রিক মৌসুমী কোনো কবি নই। তারপরও প্রকাশকদের আগ্রহে এবারের বইমেলায় দু'টি কাব্যগ্রন্থ, দু'টি কিশোর উপন্যাস, তিনটি সম্পাদনাগ্রন্থসহ বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ পাবে বলে আশা করছি।

**দৈনিক সংগ্রাম : একুশের গ্রন্থমেলা আরও বড় পরিসরে এবং আন্তর্জাতিকমানের হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?**

মোশাররফ হোসেন খান : আমি আপনার কথার সাথে একমত পোষণ করছি। এর আগেও আমি আমার কয়েকটি সাক্ষাৎকারে এবং লেখায় বিষয়টি তুলে ধরেছি। মনে পড়ছে, গত বছর একুশের বইমেলা প্রসঙ্গে একটি লেখায় এই বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। আমাদের দেশে, এই ঢাকাতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যদি সফল হতে পারে, তাহলে আন্তর্জাতিক বইমেলা কেন হতে পারে না? আমার মনে সেটা করা খুবই সম্ভব। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছি কয়েকবার। কিন্তু কোনো ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ বাংলা



www.pathagar.com

একাডেমি কর্তৃপক্ষ একচক্ষু হরিণের মত। বধিরও বটে। ফলে কারোর কোনো পরামর্শের তারা তোয়াক্কা করে না। নিজেরাই নিজেদের সুবিধামত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। তারা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টও বটে। বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা তারা বিবেচনায় আনে না। ভাবেও না। এটা অত্যন্ত দু:খজনক। আমাদের একুশের গৌরবতো ছোট করে দেখার বিষয় নয়। তার অর্জনও কম নয়। সুতরাং একুশকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দেয়ার জন্য হলেও আমাদের এই বইমেলা ব্যাপক-বিশাল এবং আন্তর্জাতিকমানের হওয়া উচিৎ। গোটা বিশ্ব যেন সেটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বইমেলার আয়োজনটা হওয়া উচিৎ তেমনিই মানের।

দৈনিক সংগ্রাম : বইমেলায় দর্শকের সংখ্যার চেয়ে ক্রেতার সংখ্যা কম কেন?

মোশাররফ হোসেন খান : আশির দশক পর্যন্ত একুশের বইমেলার একটি ভাবমর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। পৃথক বৈশিষ্ট্যও ছিল বটে। এখন আর তা নেই। এখন এটা হয়ে উঠেছে বারোয়াড়ি মেলার মতো। যেমন খুনতা, কুড়াল, কুলা, হাঁড়ি-পাতিল, চুড়ি-ঘুনশি–এখন এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। ফলে শুধু বইমেলার মধ্যে এটা আর সীমাবদ্ধ নেই। এজন্যই এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির মানব-মানবীর ভিড় জমে। ভিড় জমে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের। যারা এখানে এসে অন্তত অবাধে কিছুটা সময় যা খুশি তাই করে বেড়াতে পারে। পরিবেশগত কারণেই বই-প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমি এর আগেও বলেছি যে, বাংলা একাডেমির 'বইমেলা' এখন 'বউ-মেলায়' পরিণত হয়েছে। এটা শুধুমাত্র কৌতুকপ্রিয় উচ্চারণ নয়। বরং বেদনার বহি:প্রকাশ। প্রকৃত রুচিসম্পন্ন লেখক কিংবা পাঠক একুশের বইমেলায় এখন আর যেতে চান না। অনেকেই যান না। যেমন ইচ্ছে কিংবা টান থাকলেও পরিবেশগত কারণে আমিও এখন আর বইমেলায় যাই না। বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ যদি প্রকৃত অর্থেই বইমেলাটিকে অর্থবহ করে তুলতে পারতো তাহলে সেখানে বই-প্রেমিকের সংখ্যাই অধিক হতো। ক্রেতার সংখ্যাও বাড়তো। শুধুমাত্র পরিবেশ না থাকার কারণেই রুচিসম্পন্ন ক্রেতা কিংবা পাঠক সেখানে যেতে অস্বস্তিবোধ করেন।

দৈনিক সংগ্রাম : বাংলা ভাষা বিকাশে কি কি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের একটি পৃথক



www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য আছে। আছে তার নিজস্ব অর্জন ও মর্যাদা। যেটা পশ্চিম বাংলার ভাষা ও সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমি এখানে বাংলা ভাষা বলতে আমাদের, অর্থাৎ বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের কথাই বলতে চাই। বাংলা ভাষা বিকাশের জন্য শুধু বাংলা একাডেমি নয়, বরং সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এব্যাপারে সরকার কখনোই আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। কেবল একুশ এলেই বাংলা ভাষা উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনার কথা সরকারের পক্ষ থেকে শোনা যায়। একুশ চলে গেলে তাদের সেইসব পরিকল্পনাও ডানা ভেঙে পড়ে। ফলে বাংলা ভাষার উন্নয়ন-পরিকল্পনা আর বাস্তবে রূপ নেয় না। বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বহুকাল থেকে আমি একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের দাবি এবং যৌক্তিকতা তুলে ধরে আসছি। অনেকেই এ ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। সরকার আন্তরিক হলেই কেবল বাংলা ভাষা বিকাশের পথ সুগম হতে পারে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারি প্রতিটি অফিসের কার্যক্রম বাংলা মাধ্যমে চালু করার বাধ্য-বাধকতা থাকলে, বাংলা ভাষার বই-পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে, বাংলা ভাষায় উন্নতমানের সাহিত্য রচনার জন্য প্রকৃত মেধাবী লেখকদের সহযোগিতা করলে, একাধিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলে, সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলে আশা করি বাংলা ভাষার প্রকৃত বিকাশ সাধিত হবে। বেদনার বিষয় বটে, আজ পর্যন্ত সর্বজনগৃহীত একটি বাংলা অভিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। খোদ বাংলা একাডেমি থেকে যে সকল পত্র-পত্রিকা ও বইপত্র প্রকাশ পায় সেখানেও দেখা যায় বাংলা ভাষা ও বানানের যথেচ্ছ বেহাল অবস্থা। বুঝাই কষ্টকর হয় যে এটা পশ্চিম বঙ্গীয় ভাষা নাকি আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা! আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে বাংলার অবস্থা খুবই নাজুক। আকাশ-সংস্কৃতির কারণে হিন্দি ভাষা এখন ঢুকে পড়েছে বেডরুমে। কিন্ডারগার্টেন এবং ইংলিশ মিডিয়াম এখন শহুরে বিত্তবানদের ফ্যাশনে রূপ লাভ করেছে। আমাদের ইলেকট্রনিক ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মিডিয়ায় যে সকল নাটক ও অনুষ্ঠানাদিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা কি কোনো ভদ্রজনিত ভাষা, নাকি ইতরজনিত ভাষা? বিষয়টি ভাববার বিষয় বটে। সর্বক্ষেত্রেইতো চলছে এমনিই নৈরাজ্যকর অবস্থা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের চেয়ে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্যই যেন সকল মিডিয়া, সরকার ও বাংলা



www.pathagar.com

একাডেমির যত প্রচেষ্টা! এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

দৈনিক সংগ্রাম : বইমেলার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : আজকের এই অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাঝেও যারা শুধুমাত্র বইয়ের টানে ও ঘ্রাণে বইমেলায় আসেন তাদের প্রতি আমার অশেষ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। সেই সাথে রুচিসম্পন্ন প্রকাশকদের প্রতিও। আমার প্রাণে দাবি–আপনারা বইকে ভালোবাসুন, লেখককে ভালোবাসুন এবং একুশের বইমেলাকে সার্বিকভাবে স্বার্থক করে তুলুন। আপনাদের প্রতি রইলো আমার অশেষ শুভেচ্ছা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**রেদওয়ানুল হক**

দৈনিক সংগ্রাম

১.২.২০১৩



www.pathagar.com

# আদর্শ-ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যই টিকে থাকবে

[আশির দশকের প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খান। তাঁর সাহিত্যকর্মে আমাদের বাংলা কবিতাসহ সাহিত্যের জমিনটি উর্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর পদচারণা কেবলমাত্র সাহিত্যকেন্দ্রিক। আমগ্ন সাহিত্যপ্রেমিক। অসম্ভব মেধাবী ও মৌলিক কবি হিসাবে তিনি আমাদের সাহিত্যকে উজ্জীবিত করে তুলেছেন। তিনি এখনো লেখা-লেখি, সম্পাদনাসহ সাহিত্যের নানাবিধ কাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। এই প্রখ্যাত কবির ৫৮তম জন্মদিন ২৪ আগস্ট, ২০১৫। এ উপলক্ষে সোনার বাংলা সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে কবির নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন–**ইয়াসিন মাহমুদ**।]

সোনার বাংলা : আগামী ২৪ আগস্ট আপনার ৫৮তম জন্মদিন। প্রথমেই আপনাকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা। জীবনের এই পর্যায়ে এসে আপনার উপলব্ধি কি?

মোশাররফ হোসেন খান : সোনার বাংলার মাধ্যমে আমার ভক্ত, পাঠক ও দেশবাসীর প্রতি আমারও শুভেচ্ছা রইল। সকলের দোয়া কামনা করছি। জীবনের এই পর্যায়ে এসে জীবন, মানুষ, দেশ-জাতি ও বিশ্বব্যাপী আমি যে উপলব্ধি সঞ্চয় করেছি, তার মূল্য কম নয়। অন্তত মানুষ ও সমাজ



www.pathagar.com

সম্পর্কে আমার একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়েছে। যা আমার সাহিত্য জীবনে অনেক কাজে আসবে।

সোনার বাংলা : আপনার বন্ধু সহকর্মী ঐতিহ্যবাদী কবি মতিউর রহমান মল্লিক কয়েক বছর আগে এই আগস্ট মাসেরই ১২ তারিখে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আপনার এই জন্মদিনে কি আপনি তাঁর শূন্যতা অনুভব করছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : কেন করবো না! অবশ্যই মল্লিক ভাইয়ের শূন্যতা শুধু এই একটি দিনে নয়, বছরের প্রতিটি দিনই অনুভব করি। কারণ মল্লিক ভাই ছিলেন আমার অত্যন্ত কাছের এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে আমার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবেও মনে করতাম। আমাদের জীবনের বহু সময়, বহু বছর একই সাথে কেটেছে। ঐতিহ্যিক ধারার সাহিত্যভিত রচনার আন্দোলনে আমরা সকল সময় আমগ্ন ডুবে থাকতাম। রাত-দিন একই সাথে কাজ করতাম। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, আশির দশকের আমি এবং মল্লিক ভাই–দু'জনই ছিলাম সম্পূর্ণ অবৈষয়িক চিন্তার মানুষ। অর্থবিত্ত এবং সংসার নিয়ে কখনো ভাবিনি। আমরা ছিলাম আমগ্ন সাহিত্য-পাগল মানুষ। তাঁর সাথে আমার কত যে স্মৃতি, কত যে ঘটনা, কত যে ইতিহাসের টুকরো বুদ্বুবদ রয়ে গেছে তার কোনো হিসাব নেই। সর্বক্ষণ সেসব স্মৃতি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমি অস্থির হয়ে উঠি। কখনো কম্পিত বা শিহরিত হই। তাঁর মতো বন্ধু আর কখনো কাউকে পাইনি। আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।

সোনার বাংলা : একসময় জাতীয় দৈনিক, বিভিন্ন সাময়িকীতে আপনার লেখা নিয়মিত দেখতাম। এখনও সরব উপস্থিতি আছে, কিন্তু আগের মতো নয়, এর কারণ কি?

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ, আশি এবং নব্বই দশকে আমার লেখা বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। লেখার অনুবাদও হয়েছে। দেশের সকল বড় বড় সাহিত্য পত্রিকা ও সাময়িকীতে সমানে লিখেছি। কারণ তখনও সাহিত্যে রাজনীতির কালো আবর্জনা প্রবেশ করেনি। নব্বইয়ের পর যখন বাংলাদেশের প্রতিটি পত্র-পত্রিকা রাজনীতি নির্ভর হয়ে পড়লো তখনই শুরু হলো কে কোন দলের লেখক, কবি বাছাই করা। এক ধরনের উঠতি বয়সের চ্যাংড়া ছেলেদের হাতে সাহিত্য পাতার দখলদারি চলে গেল। ফলে এক দিকে তালিকার অত্যাচার আর অন্য দিকে অসাহিত্যিক তথাকথিত সাহিত্য সম্পাদকদের



www.pathagar.com

অনৈতিক দৌরাত্মের কারণে লেখা-লেখি প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হয়েছে। এটা আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যও বটে। তবে হয়তো অনেকের স্মরণ আছে যে, বিশেষ করে বাংলাদেশে আশির দশকের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

সোনার বাংলা : আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নতুন কলম'–এর পাঠকরা আবার কবে তাদের এই প্রিয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি হাতে পাবেন?

মোশাররফ হোসেন খান : মাসিক 'নতুন কলম' নিয়ে এখনও আমার স্বপ্ন প্রচুর। যেহেতু বাংলাদেশে ঐতিহ্যিক ধারার আর কোনো মাসিক সাহিত্য পত্রিকা নেই, সেই কারণে 'নতুন কলমের' প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। কিন্তু কোনো পৃষ্ঠপোষক কিংবা প্রতিষ্ঠান ছাড়া এধরনের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দু:খজনক হলেও সত্য যে, সে ধরনের কাউকে আজ পর্যন্ত পাইনি। তবে আমি হতাশ নই। আল্লাহর সাহায্য কামনা করে যাচ্ছি। তিনি সাহায্য করলেই আবারও পাঠকের হাতে ইনশাআল্লাহ 'নতুন কলম' তুলে দিতে পারবো। এব্যাপারে সকলের সহযোগিতাও কামনা করছি।

সোনার বাংলা : আপনাকে আগের মতো সাহিত্য আড্ডাগুলোতে দেখি না কেন? আপনি কি স্বেচ্ছানির্বাসনে আছেন? এর কারণ কি কোন অভিমান না অন্য কিছু?

মোশাররফ হোসেন খান : একটা সময় ছিল যখন সকল সময় সাহিত্য আন্দোলন নিয়েই সময় পার করেছি। আমিতো সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না! জানিও না। তখন মল্লিক ভাইসহ যে সকল বন্ধুদের সাথে পথ পাড়ি দিয়েছি, তাঁরা এখন স্তিমিত। আর এখন সাহিত্য সভা কিংবা আড্ডা কোথায় হয় সেটাও আমার অজানা থাকে। নবীন বয়সের যারা তাদের মধ্যেও তো সে ধরনের সরব কিছু লক্ষ্য করি না। হতে পারে আজকে যারা দু'একটা সাহিত্য সভা কিংবা আড্ডার আয়োজন করে তারা হয়তো আমার প্রয়োজনবোধ করে না। কারণ সে ধরনের প্রাণের ডাক কোথাও শুনতে পাই না। ফলে অভিমান বলেন আর স্বেচ্ছানির্বাসন বলেন–যেটাই বলুন না কেন, সেটাই হতে পারে। তবে শ্রদ্ধাপূর্ণ আন্তরিক আহবান আমি কখনো প্রত্যাখ্যান করি না।

সোনার বাংলা : আসছে বই মেলায় আপনার প্রিয় পাঠকদেরকে আপনি উপহার দিবেন, কবিতা, উপন্যাস না গল্প গ্রন্থ?



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : বাংলাদেশে বর্তমান পরিবেশগত কারণে আমার প্রকাশকের সংখ্যাও সীমিত হয়ে এসেছে। যেমনটি হয়েছে আমার ক্ষেত্রে। তারপরও যেহেতু আমি চলমান একজন লেখক, সুতরাং দেখা যাক আল্লাহপাকের মঞ্জুর কি আছে।

সোনার বাংলা : বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারায় আপনি কাজ করছেন, এই ধারাটি কি অন্য ধারার চেয়ে দুর্বল? এর কারণ কি এই ধারার সাহিত্যিকরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না কি এর নেপথ্যে অন্য কোন কারণ আছে?

মোশাররফ হোসেন খান : আদর্শিক সাহিত্যধারা কখনই দুর্বল হতে পারে না। আমি এখনও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটিই বেঁচে থাকবে এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে যাবে। তবে এই ধারাটিকে আরও বেগবান করার জন্যে সচেতন মহলকে আন্তরিকতা ও পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যাঁরা এই ধারায় লিখছেন সব কিছু ত্যাগ করে, তাঁদেরকে লেখার সুযোগ করে দিতে হবে। সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। সর্বোপরি আমাদের পত্র-পত্রিকাসহ প্রকাশনা বাড়াতে হবে।

সোনার বাংলা : আপনি একাধারে কবি, ছড়াকার, গীতিকার, প্রবন্ধকার, কথাসাহিত্যিক ও শিশুসাহিত্যিক। বলা চলে সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতে আপনার অবাধ বিচরণ। আপনি কি মনে করেন আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মটি সৃষ্টি করতে পেরেছেন? আপনার সৃষ্টি কর্মগুলোর মধ্যে আপনার প্রিয় সৃষ্টি কোনটি?

মোশাররফ হোসেন খান : আমার সাহিত্য জীবনটা আমি মনে করি আল্লাহরই দেয়া একটি বিশেষ নেয়ামত। আমি মহান রবের সেই নিয়ামত যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। সাহিত্য কর্মটিকে আমি একটি বড় ইবাদাতও মনে করি। কারণ আমিতো আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য লিখি। মানুষের জন্য লিখি। সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য লিখি। একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি।

লিখতে লিখতেই তো জীবনের এতটা পথ এলাম। শ্রেষ্ঠ লেখাটি লিখতে পেরেছি কিনা জানিনা। আগামীতেও পারবো কিনা জানি না। কারণ কোনটি শ্রেষ্ঠ লেখা হবে সেটা কেবল মহাকালই নির্ধারণ করতে পারে। আমার শরীরের যেমন প্রতিটি অঙ্গই আমার প্রিয়, তেমনি আমার প্রতিটি



www.pathagar.com

লেখাই আমার অনেক বেশি প্রিয়। পৃথকভাবে শনাক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো বা আমার পাঠকরা সেটা নির্বাচন করতে পারেন।

সোনার বাংলা : আপনারা যে স্বপ্ন নিয়ে ঐতিহ্যিকধারার সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা আজ কতোটুকু সফল?

মোশাররফ হোসেন খান : আমাদের সময় পর্যন্ত আমরা সফল ছিলাম বলে মনে করি। কিন্তু এর পরে আমার মনে হয় না পরবর্তী যাত্রীরা সেই ধারাকে খুব একটা বেগবান করতে পেরেছেন। এর নানাবিধ কারণও থাকতে পারে।

সোনার বাংলা : 'এ আঁধার থাকবে না চিরকাল/সহসা জেগে উঠবে সূর্য/উড়বেই বিজয়ের পাল।'– আপনার রচিত জনপ্রিয় এই গানটি এখন মানুষের মুখে মুখে। এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কী?

মোশাররফ হোসেন খান : আমার পাঠক-শ্রোতা যদি এটাকে পছন্দ করে থাকেন তাহলে তো সেটা আমার জন্য খুবই আনন্দ এবং সৌভাগ্যের কথা। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সোনার বাংলা : আপনার অনুজ তো অনেকেই লিখছেন কার লেখা আপনার বেশি ভালো লাগে?

মোশাররফ হোসেন খান : অনেকের লেখাই ভালো লাগে। আবার মনে হয় কেউ কেউ লেখায় খুব একটা মনোযোগ দিতে পারেন না। লেখার সময় অন্তত লেখার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে ভালো হয়।

সোনার বাংলা : বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : এ ব্যাপারে খুব বেশি কথা বলতে ইচ্ছে হয়না। কারণ আগেই বলেছি সাহিত্য ও সাহিত্যিকও এখন রাজনীতির গ্যালারিতে পাক খাচ্ছে। ফলে আমাদের বিশেষ করে বাংলা কবিতার যে ধারটি ছিল ২০০০-এর পর সেটাও ম্রিয়মান হতে চলেছে। কষ্ট লাগে, বড় কষ্ট লাগে।

সোনার বাংলা : আপনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বহুল প্রচারিত একটি শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদক, শিশুদের নিয়েই তো আপনার কাজ। কিন্তু সেই শিশুরা তো আজ নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যেমন-সিলেটের রাজন, খুলনার রাকিবসহ সাম্প্রতিককালে অনেক শিশু নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে। এই যে সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন



www.pathagar.com

বেড়ে চলেছে এর প্রতিকারে আপনি  কী ভাবছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : এটা অত্যন্ত দু:খের বিষয়! শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। আমরা তাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি। অনেক স্বপ্ন। তাদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলি। তারা বড় হবে এটাইতো আমাদের কাম্য হওয়া উচিৎ। কেন তারা এভাবে নির্যাতিত হবে? কেন তারা নির্মম মৃত্যুর শিকার হবে? এটা শুধু সামাজিক অবক্ষয় বলে পার পাওয়ার উপায় নেই। এখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি। সুতরাং আমি কি ভাবলাম তাদের নিয়ে এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের এটা একটি জরুরি কর্তব্য বলে মনে করি।

সোনার বাংলা : আপনি তো মাসিক 'নতুন কিশোরকণ্ঠে' সাহসী মানুষের গল্প নামে একটা ধারাবাহিক  লিখতেন, এখন আর দেখি না কেন?

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ, বহু বছর যাবৎ 'সাহসী মানুষের গল্প' লিখেছি। সুযোগ ও পরিবেশ পেলে আবারও লিখবো ইনশাআল্লাহ।

সোনার বাংলা : নবীন সাহিত্যকর্মীদের উদ্দেশে আপনার পরামর্শ কি?

মোশাররফ হোসেন খান : লিখতে গেলে একটি স্বপ্ন থাকতে হয়। একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও থাকা প্রয়োজন। একদিনেইতো আর লেখক হওয়া যায় না! এর জন্য চাই সাহিত্য সাধনায় সকল সময় মগ্ন থাকা। বেশি বেশি করে দেশি-বিদেশি গ্রন্থ পাঠ করা। নিজের লেখাটি নিয়ে বার বার নিজেই সমালোচনা করা। খ্যাতির জন্যে মরিয়া না হয়ে ভালো লেখার চেষ্টা করা

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

১৬.৮.২০১৫



www.pathagar.com

# আশির দশকের কবিতা

একজন কবির সাক্ষাৎকার নিতে গেলে যে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয় তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণে আমার সেই দশা হয়েছিল। তবে প্রিয়-সঙ্গী। তাই সন্ধ্যা সাতটাতে সোহরওয়ার্দী উদ্যান ছেড়ে আমরা যখন ভাগাভাগী হয়ে গেলাম তখন আমি মনের মধ্যে তীব্র বন্ধুত্বের অভাব অনুভব করেছি। আপাদমস্তক একজন কবিযুবক। তিনি লেখেন, প্রচুর লেখেন। বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় প্রায়ই তাঁকে দেখা যায়। পান্ডিত্য নয় আবেগই তাঁর প্রধান সম্পদ। তাই কখনো তাঁর বাণীবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। তবু সাম্প্রতিক সময়ে যাঁরা নিজের মধ্যে কবিত্ব অনুভব করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর গায়ের রঙ কালো, চুল কোঁকড়ানো। শ্মশ্রুমন্ডিত অবয়ব।

মোশাররফ হোসেন খান ২৪ আগস্ট ১৯৫৭ যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ডাঃ এম, এ ওয়াজেদ খান, মা কুলসুম বেগম। গ্রন্থসংখ্যা তিন। 'হৃদয় দিয়ে আগুন', 'নেচে ওঠা সমুদ্র' ও আরাধ্য অরণ্যে'। আর এক সন্তানের জনক তিনি। বর্তমান কবি ও কবিযুবকের ব্যক্তিত্বহীনতায় তাঁর মধ্যে এক সংক্ষোভ বাসা বেঁধেছে। দু:খের অনেক পঙ্‌ক্তি আমাকে শোনালেন। যার কিছু আমি রেকর্ড করেছি, কিছু করিনি। আমার মনে হলো তিনিও সময়ের কাছে পরাজিত হয়ে পড়বেন। তবু তাঁর অন্তরের কবি তাঁকে পরাজিত হতে দেবেনা। এ বিশ্বাস আমার আছে।

**মজিদ মাহমুদ : কবিতার দশক বিভাজন প্রসঙ্গে আপনি কি ভাবেন?**



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : আসলে এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়না। তবে একটা ব্যাপার যেমন, ত্রিশের কবিতা, পঞ্চাশের কবিতা, ষাটের কবিতা ঠিক তেমনি আশির দশকের কবিতা। আর দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে যদি কেউ কিছু না পেতে পারে তাহলে দশক দিয়ে কিছু হয়না, আসলে হয় কবিতা দিয়ে।

মজিদ মাহমুদ : তারপরেও আপনি যখন এই সময়ের মধ্যেই লালিত এবং একজন কবি অতএব আশির দশকের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : আশির দশকের কবিতার বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে, আমি যেটা মনে করি সেটা হলো পঞ্চাশ দশকের কবিদের যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তাদের কবিতায় যেটা লক্ষ্য করা যেত তারা অতিমাত্রায় একদিকে যেমন ছিল ভোগবাদী অপর দিকে একটি প্রান্তিক সময়ে দাঁড়িয়ে তারা কথা বলতো, অতিমাত্রায় তারা ছিল প্রগতিবাদী। প্রত্যেক লেখাতে প্রত্যেক কবিতাতে তাদের ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, আল্লাহকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। আর আশির দশকে এসে দেখা যাচ্ছে যারা প্রগতিবাদী তাদের কবিতাতে ঠিক ঐ পরিমাণ উগ্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আমি আস্তিক এবং নাস্তিক এই দুটো দলের কথা বলতে চাচ্ছি। আরেকটি জিনিস আশির দশকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কবিতাতে এরা অন্তত একটা জিনিস আনতে পেরেছে সেটা হলো মানুষ এবং প্রকৃতি। আর আদর্শ নিয়ে যারা কাজ করছে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরও একটা বিরাট স্থান রয়েছে সেটা পঞ্চাশ কিংবা অন্যান্য দশকে দেখা যায়নি। এটা উল্লেখযোগ্য দিক। আরেকটি দিক লক্ষ্য করা যায় যে আশির দশকের কবিতা অনেকটা উজ্জ্বল এবং মানুষ আশির দশকের কবিতাকে যেন গ্রহণ করতে পেরেছে। এটা একটি সাংঘাতিক ব্যাপার।

মজিদ মাহমুদ : কবিতা যে মানুষ গ্রহণ করেছে এটা কিসের মাপকাঠিতে আপনি বুঝলেন?

মোশাররফ হোসেন খান : আসরে মানুষ দাঁড়িয়ে নেই কবিতাও দাঁড়িয়ে নেই। কবিতা যেমন সামনের দিকে এগুচ্ছে। মানুষ অর্থাৎ পাঠক, পাঠকও সামনের দিকে এগুচ্ছে। এই যে এগুনো এটা হলো মানুষ এখন কবিতা পড়ছে এটাইতো তার বাস্তব প্রমাণ।

মজিদ মাহমুদ : কবিতার পাঠক সংখ্যা কি বেড়ে যাচ্ছে আপনার মতে?

মোশাররফ হোসেন খান : অবশ্যই।



www.pathagar.com

মজিদ মাহমুদ : আশির দশকের কবিতার বৈশিষ্ট্য বলতে আপনি, প্রধানত বললেন, কবিতা মাটি মানুষের কাছে ফিরে আসছে। কবিতা আদর্শিক হচ্ছে। যে প্রগতি, তথাকথিত প্রগতিবাদীদের কবিতার কণ্ঠ নিম্নে নেমে আনছে। বরং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র এবং আস্তিক্যবাদের প্রাধান্যই দেখা যাচ্ছে এই তো? তাহলে আপনার কথাতে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে কবিতা একটা মোড় নিচ্ছে?

মোশাররফ হোসেন খান : আসলেই কবিতা আশির দশক থেকে বাঁক নিতে যাচ্ছে।

মজিদ মাহমুদ : বাঁকটা কোন দিকে?

মোশাররফ হোসেন খান : সে বাঁকটি সত্যের দিকে, আদর্শের দিকে, বাস্তবতার দিকে। আমার মনে হয় কবিতার যে আচ্ছাদন ছিল সে আচ্ছাদন পরিত্যাগ করে কবিতা একটা সুন্দরের দিকেই যাচ্ছে। এটা মোটামুটি আশির দশকেই শুরু হলো। আগামীতে আরও বড় বড় গৃহ, আরো বড় বড় নিবাস নির্মিত হবে।

মজিদ মাহমুদ : তাহলে আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলুন অর্থ্যাৎ কবিতা যে সত্যের দিকে ফিরে যাচ্ছে এটা কি?

মোশাররফ হোসেন খান : আদর্শতো তাই যা মানুষ ধারণ করলে মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে।

মজিদ মাহমুদ : কবিতা তো তার প্রতিবেশিক উপাদান নিয়েই লেখা হয়। তাই যদি হয় আমরা তাহলে লক্ষ্য করবো যে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে আমাদের কবিতাতে মনে হয় তদ্রুপ পরিবর্তন আসেনি?

মোশাররফ হোসেন খান : না, একথা কিন্তু আমি একেবারে স্বীকার করতে পারিনা। একেবারে পরিবর্তন হয়নি একথাটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না।

মজিদ মাহমুদ : তাহলে আপনি পরিবর্তনের পক্ষে বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : পরিবর্তনতো অবশ্যই হয়েছে। পঞ্চাশ দশকের কবিতা যা ছিল আজকের কবিতা পড়ে কি আপনার তাই মনে হয়? তখনকার কবিতা আর এখনকার কবিতা পাশাপাশি রাখলে সেটি হয়না।

মজিদ মাহমুদ : না, আসলে তা নয় আমার প্রশ্নটা ছিল, আমরা দেখেছি



www.pathagar.com

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে কবিতার পরিবর্তন।

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ, কবিতা তো এমন জিনিসও না যে রাতারাতি ঐ ধরনের পরিবর্তন এনে দিতে পারে। এটাতো সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। এটাতো মেনে নিতেই হবে। সুতরাং এর কাজ তো একটু ধীরে ধীরেই হবে। রাজনৈতিক পরিবর্তন যেভাবে ঘটতে পারে, একটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি রাতারাতিই পাল্টাতে পারে। কবিতা অঙ্গনে ঠিক ঐভাবে পরিবর্তন আশা করা যায়না। কাজটা ধীর এবং ধীর গতিতেই পরিবর্তন হয়। হবে পরিবর্তনতো আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করছি। আমরা আশাবাদী।

মজিদ মাহমুদ : কবিতার ক্ষেত্রে যে আমরা একটা প্রসঙ্গ প্রায়ই শুনে থাকি, সাম্প্রদায়িকতা এবং কবিতা। এ প্রসঙ্গে আপনার ধারণা কি?

মোশাররফ হোসেন খান : যারা বলেন তারাই এর উত্তরটা ভাল দিতে পারেন।

মজিদ মাহমুদ : আপনার কবিতাপ্রেমীদের জন্য কিছু বলবেন কি?

মোশাররফ হোসেন খান : শুধু কবিতা প্রেমিক নয় কবিতা প্রেমিকাও আছে। সবাইকে আমার সালাম ও ভালবাসা।

মাসিক কলম–১৯৯১



www.pathagar.com

# ছোটদের মানসভূমি তৈরি করতে হবে

সম্পাদনা ও ব্যাপক লেখালেখিতে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখেছেন এই সময়ের খ্যাতিমান কবি মোশাররফ হোসেন খান। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম নিম্নোক্ত বিষয়গুলি–

* প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হযরত মুহাম্মদ [সা]।
* প্রিয় মুখ : আব্বা ও আম্মা।
* প্রিয় কবি : মাইকেল, নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন, জীবনানন্দ, ফররুখ আহমদ প্রমুখ।
* প্রিয় কাজ : লেখা-পড়া করা।
* প্রিয় মুহূর্ত : বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকা, টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনা, গভীর রাতে একাকী আকাশ দেখা, খুব সকালে সবুজ ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটা।
* লেখার প্রিয় সময় : গভীর রাত।
* প্রিয় খাবার : গরুর গোশত এবং সাধারণ যে কোনো খাবার। তবে পান্তাটা প্রতিদিনই চাই।
* প্রিয় ফল : আম।



www.pathagar.com

* প্রিয় ফুল : গোলাপ।
* প্রিয় রং : নীল।
* ভাল লাগে : ছোটদের মুখের হাসি।
* কষ্ট লাগে : ক্ষুধার্তের যন্ত্রণা।

'সাক্ষাৎকার' পর্বে এবার কিশোরকণ্ঠের মুখোমুখি হয়েছেন আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খান। দীর্ঘ দিন থেকে কিশোর বন্ধুদের দাবি ছিল তার এবং কায়েস মাহমুদের সাক্ষাৎকার প্রকাশের। অনেকেই হয়তো জানেন না, কায়েস মাহমুদ আর কেউ নন–তিনিই, মোশাররফ হোসেন খান। সুতরাং একসাথে দুজনের সাক্ষাৎকার প্রকাশের দাবি পূরণ করতে পেরে আমরাও সমান আনন্দিত। মোশাররফ হোসেন খান মূলত কবি। কিন্তু কবিতার পাশাপাশি তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ ছোটদের জন্য নানাবিধ লিখে চলেছেন। তিনি বর্তমান সময়ের একজন ব্যস্ততম লেখক। কিশোরকণ্ঠের পাঠক বন্ধুরা তার লেখার সাথে খুবই পরিচিত। আশা করছি এবার কবির সাথে এই আন্তরিক কথোপকথনে তারা আরও বেশি খুশি হবেন।

কিশোরকণ্ঠ : বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : সার্বিক অর্থে খারাপ নয়। অনেকের মধ্যেই এ নিয়ে এক ধরনের হতাশা দেখা যায়। আমি হতাশাবাদীদের অর্ন্তভুক্ত নই। বর্তমান সময়ের বিশ্বের কোনো দেশেই খুব আহামরি শিশুসাহিত্য লেখা হচ্ছে না। সেই হিসাবে বাংলাদেশের অগ্রগতিটা আশাব্যঞ্জক বটে। এর চেয়েও তো আমাদের খারাপ অবস্থা গেছে। ধরুন পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে সত্তর দশক পর্যন্ত–এই তিন দশকে আমাদের শিশু সাহিত্যের অর্জনটা কি ছিল? বলতে গেলে এ সময়ের সাহিত্য শিশুদের মনে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাবই ফেলেছে। এখন অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটেছে। এই সময়ে যারা লিখছেন তাদের অধিকাংশই প্রকৃত অর্থে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে লিখছেন। ছোটদের মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। এটা আশার কথা নিশ্চয়ই।

কিশোরকণ্ঠ : শিশু সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : আমি মনে করি এ জন্য প্রথমত ছোটদের



www.pathagar.com

মানসভূমিতে তৈরি করতে হবে। তাদের জন্য প্রচুর লিখতে হবে। যে লেখায় তাদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, মেধা, আশা, স্বপ্ন প্রভৃতি জেগে উঠবে। তাদের পাঠের তৃষ্ণাকে উস্কে দিতে হবে। মেধা বিকাশের জন্য তাদেরকেও ক্ষেত্র তৈরি করতে দিতে হবে। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে এবং তাদেরকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমার মনে হয়, যারা শিশুসাহিত্য রচনায় যোগ্য ও দক্ষ, তাদেরকে আরও বেশি উৎসাহিত করা প্রয়োজন। প্রতিভাবান লেখক ছাড়া শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়।

কিশোরকণ্ঠ : শিশুতোষ পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

মোশাররফ হোসেন খান : এ কথা আর ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সংক্ষেপে একটি ঘটনার কথা বলি। গত বছর কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলাম একটি সাহিত্য সভায়। সেখানে একটি প্রতিযোগিতাও ছিল। ছোটদের কবিতা আবৃত্তি। একটি কবিতা কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। দেখলাম, সেই কবিতাটি কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত একটি মেয়ের কবিতা। মনে করলাম লেখিকা বোধ হয় তাদেরই কেউ হবে। পরে জানলাম, না। সেই লেখিকার বাড়ি অন্য আর একটি জেলায়। বুঝলাম, একটি পত্রিকার কী বিশাল ভূমিকা! এ ধরনের ভূমিকাইতো এক সময় পালন করেছিল 'মুকুলের মাহফিল' 'জাহানে নও'–এর ছোটদের পাতা, 'কিশোর বাংলা' প্রভৃতি মাধ্যম! লেখক তৈরি করা যায় না, মেধা ও সুপ্ত প্রতিভাকে কেবল জাগিয়ে তোলা যায়। আর এই জাগিয়ে তোলা ও পরিচর্যার দায়িত্বটি পালন করে পত্রিকা। সুতরাং শিশুতোষ পত্রিকার এ ক্ষেত্রে রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। শত বাধা, শত সমস্যার পরও আমাদের উচিৎ ছোটদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং সেই ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করা।

কিশোরকণ্ঠ : শিশু-কিশোরদের সম্পর্কে এখন কি ভাবছেন, কি লিখছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : ঠিক আমার সন্তানদেরকে নিয়ে যেভাবে ভাবি, তাদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলার জন্য যেভাবে চিন্তা চেষ্টা ও দোয়া করি প্রত্যেকটি শিশু-কিশোরের জন্যই রয়েছে আমার এ ধরনের ব্যাকুলতা। তাদেরকে ভূত, প্রেত, ডাইনী রাক্ষস-খোক্ষসদের গল্পের প্রভাব থেকে মুক্ত করে আলোর নিচে, ছায়ার নিচে আনার জন্য আমার মধ্যে সতর্ক প্রয়াস সর্বদা বহমান। সেই লক্ষ্যে আমার সাধ্যমত লেখার



www.pathagar.com

চেষ্টাও করছি। কারণ আমি মনে করি, ছোটদেরকে আলোকিত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বড়দেরকেই অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কিশোরকণ্ঠ : আপনার শৈশব-কৈশোররের কোনো স্মৃতি কি মনে পড়ে? আবার কি সেই বয়সে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে?

মোশাররফ হোসেন খান : অবশ্যই মনে পড়ে! সাঁতরে কপোতাক্ষ পার হওয়া গরুর গা ধোয়ানো, ছাগল-গরু নিয়ে মাঠে হৈ-হুল্লোড় করা, খেজুর ও বাবলার নিচে বিশ্রাম করা, বৃষ্টিতে ভেজা, খালি পায়ে স্কুলে যাওয়া, হারিকেনের টিপ টিপ আলোয় বারান্দায় বসে বই পড়া–কতো কিছুইতো মনে পড়ে। সেই বয়সে ফিরে যাওয়া? একেবারেই না। কারণ সেখানে আছে ক্ষুধার যন্ত্রণা, মক্তবের শিক্ষকের নির্মম বেতের বাড়ি আর অনেক কষ্টের পুঞ্জিভূত মেঘ। শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছা আমার এক্কেবারেই নেই। তবে যদি বলা হয় গ্রামে ফিরে যাবার কথা, তাহলে আমি একপায়ে খাড়া।

কিশোরকণ্ঠ : আপনার ছেলেবেলা এবং এখনকার কিশোরদের মধ্যে কি কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। ছোটবেলা আমি পাড়াগ্রামে বিদ্যুতের আলো পাইনি। দশগ্রামে একটা রেডিও থাকলেও টিভি কি জিনিস জানতামই না। আর কম্পিউটার? সেতো ছিল চিন্তারও বাইরে। আমাদের বয়সটা কেটেছে অনেক কিছু না পাওয়ার, অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থাকার বয়স। একমাত্র নির্মল বাতাস ছাড়া আর কীইবা পেয়েছি? সেটা ছিল ভীষণ কষ্টের কাল। কিন্তু এখনকার ছোটরা সকল সুযোগ-সুবিধাই পাচ্ছে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তারা নিজেরাও ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। দিন যত যাবে, আমার বিশ্বাস অনেক অনাবিষ্কৃত প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধাও তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

কিশোরকণ্ঠ : কিশোর বয়সে কি ভাবতেন, আপনি একজন কবি হবেন? কিভাবে ক্ষেত্রটি তৈরি হল?

মোশাররফ হোসেন খান : কিশোর বয়স নয়, তার চেয়েও ছোট বয়সে, সেই শৈশবেই আমার মধ্যে কবি হবার বাসনা ও ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। আমার আব্বাজান একজন ভাল বাংলা জানা সুপণ্ডিত এবং কবি। তিনিই



www.pathagar.com

প্রথমত আমাকে উৎসাহিত করেছেন। বুকের ওপর শুইয়ে তিনি যে কী পরিমাণ ছড়া-কবিতা শুনিয়েছেন তার হিসাব নেই। স্কুলে পা রাখার আগেই তিনি আমাকে ছড়া-কবিতার ছাত্র বানিয়েছিলেন। তারপর অক্ষরজ্ঞান হলে পড়া শুরু করলাম। সে কী পড়া আমার বই, বড় ভাইয়ের বই, আব্বাজানের সুবিশাল সংগ্রহ–তন্ন তন্ন করে খুঁজে পড়ে ফেলতাম ছড়া-কবিতা। আব্বাজান–রবীন্দ্র, মাইকেল, নজরুল, ফররুখ, জসীম উদ্‌দীন, সুকুমার রায়কে আমার সামনে তুলে ধরতেন। তাদের লেখাই শুধু নয়, তাদের জীবনও। আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। তখন থেকে তাদের চেয়েও বিখ্যাত কবি হবার বাসনা ও জিদ ভেতরে জেগে উঠতো। মূলত আব্বাজানের অকৃত্রিম আর উদার অনুপ্রেরণার কারণেই সেই শৈশবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে লিখে ফেলতাম ছড়া। তিনি ঠিকঠাক করে দিতেন। আবার লিখতে বলতেন। এইভাবেই তো কবিতার পথে পা ফেলা, পা তোলা তখন কি আর জানতাম, এই পথটি এত কষ্টের? এবং এই পথের কোনো শেষ নেই!

কিশোরকণ্ঠ : লেখার অনুপ্রেরণাটা কোথায় কীভাবে পেলেন?

মোশাররফ হোসেন খান : আগেই বলেছি, আব্বাজানের কাছ থেকে। তিনিই আমার চোখ বেঁধে, হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের পথে। তারপর চোখের পর্দাটা খুলে দিয়ে বললেন, 'হাঁট। এবার তোমার সামনে চলার পালা'। এছাড়া আমাদের পরিবারটি সাহিত্যে পরিমণ্ডলে পরিপুষ্ট ছিল, এখনও আছে। আমার দাদাজান ছিলেন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। তারও সংগ্রহ ছিল বিশাল। আমার আব্বাজান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মেধাকে কাজে লাগিয়েছেন। আমার বড় ভাইও এক সময় ভাল কবিতা, তার চেয়েও ভাল গদ্য লিখতেন। এখন আর ফুরসৎ পান না কাজের চাপে। ছোট ভাই হেলাল আনওয়ার, পেশায় অধ্যাপনা করে। সেও কবিতা, ছড়া, গল্প, লিখছে। আবার দেখছি, আমার মেয়ে, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী-নাওশিন মুশতারী–সে ছড়াতো লিখছেই, আবার তার পাশাপাশি ছবিও আঁকছে দুর্বার গতিতে। একে কী বলা যায়! পারিবারিক ট্রাপিশন, না কি যশোরের ঐতিহ্য! ঠিক জানি না। সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা তো তাঁরই প্রাপ্য।

কিশোরকণ্ঠ : কিশোরকণ্ঠ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : কিশোরকণ্ঠ যে তার সাধ্যমত সময়েল দাবি মিটিয়ে যাচ্ছে এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া। আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকা



www.pathagar.com

প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। কিছুদূর হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। তারপর একসময় মুছে যায় তার পদচিহ্নটুকুও। কিশোরকণ্ঠ যে এখনো তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে, এটা কম কথা নয়। এজন্য যারা পত্রিকাটির সামনে-পেছনে, অন্তরালে থেকে নিষ্ঠার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতিই আমার সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ। দোয়া করছি এই বহুলপাঠিত, ব্যাপক পরিচিত কাগজটি আরও সমৃদ্ধ ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করুক।

মনে রাখতে হবে, পত্রিকার বিকল্প থাকতে পারে, কিন্তু আদর্শের বিকল্প কিছু নেই। সুতরাং আদর্শবান যোগ্য মানুষ তৈরি করতে হলে কিশোরকণ্ঠের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

কিশোরকণ্ঠ : সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোশাররফ হোসেন খান : আপনাকেও। সেই সাথে কিশোরকণ্ঠের সংশ্লিষ্ট সকলকে, এই পত্রিকার সম্মানিত লেখক ও সুপ্রিয় পাঠকদেরকেও আমার অজস্র সালাম ও শুভেচ্ছা।

## সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কবি মোশাররফ হোসেন খানের জন্ম, ২ শে আগস্ট, ১৯৫৭ সালে। গ্রাম-বাঁকড়া, থানা–ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর। পিতা : ডা.এম.এ. ওয়াজেদ খান। মাতা : বেগম কুলসুম ওয়াজেদ। সাত ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। স্ত্রী : বেবী মোশাররফ। সন্তান : নাহিদ জিবরান ও নাওশিন মুশতারী।

সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত যশোর শহরে অবস্থান। এই সময়ে সাপ্তাহিক মুজাহিদের সাহিত্য বিভাগ ও ছোটদের বিভাগ 'নবীনের মাহফিল' সম্পাদনা দৈনিক স্ফুলিঙ্গে সাংবাদিকতা ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলার যশোর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন, বাদশাহ ফয়সল ইসলামী ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা, সাহিত্য পত্রিকা 'দাবানল', 'নবীনের মাহফিল' সংকলন প্রভৃতি সম্পাদনা, ফররুখ সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকায় আগমন : ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫। প্রথমে আল ইত্তেহাদ, পরে



www.pathagar.com

পরিবর্তিত নাম 'উম্মাহ ডাইজেস্ট' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৮৭ সালে পিসিপি লিমিটেড-এ যোগদান। একই কোম্পানীর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান 'সৃজন প্রকাশনী লি:' এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন। ১৯৯২ সালের নভেম্বরে মাসিক 'পৃথিবীতে' যোগদান। পাশাপাশি একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'নতুন কলম' সম্পাদনা করছেন ১৯৯৫ সাল থেকে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**
মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ
২০০১ সাল



www.pathagar.com

# সাহিত্য-সংস্কৃতির বিজয় না ঘটলে...

৮০' এর দশকের অন্যতম কবি মোশাররফ হোসেন খান ১৯৫৭ সালের ২৪ শে আগস্ট যশোর জেলার ঝিকরগাছায় [বাঁকড়া গ্রাম] জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ডাঃ এম এ ওয়াজেদ খান, মাতা কুলসুম বেগম। প্রতিশ্রুতিশীল এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় দিয়ে আগুন' ১৯৮৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যেই তার ৯টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি কবিতা এবং ৪টি গল্পগ্রন্থ।

সোনার বাংলা : আপনি কিভাবে লেখালেখির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন? সাহিত্য চর্চায় আপনার উদ্দেশ্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : যশোর জেলা এবং ঝিকরগাছা শহর থেকে অনেক দূরে আমাদের বাঁকড়া গ্রমটি। আমার শৈশবে এই ইউনিয়নে কোন পত্রিকা যেত না। কিন্তু পত্রিকা না গেলেও আমাদের পরিবারটি ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত। আমার আব্বাজান ভাল বাংলা জানেন। বাংলায় তিনি একজন পণ্ডিত হিসাবে এলাকায় খ্যাত। তাঁর লেখার অভ্যাস ছিল। এখনো অবশ্য লেখেন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির কারণে এখন আর তেমনটি লিখতে পারেন না। এক সময় আব্বাজানের লেখা কবিতা এবং গান স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত আবেং গীত হতো। তাঁর ধুয়ো



www.pathagar.com

গানের জনপ্রিয়তা ছিল কয়েক ইউনিয়নব্যাপী। তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ আমার বড় ভাই এবং আমাকে তার লেখা কবিতা শোনাতেন নিয়মিত। এছাড়া পাঠ্য বইয়ের কবিতাগুলো তিনি এমনভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন যে আমরা পুরো কবিতাকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম।

আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরিটি ছিল বেশ সমৃদ্ধ। বহু বিচিত্র ধরনের বইপত্রে ঠাঁসা এই লাইব্রেরির বই সংগ্রহকারী আমার আব্বাজান। সেই ছোট্ট বয়সেই সাহিত্য পাঠের প্রতি আমার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। ক্লাসের পড়া ছাড়াও আমি আমাদের লাইব্রেরির বইগুলো পড়তাম। পড়তে পড়তে একসময় মনে হলো, আমিওতো এমন লিখতে পারি। চেষ্টা করেই দেখি না কেন। আমি আমার দেখা চারপাশকে নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ছড়া লিখতে শুরু করলাম। প্রতিদিন লিখি এবং আব্বাজানকে তা শুনাই। তিনি ধৈর্য ধরে শোনেন এবং উৎসাহ দেন। দেন প্রয়োজনীয় পরামর্শও। তখন বয়স আর কতইবা। পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। শহর থেকে এত দূরে গ্রাম যে, আমি তখনো জানতাম না, পত্র-পত্রিকায় কবিতা ছাপানো যায়। লেখাতেই তখন আমার আনন্দ। লেখালেখিতে জড়ানোর বিষয়টি আমার এমনিই। কিন্তু একদিন যেটাকে খেলাচ্ছলে শুরু করেছিলাম, আজ এই বয়সে এসে মনে হচ্ছে কাজটি কোন খেলা নয়। বরং লেখালেখি একটি শ্রমসাধ্য অসম্ভব কঠিন কাজ। তাছাড়া সাহিত্যের পরিবেশটিও খুব নোংরা। এত নোংরামি সম্ভবত অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে নেই? এখানে যত পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, উপেক্ষা আর হিংস্রতা আছে তেমনটি আর কোথাও নেই। একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিকূল পরিবেশে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। ফেরার পথ থাকলে হয়তোবা ফিরেই যেতাম। কিন্তু আশৈশব সাহিত্যে আমার সময়, শ্রম এবং সকল মনোযোগ সমর্পণ করার জন্যে আমি আর অন্য কোন কাজের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারিনি। ফলে হিংস্র পরিবেশে এই রক্ত ঝরানোর কাজটিই আমার প্রতিনিয়ত করে যেতে হচ্ছে। কাজটি অসম্ভব কঠিন এবং পরিশ্রমের হলেও একমাত্র এই কাজটিই আমি করতে পারি। ফলে লেখালেখি আমার এখন প্রধান কাজ। লিখতে গিয়ে বুঝলাম আমার কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব যেমন আমার প্রতি। ঠিক তেমনি আমার জাতির প্রতিও। আমার লেখায় সেজন্য আমার কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে আমার দেশের কথা। আমার জাতির কথা। একজন কবির কাজ হলো, সমগ্র বিশ্বকে আপন করে ভাবা। বিশ্বটাই তার শরীর। তার দেহ। এই বিশ্বদেহের যে কোন স্থানে



www.pathagar.com

স্পর্শ লাগুক না কেন, একজন প্রকৃত কবি তাতে শিউরে ওঠেন। কবিরাই পৃথিবীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর ব্যক্তি। অনুভূতির মাত্রা তাদের অনেক বেশি। তাদের অনুভবে থাকে সুদূরের স্বপ্ন। থাকে নতুন পৃথিবী নির্মাণের বাসনা। আমিও যেহেতু কবি, সে কারণে আমার মধ্যেও বিষয়গুলোর সহাবস্থান আছে। আমার ক্রোধ, আমার দ্রোহ, আমার প্রেম, আমার সকল চিন্তা-চেতনা-সে কেবল মানুষের জন্য। সুন্দর, সুস্থির, ভারসাম্যপূর্ণ, অনাবিল প্রেম–ভালোবাসার একটি পৃথিবী দেখার উদ্দেশ্যেই আমার যাবতীয় সৃষ্টি।

সোনার বাংলা : কথা সাহিত্য নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোন পরিকল্পনা আছে কি?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রথম থেকেই আমি কবিতার পাশা-পাশি গদ্য লেখার অভ্যাসটি রেখেছি। আমার কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কেন জানি সেই প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল যে, একজন ভাল কবিকে অনিবার্যভাবে ভাল গদ্য লেখাও জরুরি। এখনো আমার তাই মনে হয়। অনেক কবিই হয়তোবা একথা স্বীকার করতে চাইবে না। গদ্য লিখতেও আমি স্বাচ্ছন্দবোধ করি। পরিশ্রমের কাজ হলেও অনায়াসে লিখে যেতে পারি। সুতরাং লিখে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমার একাধিক গল্পের বইও প্রকাশ পেয়েছে। বেশ কয়েকটি উপন্যাসও পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে লেখার অভ্যাস আমার নেই। লেখার চিন্তাটা মাথায় সর্বক্ষণ থাকে। সুতরাং চিন্তাটি পরিপুষ্ট হলেই লিখতে শুরু করি। ব্যস। কথা সাহিত্যের প্রতি আমার দুর্বলতার আর একটি কারণ হলো, কবিতায় আমি যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পাই, আমার ছোট গল্পের মাধ্যমেও আমি সেটা করে থাকি। বিষয়টি আমার কাছে বেশ ভালই লাগে।

সোনার বাংলা : ৮০'র দশকের কবি হিসাবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা ৮০'র দশকের কবিতার সঙ্গে ৭০-এর দশক কিংবা বর্তমান সময়ের কবিতার কি পার্থক্য রয়েছে?

মোশাররফ হোসেন খান : অন্যান্য দশক থেকে আশির দশকের বিশেষ করে এই দশকের ঐতিহ্যানুসারী কবিদের কবিতা আমি মনে করি সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য। সমুজ্জ্বল। পৃথক তাদের চিন্তা-চেতনা, ভাষাভঙ্গি এবং উপস্থাপনা কৌশলও। আশির দশকের এই শ্রেণির কবিরা আবার বাংলা



www.pathagar.com

কবিতাকে তার স্বমহিমায় সজীব করে তুলেছেন। কবিতাকে নিয়ে এসেছেন আবার মাটির কাছে, মানুষের কাছে। কবিতা ফিরে পেয়েছে তার প্রাণশক্তি। কবিতার যাবতীয় সর্বনাশ থেকে মুক্তি দিয়েছেন আশির দশকের কবিরা।

এমনকি, ত্রিশের আধুনিক কবিতার যে শৃঙ্খল আমরা এযাবৎ লক্ষ্য করেছি, সেই শৃঙ্খল, সেই গন্ডিকেও ভেঙ্গে ফেলেছেন আশির দশকের কবিরা। বিষয়-বৈচিত্রে, উপমা উৎপ্রেক্ষায়, স্বপ্ন ও রহস্যময়তায়, প্রেম এবং দ্রোহে, শব্দের নিপুণতায় আশির কবিতা ত্রিশের সেই সমাজ বিচ্ছিন্ন ইউরোপীয় 'আধুনিকতাকে' সম্পূর্ণ টপকে এসেছে। আশির কবিরা সচেতনভাবেই এটা করেছেন। তাদের সেই সচেতনতার ফসল হিসাবে আমরা বেশ কিছু ভিন্ন মেজাজের কাব্যগ্রন্থও পেয়েছি।

আমার 'আরাধ্য অরণ্যে' 'বিরল বাতাসের টানে' এবং এর পরবর্তীতে লেখা কবিতাগুলো সেই, ব্যতিক্রমী ধারার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কিন্তু আশির কবিতাকে, আশির এই অগ্রযাত্রাকে এখনো যথাযথভাবে শনাক্ত করা হয়নি। কে করবে? এর জন্যে অবশ্যই সময়ের প্রয়োজন। বর্তমান সময়টা আশির জন্যে দারুণ বৈরী। অগ্রজরা সঙ্গত কারণেই এদের ওপর কৃপণ, বিমুখ এবং ক্ষুব্ধ। কারণ, আশির এই শ্রেণির কবিদের মধ্যে অগ্রজরা তাদের সেই একঘেয়েমী বাজনার প্রকৃত উত্তরসুরী খুঁজে পাচ্ছেন না। যা তারা অনিবার্যভাবে প্রত্যাশা করেন।

ফলে তারা এখন আত্মপ্রচার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার যাবতীয় অপকৌশল নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন। আমাদের অগ্রজরা জান স্তুতি। সমালোচনাকে তারা যমের মতো ভয় পান। একটুতেই আগুন। অনুজদের কাছে তাদের একমাত্র চাওয়ার বিষয় হলো–প্রশংসা আর স্তুতি। যতোক্ষণ সেটা পান, ততোক্ষণ তাদের মেজাজ মর্জি ভালো থাকে, তাদের পক্ষে দু'এক কথা বলেন। প্রশংসা শেষ তো তাদের প্রতি সমর্থনও শেষ। এসব মতলবী খ্যাতির কাঙালিদের গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টি খুবই হাস্যকর। ঘৃণাভরে এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

যারা নিজের শক্তির ওপর দাঁড়াতে অক্ষম, যারা ভীরু, কাপুরুষ, যারা মেরুদন্ডহীন তারাই কেবল অগ্রজদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে স্বীকৃতি আদায় করতে চান। কিন্তু যারা সাহসী, যারা লেখার ওপর নির্ভর করতে চান–আমার বিশ্বাস তারা কখনোই সাহিত্যের ব্যাপারে কোন মোড়ল বা



www.pathagar.com

অভিভাবকের প্রয়োজন বোধ করেন না।

সাহিত্যের কোন শিক্ষক নেই। বিশেষ করে কবিতার জন্যে। কবিতার জন্যে যদি কোন শিক্ষক থেকেই থাকে তাহলে সে কেবল কবির মেধা, প্রজ্ঞা এবং সাধনা। একজন কবির কাজ হলো কাউকে তোয়াক্কা না করে কেবল লিখে যাওয়া। ক্রমাগত নিজেকে প্রস্তুত করা।

আশির দশকের এই গোষ্ঠীর কবিরা অন্যান্য দশকের কবিদের থেকে মননে, চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণে এদের ভূমিকা অপরিসীম। আশির দশকের আমার অন্যান্য কবি বন্ধু যেমন মতিউর রহমান মল্লিক, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, মুকুল চৌধুরী, তমিজউদ্দীন লোদী প্রমুখও–তাদের কবিতায় সুনির্দিষ্ট স্বাক্ষরবাহী ঐতিহ্যের স্মারক রেখে চলেছেন। আমি আশা করি কবিতার এই পালাবদল যতোদিন যাবে, ততোই আরও বেগবান হয়ে উঠবে।

সোনার বাংলা : এ পর্যন্ত আপনার কতগুলো বই বের হয়েছে? এখন কি লিখছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : এ পর্যন্ত আমার ৯ খানা বই প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে কবিতার ৫ খানা। বাকিগুলো গল্পের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধসহ বিভিন্ন ধরনের লেখায় বর্তমানে ব্যস্ত আছি। কবির জীবন বড় কষ্টের জীবন। বড় কঠিন জীবন। রুটি রুজির জন্যে সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে উপসম্পাদকীয়ও লিখতে হচ্ছে।

সোনার বাংলা : আমাদের সাহিত্য বর্তমানে দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এতে সাহিত্যের কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে?

মোশাররফ হোসেন খান : আমিই প্রথমে আমার লেখায় ও বক্তৃতায় একথা উচ্চারণ করেছিলাম যে, আমাদের সাহিত্য এখন স্পষ্টতই দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিভক্তি ছিল অনিবার্য। কারণ, অবিশ্বাস, অনাদর্শ এবং প্রগতির নামে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করাই ছিল এদেশের সাহিত্যের চরিত্র। আমরাই প্রথমে একটি গোষ্ঠী সাহিত্যের এই অবক্ষয় এবং অধ:পতন থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা যে আদৌ ছিল না, তা নয়। কবি নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ আমাদের সামনে ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যকে পৃথক করার কাজটি আমাদের দ্বারাই হয়েছে। এতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।



www.pathagar.com

বরং এই বিভক্তির কারণে পাঠকের মনে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোনার বাংলা : কবিদের জন্যে সাংবাদিকতার পেশাটা আত্মঘাতী–আপনি কি মনে করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : কবিদের জন্যে সাংবাদিকতার পেশাটা আত্মঘাতী হতে যাবে কেন? পৃথিবীর বহু বড় কবিই সংবাদপত্রের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। কবিতাকে যেহেতু এদেশের পেশা হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সুতরাং জীবন-জীবিকার জন্যে তো কোন না কোন পেশা গ্রহণ করতেই হবে। হতে পারে তা অন্য কিছুও। একটা যুগ ছিল, যখন কবিরা ভাবতেন, কবিতা লিখি সুতরাং জগতের যাবতীয় কাজ থেকে আমি মুক্ত। এখনকার কবিরা দায়িত্বহীন হতে পারেন না। সে সুযোগও তাদের নেই। আধুনিক বিশ্ব এখন অনেক অগ্রগামী। কবিদেরকেও এখন যুদ্ধে যেতে হয়। সংসার করতে হয়। সমাজ সংস্কারে মানুষের মতো বসবাস করতে হয়। ভাব-বিলাস আর অলসতার কালের পিঠে গড়াগড়ি দেবার মতো ফুরসত এখন কবিদের নেই বলে আমি মনে করি। ফলে পরনির্ভরশীলতা দূর করার জন্য এখন কবিদেরকেও যে কোন পেশা গ্রহণ করতে হবে।

সোনার বাংলা : বাংলাদেশে একটা শাশ্বত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্যে কি কি প্রয়োজন?

মোশাররফ হোসেন খান : বাংলাদেশে একটা শাশ্বত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্যে প্রথমত প্রয়োজন দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন এবং সতর্ক হওয়া। বর্তমান সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আমাদের দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য মুখ থুবড়ে পড়তে বসেছে। কারুর একার পক্ষে এই আগ্রাসন মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এ জন্যে প্রয়োজন সামগ্রিক প্রচেষ্টা। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য? সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যাপক কাজ করা। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে আমার মনে হয় কর্মীর অভাব হবে না। আমাদের মেধাসম্পন্ন পরিশ্রমী সৎকর্মী আছেন। তাদের যোগ্যতাও আছে। নেই কেবল ক্ষেত্র এবং পৃষ্ঠপোষকতা। আমাদের আগ্রাসনের কথা ভাষণ এবং বিবৃতিতে বলেন। তা প্রতিহত করার কথাও বলেন। কিন্তু কিভাবে প্রতিহত করতে হবে তা আর বলেন না। বরাবরই তারা সংস্কৃতিক দিককে উপেক্ষা আর অবহেলা করে চলেন। অথচ, কে না জানে, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিজয় না ঘটলে



www.pathagar.com

প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা এবং সকল আন্দোলনই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমার মনে হয় না যে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর বক্তৃতা ভাষণ দেবার জন্যে দু'একজন কবিকে অর্থের বিনিময়ে কিনে নিলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন ব্যাপক পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**গোলাম মোহাম্মদ ও শাহীন হাসনাত**

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

**৬ অক্টোবর, ১৯৯৫**



www.pathagar.com

# সাহিত্যে অশ্লীলতা অবাঞ্ছনীয়

আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় এ দেশে নাকি কবি এবং কাক সমান। আসলে কি তাই? কথাটা কতটুকু সত্য। হ্যাঁ মানুষ মাত্রই তো বোবা কবি। কেউ তার হৃদয়ের অনুভূতিকে ছন্দায়িত করতে পারে, কেই পারেন না। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। তবু-প্রশ্ন ওঠে আসলে কবি কতজন? ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে আশির দশকে কবিতা একটা স্তবিরতা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য অনেকেই এই মন্তব্যকে মেনে নিতে পারছেনা এই স্তবিরতাকে উপেক্ষা করে আশির দশকে যে কয়জন সাহসী তরুণ, তাদের স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন কবি মোশাররফ হোসেন খান তাদেরই একজন। একজন কবি, একজন মানুষ। মানুষের জীবনে কখনও দেখা যায় ছন্দ, কখন ছন্দপতন, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, মান-অভিমান মানব জীবনের অনিবার্য মুহূর্তগুলোই ঝংক্রিত হয় কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায়। সম্প্রতি তার 'আরাধ্য অরণ্যে' নামে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর আগেও 'হৃদয় দিয়ে আগুন' এবং 'নেচে ওঠা সমুদ্র' নামে দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৫৭ ইং সনে যশোর জেলার ঝিকরগাছায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোশাররফ হোসেন খান কবির সাক্ষাৎকারটি পাঠক–পাঠিকাদের জন্য পত্রস্ত হলো।



www.pathagar.com

মাসিক রোকসানা : একজন কবি হিসাবে আপনি নগ্ন নারীর সৌন্দর্য কোন্ চোখে দেখেন?

মোশাররফ হোসেন খান : যা নগ্ন তার আবার সৌন্দর্য কি? বরং প্রচ্ছন্নতার ফাঁক দিয়ে ছিটকে পড়া বিরল সৌন্দর্যের প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশি।

মাসিক রোকসানা : আপনি কি ধর্মে বিশ্বাসী?

মোশাররফ হোসেন খান : অবশ্যই! বিশ্বাসহীন মানুষ-মূল্যহীন এবং ভারসাম্যহীন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকেই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া উচিৎ।

মাসিক রোকসানা : এদেশের বেশির ভাগ কবি পদ্ধতিগত সমালোচনার বিরোধী। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

মোশাররফ হোসেন খান : 'পদ্ধতিগত সমালোচনা' বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তবে যে ধরনের সমালোচনা চলছে, তাকে সমালোচনা না বলে বরং 'ভাড়াটে প্রহসন' বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। সঠিক সমালোচনা, মূল্যায়ন অবশ্যই হওয়া উচিৎ। আর তা হলে এ দেশের সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করি। 'সাহিত্য সমালোচনা'–সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত, অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটির প্রতি যোগ্য সমালোচকদের এগিয়ে আশা খুবই জরুরি।

মাসিক রোকসানা : কবিতা লেখেন কেন? নিজের জন্য না অন্যের জন্য? পাঠকের দিকে কতোটা পেয়াস রেখে লেখেন?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রথমত : কবিতা না লিখে পারিনা বলে লিখি। লেখাতো হয় ভেতরের তাড়া থেকেই। সেটা কার জন্যে লেখা হচ্ছে–লেখার সময় এসব ভাববার অবকাশ থাকে না। পরে অবশ্য ভাবতে হয়। তবুও কবিতা–একটি কবিতা যতক্ষণ লেখা শেষ না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে। আর লেখা শেষ হয়ে গেলেইতো সেটা সর্বজনীন হয়ে যায়।

মাসিক রোকসানা : নিজের প্রশংসা শুনতে কেমন লাগে?

মোশাররফ হোসেন খান : মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

মাসিক রোকসানা : অনেকেই বলে আপনি হিপোক্রেট। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : সম্ভবত আমার অনুভূতির পরিমাণ একটু বেশি। যেকোন মানুষের হৃদয়ের ভাষা পড়তে পারি বলেই আমার কষ্টটা একটু বেশি। এই কষ্টই আমাকে নি:সঙ্গ করে রাখে। এটাকে কে কোন ভাব বিচার করেন জানিনা। তবে বোধ করি আর যাই বলা হোক এটাকে হিপোক্রেসী বলা ঠিক হবে না। আইম অহংকারী আদৌ নই। কেননা অহংকার করার মতো আমার কিছু নেই। কবিতা-সেতো কেবল স্রষ্টারই দান। স্রষ্টার দান পেয়ে আমি সম্ভবত : একটু বেশিই বিনয়ী। যার কারণে অনিবার্য অনেক ন্যায্য অধিকার থেকেও আমি রয়ে যাই হিসাবের বাইরে।

মাসিক রোকসানা : আপনি বলেছেন নিজের তাগিদে লেখেন। অন্যের তাগিদে লেখেন কি? সেগুলো কি ধরনের সৃষ্টি হয়?

মোশাররফ হোসেন খান : লিখতে হয় বৈকি! তবে মাঝে মাঝে। খুব কম। লেখার পর মনে হয়েছে সেগুলোও ফেলনা নয়। তারও মূল্য আছে।

মাসিক রোকসানা : কবিতার সংজ্ঞা কি? বিভিন্ন জনের দেয়া সংজ্ঞায় এত পার্থক্য থাকে কেন?

মোশাররফ হোসেন খান : 'জনসনকে' একবার কবিতা কি, জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেছিলেন–কবিতা কি নয় সেটা বলে দেওয়াতো সবচেয়ে সহজ। আলো কি জিনিস আমরা সবাই জানি। কিন্তু আলো কি সেটা বলা আদৌ সহজ নয়। কবিতার সংজ্ঞার ব্যাপারে আমরাও ঠিক ঐ একই রকম বিশ্বাস। তবুতো থেমে নেই প্রশ্নের ঝড়। প্রত্যেক কবি-সমালোচকই কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণে পৃথক পৃথক মতামতের অবতারণা করেছেন। ম্যাথু, আর্নলর্ড যেমন বলেছেন–কবিতা হলো-সিম্পলি দা মোষ্ট ডিলাইট ফুল এন্ড পারফেক্ট ফর্ম অফ আটারেন্স ফর হিউম্যান ওয়ার্ডস ক্যান রিচ। আবার ওয়ার্ডস ওয়ার্থ বলছেন–কবিতা হলো সমস্ত জ্ঞানের শ্বাস-প্রশ্বাস আর সুক্ষ্ম আত্মা। শেলীর মন্তব্য কবিতা হলো পরিতৃপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ মনে পরিতৃপ্তি এবং শ্রেষ্ঠ মূহুর্তের বিবরণ। এভাবে প্রত্যেক বড় কবি সমোলোচকই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত অর্থে, কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করা খুবই মুশকিল। শুধু মুশকিল নয়, রীতিমতো অসাধ্য ব্যাপার। কেননা, কবিতাই কেবল পারে যুক্তির পরিসীমা অতিক্রম করতে। অন্যদিকে–প্রত্যেক কবিই পৃথক। একাকী। নি:সঙ্গ। কবিতার ক্ষেত্রে থাকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, চিন্তা, ভাবনা এবং পৃথক জীবন দর্শন। সুতরাং সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এই মতবিরোধ থাকবেই।



www.pathagar.com

অবশ্য এই পার্থক্যের কারণে কবিতার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়না কবিতা-কবিতাই।

মাসিক রোকসানা : কবিতার যেভাবে মেরুকরণ করা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

মোশাররফ হোসেন খান : কবিতায় মেরুকরণে আমি বিশ্বাসী নই। বরং এর ঘোর বিরোধী। মেরুকরণ বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগের কারণে, সফল প্রচার মাধ্যমগুলির বদৌলতে হয়তো বা কেউ সাময়িকভাবে কবি খ্যাতি জুটিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তার স্থায়িত্ব বুদবুদের মতই ক্ষীণ। একনজন কবির-কবিখ্যাতি বা ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে অবশেষে তার কবিতার কাছেই সমর্পিত হতে হবে। মেরুকরণে কবিতা কখনো পুষ্ট হতে পারেন।

মাসিক রোকসানা : দশক দিয়ে যেভাবে কবিদের ছঁকে বাঁধা হয়, এ প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রকৃত অর্থে-দশক কোনো বিষয় নয়। বিষয়-কবিতা। যদি কবিতাই লেখা না হয় তাহলে দশক কেনো, শতকেও কিছু যায় আসেনা। তবে সাহিত্যের কাল, সময়, ইতিহাস, অবনীতি কিংবা উত্তরণের একটা যুক্তিগ্রাহ্য পর্যালোচনার সুবিধার ক্ষেত্রে দশকের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে, ঐ যে বললেন-'ছঁকে বাঁধা'-এটাকে আমি গুরুত্ব দেই না।

মাসিক রোকসানা : মানব জাতির অন্তর্নিহিত কোন সৌন্দর্য আপনাকে বেশি আকর্ষণ করে?

মোশাররফ হোসেন খান : হৃদয় এবং চরিত্র।

মাসিক রোকসানা : আপনার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আরাধ্য অরণ্যে' প্রকাশের পর অনেকেই বলেছেন, আপনি যে প্রত্যয় বা বৃত্ত থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রত্যয় তো ভেতরের ব্যাপার। এখানে কৃত্রিমতার আবেদন ও অবকাশ কোথায়? প্রত্যয়ের দিক দিয়েতো যা ছিলাম, তাই আছি। পরিবর্তন দেখলে কোথায়? আর 'বৃত্তের' ব্যাপারে প্রশ্ন করলে আমি নাচার। কবিতায় 'বৃত্তের' প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এ



www.pathagar.com

দুটোই আমার কাছে মূল্যহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক। 'বৃত্ত'তো আর কবিতা লিখে দেয়না, লিখতে হয় নিজেকে। একটি কবিতার যাবতীয় দায়–দায়িত্বও নির্বাহ করতে হয় একজন কবির। কবির জন্যে 'বৃত্ত' নয়, বরং তার আরাধ্য হওয়া উচিৎ অসীম বিশালতা।

আমার 'আরাধ্য অরণ্যে' প্রসঙ্গে কারা কি বলেছেন, জানিনা। বইটি প্রকাশের পর অনেক প্রাজ্ঞ পন্ডিত কবি সাহিত্যিককে পড়তে দিয়েছি। তাঁরা কোনো প্রশ্ন তোলেননি, বরং কবিতার পক্ষেই কথা বলেছেন। তারপরও যদি কেউ মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করেন, তবে তার জবাবে শুধু এটুকুই বলবো, আমি মূলত : কবিতাই লিখতে চেয়েছি সফলতা–বিফলতা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা সাপেক্ষ। 'আরাধ্য অরণ্যে' কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি। কবিতা এবং কাব্যের স্বাভাবিক ধারাতেই এটা এসেছে।

মাসিক রোকসানা : 'আরাধ্য অরণ্যে' প্রচুর অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : কারা অভিযোগ করেছেন আমার জানা নেই। কেননা পত্র-পত্রিকায় আমি সে ধরনের কোনো অভিযোগ দেখিনি। আমি মনে করি সাহিত্যে অশ্লীলতা অবাঞ্ছনীয়। আমার 'আরাধ্য অরণ্যে' সেরকম কোনো অশ্লীলতা আছে বলে মনে করি না। কিছু শব্দ নিয়ে হয়তো কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু বুঝতে হবে যে কবিতার বিষয়ের কারণেই শব্দগুলি অনিবার্যভাবে এসে গেছে। কবিতাতো এমনি! কিন্তু বিষয়ের অনিবার্য প্রয়োজনে কিছু এরকম শব্দ থাকা মানেই অশ্লীলতা নয়। বুঝতে হবে যে শব্দগুলি আরোপিত নাকি অনিবার্য? আমি বিশ্বাস করি যে, কু-লেখা মানেই অশ্লীল লেখা। নিশ্চয়ই 'আরাধ্য অরণ্যে'–কুলেখা কোনো পর্ণগ্রাফী নয়। কেননা কুলেখা গ্রন্থ শুধু রুচি সম্পন্ন মানুষ কেন, সমাজ ও রাষ্ট্র অনুমোদন করে না। আমার 'আরাধ্য অরণ্যে' বাজেয়াপ্ত হয়নি এবং তা কাব্য পিপাসুরা পড়েছেন। গ্রন্থটির প্রসংশা করে কবি- সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দিলারা মেজবাহসহ অনেকেই আলোচনা করেছেন। সকল আলোচনাতেই একটি মৌল বিষয় উঠে এসেছে যে এ ধরনের কবিতা বাংলা কবিতায় একটি নতুন আশ্চর্যজনক সংযোজন। সুতরাং যারা এ ধরনের অশ্লীলতার অযৌক্তিক প্রশ্ন তুলে আমাকে মেরুকরণ করতে চাচ্ছেন বা গ্রন্থটিকে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন–তারাই এর সঠিক জবাব দিতে পারবেন। আমার বিশ্বাস



www.pathagar.com

সাহিত্যে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে স্বীকার করা–না করার ব্যাপারটি অবান্তর এবং প্রহসন মাত্র। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ছোট্ট ক্যানভাসে কোনো উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হয় না। উৎকৃষ্ট কবিতার বিশাল ক্যানভাসে থাকে সমগ্র জাতি, দেশ, মহাদেশ, প্রকৃতি এবং মহাকাল। 'প্রয়োগ' শব্দটির প্রতিও আমার আপত্তি আছে। উক্ত গ্রন্থে কোনো 'অশ্লীল' শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। মানুষ, মানবতা এবং মানব জীবনের জটিল চরিত্র-চিত্রায়ণে অনিবার্যভাবে যা এসেছে, মনে করি তা আমার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। তা না হলে ঐ কবিতাগুলিই ব্যর্থ হতো।

মাসিক রোকসানা : অপসংস্কৃতি বলতে আপনি কি বোঝেন?

মোশাররফ হোসেন খান : যে সংস্কৃতি চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে তাই অপ-সংস্কৃতি। অপ-সংস্কৃতি কোনো সভ্য মানুষের সংস্কৃতি হতে পারেনা।

মাসিক রোকসানা : ববর্ণ এবং আর্তনাদে ভঙ্গুর মানুষের চিত্র সামাজিক এই অবস্থা আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : তৃতীয় বিশ্বের মানুষ আজ সত্যিই বিপন্ন। তাদের আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস–কবিতায় অধিকার আদায়ের উজ্জ্বল সোপান হয়ে আসতে পারে। 'সভ্যতা এবং সময়ের আক্রমণে কবিরাই সম্ভবত আক্রান্ত হন সকলের আগে।' কেননা একজন কবি সমাজ কিংবা বাস্তব বিবর্জিত কোনো জীবনন। তিনি এই সমাজেরই একজন এবং কবির থাকে গভীর অনুভূতি ও সংবেদনশীল একটি হৃদয়।

মাসিক রোকসানা : বাংলাদেশের কবিতা কোন্ পর্যায়ে আছে বলে আপনি মনে করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : অনেক উঁচু পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশের কবিতা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আজ আন্তর্জাতিকতার আকাশ ছুঁয়েছে। আগামীতে আরো উত্তরণের ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

মাসিক রোকসানা : প্রেমের সংজ্ঞা কি? কবিতা লেখায় আপনার প্রেরণার উৎস কি?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রেম শাশ্বত। প্রেম-অদৃশ্য শক্তির উৎস। প্রেমই–সচলতম প্রাণের অকৃত্রিম এবং অদ্বিতীয় আঁধার। নারী, নদী, প্রকৃতি, দেশ, জাতি, জীব, জন্তু সব–সবই অমর প্রেমের উৎস ধারা।



www.pathagar.com

প্রেমের মহান শক্তির কাছে কে–না পরাজিত? শেষ পর্যন্ত প্রেমেরই জয়। যেদিন প্রেম নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে সৃষ্টি এবং প্রকৃতি বিপন্ন হবে। আমার লেখায় প্রেরণার উৎস এসব কিছু–মূলত : প্রেম। তারপর ঘৃণা, বিরহ, মানুষ, মানুষ এবং মানুষ।

মাসিক রোকসানা : কবিতা এবং চিত্রকলা–এর মিল অমিল কোথায়?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রত্যেক শিল্পেরই প্রকাশের মাধ্যম ভিন্ন। চিত্রকলার সাথে কবিতার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিরাজমান তা সত্ত্বেও একটি দৃশ্যমান, অপরটি ধ্বনিগত।

মাসিক রোকসানা : কম্পিউটারের যুগে কবিতার এবং ইমোশনের স্থান কতটুকু?

মোশাররফ হোসেন খান : কবিতার সাথে ইমোশনের সম্পর্ক আছে। কম্পিউটার কেন, কোনো আশ্চর্য রকম যান্ত্রিক যুগেও কবিতা থাকবে। কবিতা–কবিতাই। এর কোনো বিকল্প নেই। যতোদিন মানুষ আছে, সভ্যতা আছে। প্রকৃতি আছে–ততোদিন কবিতা আছে। কবিতার মৃত্যু হলে মানুষ সভ্যতা প্রকৃতি এবং পৃথিবীরও মৃত্যু অনিবার্য।

মাসিক রোকসানা : আপনি কতবছর বয়সে কবিতা লেখেন?

মোশাররফ হোসেন খান : কবিতা লেখার প্রস্তুতি আশৈশব থেকেই চলছিল। তারপর কৈশরের উদ্যম গ্রন্থী ছিঁড়ে তারা কোনো একদিন প্রকাশের ভাষা খোঁজে। সেইতো শুরু। এখনো পর্যন্ত সেই গ্রন্থী ছেঁড়া, সেই প্রস্তুতি পর্ব।

মাসিক রোকসানা : বর্তমান কবিদের অবস্থা বিপন্ন, তা সত্ত্বেও লেখেন কেন?

মোশাররফ হোসেন খান : কবিতার সাথে অর্থের তুল্য-মূল্য বিচার করা প্রকৃত কবির কাজ নয়। কবিতার মূল্য অর্থ দিয়ে বিচার করা যায় কি? স্বীকার করি, কবিরা বর্তমান প্রথম সারির মজলুম–বিপন্ন মানুষ। তা সত্ত্বেও লিখি। না লিখে যে পারিনা। কবিতাই যে হাতছানি দিয়ে ডাকে বারবার। সুতরাং আমাকে লিখতে হয়।

মাসিক রোকসানা : কবি হিসাবে আপনার কোনো তৃপ্তি লাভ ঘটেছে কি? ভবিষ্যতে কি ধরনের সৃষ্টি করার পরিকল্পনা আছে?

মোশাররফ হোসেন খান : না। কবি হিসাবে আমার আজো কোন তৃপ্তি



www.pathagar.com

লাভ ঘটেনি। ঘটলেতো লেখা ছেড়েই দিতাম।

মাসিক রোকসানা : অনেকেই বলে থাকেন কবিরা নারী লিপ্সু। নারী, মদ, গাঁজা এসব ছাড়া নাকি ভালো লেখা হয়না। আপনার মতামত কি?

মোশাররফ হোসেন খান : শুধু কবিরা কেন? কবি ছাড়াও অনেকে নারী লিপ্সু আছে। বস্তুত : নারী, মদ, গাঁজা এসব বাজে অভ্যাসের দাম হয় মানুষ চরিত্র স্ফলনের কারণে। কবিতার সাথে এসব বদ অভ্যাসের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করিনে। যারা ভালো লিখবেন তারা যোগ্যতার কারণেই লিখবেন। মদ, নারীর কারণে নয়। তাহলেতো নষ্ট পাড়ার পাড়-মাতালরা প্রত্যেকেই একেকজন বড় বড় কবি হতো। আবার অপর দিকে ফররুখ আহমদের মতো শুদ্ধতম কবিও কবি হতে পারতেন না। আমিও তো ব্যক্তি জীবনে ওসব বদ অভ্যাসের দাস নই। অথচ আপনি আমার কাছে এসেছেন, এসেছেন একজন এসময়ের কবি বলেইতো!

মাসিক রোকসানা : এ সময়ের কবিতার দুই দিকপাল কবি আল মাহমুদ এবং কবি শামসুর রাহমান সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : এরা কেউ আমার আদর্শ নয়। সুতরাং ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং অগ্রজ কবি হিসাবে এঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**গালিব হাসান**

মাসিক রোকসানা

আগস্ট, ১৯৯০



www.pathagar.com

# বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি আশির দশকের ভাবনা

আমরা একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরে এ–সংখ্যায় উপস্থিত করলাম আশির দশকের কতিপয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধীমান। বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে তারা তাদের অসংকোচ অভিভাষণ উপস্থাপন করেছেন। কলম তার সৃজনশীলতার চারিত্র ও চৌকস-প্রয়াসধারা আরো ধাবমান করবার লক্ষেই ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ–ধারা ক্রমাগতভাবে অন্যান্য দশকও স্পর্শ করতে পারে।

মাসিক কলম : বাংলা ভাষার জন্যে জীবনপাত করেছে, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় একটি স্বাধীন দেশও কায়েম করেছে। আমরা জানতে চাই–এই তাৎপর্যময় নবতর প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে অর্থাৎ একটি অবিসংবাদিত বিশ্বভাষায় বাংলা ভাষাকে দাঁড় করানোর জন্যে কি কি করা উচিৎ; কি কি করা উচিৎ নয়?

মোশাররফ হোসেন খান : ভাষার জন্যে সংগ্রাম করা আর জীবন দেবার ঘটনা এই পৃথিবীতে একটি বিরল ইতিহাস। এই ইতিহাসের স্রষ্টা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাদী লড়াকু, সংগ্রামী মানুষ। তারা বাংলা ভাষার জন্যে সংগ্রাম করেছে এবং অকাতরে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে বাংলা ভাষাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।



www.pathagar.com

## কেন এই সংগ্রাম?

প্রশ্নটি মৌলিক। এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে আমাদেরকে একটু পেছনে তাকাতে হবে। পলাশীর বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের হাতেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার বাংলা ভাষাকে একটি পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলা ভাষা যে দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়, তার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল সে সময়ের মুসলিম শাসক ও ইসলাম প্রচারকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা।

মুসলিম শাসক ও প্রচারকগণ বাংলাকে যেমন রাজনীতি এবং ধর্ম প্রচারের জন্যে ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত করেছে–ঠিক তেমনি তাদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই তখনকার লেখকদের হাতে মৃত এবং অবহেলিত এই বাংলাভাষা নবজীবন লাভ করেছিল।

কিন্তু পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলিম শাসকরা যেমন ক্ষমতা হারালো, সেই সাথে বাংলা ভাষাও অভিভাবকহীন হয়ে পড়লো। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থমালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ও ইংরেজ মদদপুষ্ট শিক্ষিত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পন্ডিতদের হাতে বাংলাভাষা জিম্মি হয়ে পড়লো। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল খ্রিষ্টান মিশনারীরা।

মুসলমানদের তখন রাজনৈতিকভাবে চরম সংকট অবস্থা। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা তখনো তারা অর্জন করতে পারেনি। এই সুযোগেই হিন্দু, ব্রাহ্মণ এবং খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সযত্নে লালিত বাংলাভাষার শরীর থেকে তাদের ঐতিহ্যআশ্রিত শব্দকে ছুঁড়ে ফেলে সংস্কৃতিনির্ভর এক 'ব্রাহ্মণ্যবাংলা ভাষা'র জন্ম দিল। এই ভাষায় রচিত হলো তাদের যাবতীয় গ্রন্থ এবং তা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ করে তারা ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, অভিধান, ব্যাকরণসহ পাঠ্যপুস্তকের ভাষাও হয়ে গেল সংস্কৃতিনির্ভর। যে ব্রাহ্মণ্য ভাষা এখনো আমাদের পিঠের ওপর কালো পর্বতের মতো চেপে বসে আছে।

৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করলাম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের ভাষার স্বাধীনতা ছিলো না। পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের মাতৃভাষার প্রতি এতোটুকু সম্মান দেখায়নি। তাদের



www.pathagar.com

হাতেও লাঞ্ছিত হয়েছে বাংলাভাষা। বাংলাভাষার এই অবমাননা দেখে এ দেশের লড়াকু মানুষের হৃদয়ের এতোকালের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ফেটে পড়লো। বাংলা ভাষাকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এদেশের মানুষ জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান স্বীকৃতি দিতে চায়নি। এর ফলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে শাহাদাত বরণ করেন বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বার। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই আজ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় বাংলা আজ প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা ও অফিস আদালতের ভাষা আজ বাংলা। দ্রাবিড় উত্তর পুরুষ বাঙ্গালী মুসলিম জাতি এ জন্য গর্বিত। ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় রচিত হচ্ছে কাব্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সাহিত্য প্রভৃতি। তবে কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণির বুদ্ধিজীবী, কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার জন্য পেরেশান অথচ পশ্চিম বাংলায় বাংলাভাষা এখন হিন্দি ভাষার আগ্রাসনের স্বীকার। বাংলাভাষা সেখানে পদমর্যাদাগত দিক দিয়ে তৃতীয় স্তরে পর্যবসিত। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে কিছুতেই সেই কোলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দি আক্রান্ত বাংলার অনুসরণ করা ঠিক নয়।

ভাষার জন্যে এই সংগ্রাম ছিল অনিবার্য।

## কিন্তু কী পেলাম?

একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ভাষাকে আমরা স্বাগত জানিয়ে আপন বুকে স্থান দিতে চেয়েছিলাম, সেই বাংলা ভাষা এই দেশেই তৃতীয় ভাষা হিসাবে উঠোনে স্থান পেল।

কাগজে-কলমে বাংলাভাষা এখন 'রাষ্ট্রভাষার' মর্যাদা পেলেও মূলত : এটা আমাদের জন্যে একটি মারাত্মক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতারণা বলছি এই কারণে যে, একদিকে আমাদের অফিসে-আদালতে প্রচলিত রয়েছে ইংরেজি ভাষা। আর অন্যদিকে, আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্রাটের মতো বসে আছে 'সংস্কৃতিনির্ভর বাংলা'। এই সংস্কৃতি ভাষার দাপট এমনি যে, তার মধ্য থেকে আমাদের বাংলা ভাষাকে সনাক্ত করাই দুরূহ কাজ হয়ে পড়েছে। আমাদের শিশুদেরকে এখনো বর্ণজ্ঞান দিতে হয় বাংলা অক্ষরের সামনে-পেছনের সংস্কৃত শব্দ এবং কাব্যের মাধ্যমে।



www.pathagar.com

একটি স্বাধীন দেশের 'রাষ্ট্রভাষা'–যখন বাংলা, তখন সেই বাংলা ভাষারই এই করুণ অবস্থা দেখে বুকের ভেতর হু-হু করে কেঁদে ওঠাই স্বাভাবিক।

অনেকেই বলেন, বাংলা ভাষা তার আপন মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। যারা এমন কথা বলেন, তারা কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা করে যে বলেন না, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাভাষা ব্রাহ্মণ্য ভাষার নাগপাশ ছিন্ন করে কতোটুকু এগিয়েছে? এই মৌলিক প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যাবার কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার পরিচয় জানার পর যে কাজগুলো আমাদের করণীয় তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি।

১. বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোকে ইংরেজি ও আরবিতে অনুবাদ করা। যেমন–মাইকেল রচনাবলী, নজরুল রচনাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ফররুখ রচনাবলী ইত্যাদি।
২. বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় বাংলায় তরজমা করা।
৩. বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যসমূহের উজ্জ্বল সৃষ্টি ইংরেজি ও আরবিতে অনুবাদ করা।
৪. ঢাকাকেন্দ্রিক অর্থাৎ বাংলাদেশের কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করা।
৫. বৃহত্তর গণমানুষের আচার-বিশ্বাস অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করা।
৬. যারা সাহিত্য রচনা করছেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করা। বিশেষ করে গ্রন্থ প্রকাশনা ও সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ভূমিকা রাখা।
৭. ঢাকায় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন করা এবং সকল সাহিত্যিকদের সেই সম্মেলনে যোগদান নিশ্চিত করা।
৮. সাহিত্যিকদের বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

## সাহিত্যিকদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের যেসব কাজ করা অনুচিত :

১. কোলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য মানসিকতা পরিহার করা এবং কলকাতাই শব্দ যেমন পরিষদ পরিবর্তে পর্ষদ, সভাপতিত্ব পরিবর্তে পৌরহিত্য এবং কিছু ক্রিয়া পদ যেমন এলুম, গেলুম, খেলুম প্রভৃতি পরিহার করা।



www.pathagar.com

২. অনুকরণ ও অপসংস্কৃতির আমদানি না করা। ধর্ম, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কিছু আমদানী না করা।

৩. সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে পরস্পর দলাদলি না করা।

হিন্দু ব্রাহ্মণরা সচেতনভাবে যে সংস্কৃত ভাষার বীজ বপন করে রেখে গেছে, আমরা তো এখনো প্রায় সেই ভাষারই চর্চা করে চলেছি। পশ্চিম বাংলার হিন্দু লেখকরা যে ভাষা এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে, এখনো এদেশের শিক্ষিত মানুষ সযত্নে সেই ভাষারই লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন করে নিজস্ব ভাষা ভাণ্ডারের দিকে একবারও এরা তাকাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এমনকি এই পরনির্ভরশীলতার লজ্জায় এরা এতোটুকুও কাতর নয়।

অথচ আমাদের বোঝা উচিৎ, ভৌগোলিক দিক দিয়েই শুধু আমরা, ভারত থেকে পৃথক নই। আমরা পৃথক–জাতি, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং আবেগের দিক দিয়েও। আমাদের কোনো কোনো জ্ঞানপাপী অগ্রজ লেখক যতই মনে প্রাণে বিশ্বাস করুন না কেন, ভারতের সাথে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু এ সত্যকে অগ্রাহ্য করা যাবে না যে, ভারতের সাথে আমাদের পার্থক্য সামান্য নয়। বরং সে পার্থক্য আকাশ–পাতাল, এবং এই পার্থক্য চিরন্তন। এ প্রভেদ মনের, চিন্তার, ধর্মের, আচার-অনুষ্ঠানের, ভাষার, ঐতিহ্যের, কর্মের, নামের, জীবনাদর্শের, আদব-লেহাজের, সাহিত্য সংস্কৃতিতে।

## কোথায় পার্থক্য বা প্রভেদ নেই?

ভাষাগত কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেই যে একই জাতিসত্তা নিয়ে দুটি জাতি একই সাথে অগ্রসর হতে পারেনা, একই আদর্শ ও ঐতিহ্যের হয় না–তা পশ্চিম বাংলা ও আমাদের জীবনাচরণ দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না? তাদের ভাষায়, তাদের সাহিত্যে আমাদের জীবনের, আমাদের ঐতিহ্যের কি কোনো স্বাক্ষর পাওয়া যায়? যদি না যায় তাহলে আমাদের লেখকদের কেন এই অন্ধ গোলামী করার বাসনা? কোন্ স্বার্থে? স্বাধীনতার এতো বছর পরও আজ আমাদেরকে এই লজ্জাজনক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি থাকতে পারে!

বাংলাভাষা ঘরে এবং বাইরে এখনো সমান আক্রান্ত। ভারত বাংলাভাষার



www.pathagar.com

অবিরত শেকড় কাটছে, আর আমাদের দেশের এক শ্রেণির লেখক-বুদ্ধিজীবীরা তাতে খুশি হয়ে তারাও বাংলা ভাষার কান্ড, বাকল লতাপাতা কেটে একেবারে উলঙ্গ করে দিচ্ছে। ভারত এই জঘন্য কাজ করছে সম্পূর্ণ জেনেবুঝে, সুপরিকল্পিতভাবে, আমাদেরকে আপন মর্যাদায়, আপন ঐতিহ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না দেবার জন্যে। আর বাংলাদেশের তথাকথিত লেখক-বুদ্ধিজীবীরা এই অপকর্মটি করছে কিছুটা ভারতকে খুশি করার জন্যে জেনে বুঝে, আর কিছুটা না বুঝেই। না বোঝার কারণ হলো, এরা কখনো তো শেকড়ের সন্ধান করেনি। নিজেরাও অস্তিত্বহীন, ভাসমান। এদের পা যে এদেশের কাঁদামাটিতে, এদেশের ধুলোয়, এদেশের সবুজের ওপর নেই একথা পুনর্বার ব্যক্ত করার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করি–বাংলাভাষা এখনো শত্রুমুক্ত নয়। এখনো নিরাপদ নয়। তবু তো আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। সকল অবাঞ্ছিত শত্রুতার মোকাবেলায় বাংলাভাষাকে তার আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এদেশের ঐতিহ্যপ্রিয় জাগ্রত বিকেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা এবং সুসংহত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগুতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস, আঁধার যতো গাঢ়ই হোক, যতো দীর্ঘই হোক–তা অপসারিত হবেই, হবে।

কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন :

### ১. ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বাংলাভাষার যে অমূল্য রত্নভান্ডার আছে–তা নগণ্য নয়, সমৃদ্ধ। এই ভাষার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। তৃতীয় ভাষা নয়, বাংলাই হতে হবে আমাদের জন্যে প্রথম ভাষা। আমাদেরকে বুঝতে হবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে ভাষার স্বাধীনতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাংলাভাষাকে প্রাধান্য দেবার অর্থ কিন্তু বিশ্বের অপরাপর শ্রেষ্ঠভাষাগুলিকে ঝেটিয়ে বিদায় করা নয়। হ্যাঁ, আমাদের ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতা হবে বিশ্বসাহিত্যের সাথে আমাদের সাহিত্যের বিনিময়ের জন্যে। বর্জন নয়, বরং অর্জনের মধ্য দিয়েই আমরা কাঙ্ক্ষিত সফলতার চূড়া স্পর্শ করতে চাই।



www.pathagar.com

## ২. গোলামী পরিহার করতে হবে

আমরা যে হীনমন্যতার শিকার হয়ে সংস্কৃত এবং ইংরেজির গোলামী করছি, আমাদের মন থেকে এই হীনমন্যতা এবং গোলামী করার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ী এবং ঐতিহ্যবাদী হতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, ঐতিহ্য ছাড়া একটি ভাষা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে।

দেশ হিসাবে আমরা যেমন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক, ঠিক তেমনি আমরা একটি পৃথক ঐতিহ্যের ও ধারক বটে। এদিক দিয়েও আমরা স্বতন্ত্র। আমাদের ভাষায় সেই ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকতে হবে। আমাদের জীবনবোধ, জীবনাচরণের এবং আমাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন থাকতে হবে বাংলাভাষার প্রতিটি কোষে কোষে।

## ৩. আহরণ ও শব্দসম্ভার বৃদ্ধি

বাংলা ভাষার একটি বিশাল অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের হাজারো গ্রামের কাঁদা-মাটিতে। উদারতার সাথে এবং সচেতনতার সাথে আমাদেরকে সে সকল অবহেলিত শব্দভান্ডারকে ডুবুরীর মতো খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এবং তা কাজে লাগাতে হবে।

## ৪. বিশুদ্ধ বাংলা অভিধান এবং ব্যাকরণ প্রণয়ন

সংস্কৃত, তৎসম বা অর্ধ তৎসম শব্দকে সমূলে উপড়ে ফেলে বিশুদ্ধ বাংলাভাষার শব্দ দিয়ে 'বাংলা অভিধান' তৈরি করতে হবে। ঠিক তেমনি, বাংলা ব্যাকরণকে ব্রাহ্মণীমুক্ত করতে হবে। বাংলা বানানের সকল জটিলতা পরিত্যাগ করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য 'বানান রীতি' তৈরি করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের পাঠ্যপুস্তককে। হিন্দু ব্রাহ্মণদের ভাষা যে আমাদের ভাষা নয়, এবং আমাদের ভাষা যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যময়ে ভাস্বর–পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদেরকে বোঝাতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন শিশুদের বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্যে বাংলা বই লেখা ও প্রকাশ করার।

## ৫. ভাষা ও সাহিত্যের বিনিময়

বাংলা ভাষা একটি উদার ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। এই ভাষা অকৃপণভাবে



www.pathagar.com

ধারণ করেছে ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ভাষা।

বাংলা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে পৃথিবীর অনেক ভাষার সাহিত্যকর্ম। বিদেশি ভাষা শেখার জন্যে আমাদের রয়েছে অদম্য স্পৃহা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, বাংলা ভাষা যেমন অন্য ভাষাকে গ্রহণ করেছে, অন্য ভাষা বাংলাকে ঠিক তেমনভাবে গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতাই দায়ী। পৃথিবীর ক'টি দেশ বাংলাভাষার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানে? 'বিনিময়টা' যদি গ্রহণের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকে 'বিনিময়' বলা যায় কিভাবে? এখন আমাদের উচিৎ, আমাদের ভাষা এবং এই ভাষায় রচিত বইপত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া। এটা কোনো একক গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিলে অবশ্য সম্ভবপর হতে পারে। এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

### ৬. প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা

বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, প্রকাশনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে উদারতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলা ভাষায় যতো বেশি বই প্রকাশিত হবে ততোই এ জাতি সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী হবে।

সাহিত্য পত্রিকার প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এখন সাহিত্য পত্রিকা প্রায় অবলুপ্ত। লেখক তৈরি করার একটি বিরাট মাধ্যম হলো সাহিত্য পত্রিকা। যদি সেই সাহিত্য পত্রিকাই না থাকে, তাহলে নতুন–মেধাবী লেখক আমরা কোথায় পাবো? এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে এই জাতির দুর্ভোগের আর সীমা থাকবে না। সুতরাং এ বিষয়ে এখনই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।

### ৭. লেখকদেরকে যথাযথ সম্মাননা প্রদান

একটি ভাষার প্রধান বাহক সেই ভাষার লেখক। কেবল লেখকের মাধ্যমেই ভাষাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখককেই প্রায় চতুর্থ শ্রেণির নাগরিক বলে মনে করা হয়।

আমাদের লেখকরা বই লেখেন আর প্রকাশকরা সেই বই বিক্রি করে ব্যবসা করেন। পত্র-পত্রিকার সাহিত্য পাতায় লেখকরা লেখেন আর অপরিণামদর্শী মালিক-কর্তৃপক্ষরা সেই পত্রিকা দিয়ে মুনাফা লোটেন। কিন্তু বরাবরই লেখকের ভাগ্য থেকে যায় প্রায় শূন্যের কোঠায়। ব্যতিক্রম



www.pathagar.com

তো দু'একটা থাকতেই পারে। সে কথা স্বতন্ত্র।

মুনাফাখোর এসব প্রকাশক, এবং নামসর্বস্ব পত্রিকার মালিকদের বাণিজ্যিক মনোভাব পরিত্যাগ করে একটু মানুষ হতে হবে। জাতির জন্যে, ভাষার জন্যে, সাহিত্যের জন্যে কিছুটা বিবেকবান হতে হবে। লেখকদের প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাতে হবে এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, লেখকদের যা দেয়া হচ্ছে–সেটা দান নয়, উদারতা নয়, অনুকম্পা নয়–সেটা তাদের পারিশ্রমিক। এখানে কোনো কৃপণতা কিংবা গড়িমসি চলবে না। যদি লেখকরা তাদের যথাযথ প্রাপ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে, তাহলে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বোৎকৃষ্ট লেখার কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারবে। আর তাতে করে লাভবান হবে আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের জাতি।

**৮. ভাষার নিয়ন্ত্রণ**

লেখকের সম্মাননা তাদের প্রাপ্য। সেটা তাদের দিতে হবে। কিন্তু আবার লেখকদেরকে সচেতনও হতে হবে। ভূঁইফোঁড় হাতুড়ে লেখকদের [?] হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে।

লেখক হবার বাসনায় অনেক কান্ডজ্ঞানহীন এখন বাংলা ভাষার ওপর যে রকম অত্যাচার শুরু করেছে তাতে করে আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। সাহিত্যকে তারা মাছ তরকারির মতো বাণিজ্যিক পণ্য করে তুলেছে। এসব আগাছা পরগাছা দূর করতে না পারলে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য যে আবর্জনার স্তূপে অপবিত্র হয়ে উঠবে–এবং দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে–তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক সকলেরই এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ।

একটি ভাষাকে রক্ষার জন্যে আমরা শুধু কাজ করছি না, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি। কাজটি অনেক বড়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকা জরুরি।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বের অপরাপর প্রধান ভাষাগুলি থেকে বাংলা ভাষা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং বাংলা ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারলে এই ভাষার উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিপুল। যদিও আইন করে এই অত্যাচার থেকে কাউকে বিরত রাখা যাবে না, তবুও আমাদের প্রত্যেকের সতর্ক দৃষ্টিই আইনের চেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।



www.pathagar.com

## ৯. পৃষ্ঠপোষকতা

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্যে পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে তাদেরকে এ কাজ করতে হবে। যোগ্য লেখকদেরকে যথাযথ পারিশ্রমিক দিয়ে লেখাতে হবে এবং প্রকাশনাকে বৃদ্ধি করতে হবে। পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো ভালো ফল পাবার আশা করা যায় না। একটা দুটো নয়, আমাদের বহু প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষার চর্চা ও গবেষণা করা হবে।

## ১০. গ্রহণ এবং বর্জন

উদার ভাষা বাংলা ভাষা। পৃথিবীর বহু ভাষাই এই বাংলার মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বিদেশি শব্দ বললেই যে সেটা বাদ দিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সকল বিদেশি শব্দ আমাদের প্রতিদিনকার উচ্চারিত শব্দের ভেতর মিশে গেছে এবং যা আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়–সে সকল শব্দ বাদ দেবার বা তার কষ্টসাধ্য উচ্চারণের মাধ্যমে অঙ্গহানি করার কোনো প্রয়োজনই নেই। যেমন চেয়ার টেবিল কলম, নামাজ, রোযা, আযান প্রভৃতি। আবার যে সকল শব্দ আমাদের কেবল অভিধান আর ব্যাকরণেই সীমাবদ্ধ, কিংবা জোর করে আমাদের ভাষার মধ্যে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আমাদের প্রতিদিনকার উচ্চারণে কোনো প্রয়োজনই নেই এবং যা সরকারি আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, আমরা এসকল শব্দকে বর্জন করতে পারি। হতে পারে তা ইংরেজি কোনো শব্দ, হতে পারে সংস্কৃত বা অন্য কিছুও।

## ১১. বিপুল সম্ভাবনার একটি দুয়ার

আমাদের কাছে 'পুঁথি সাহিত্য' ক্রমাগত অস্পৃশ্য হতে চলেছে। এটা ঠিক নয়। আমি বলছিনে যে, পুঁথি সাহিত্যই আমাদের আবার রচনা করতে হবে। আমি বলতে চাইছি, পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে যে বিপুল শব্দ ভাণ্ডার রক্ষিত আছে তা আবিষ্কার করতে হবে। তাহলে হয়তোবা আমাদের বাংলা ভাষার সামনে আর একটি বিপুল বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে পারে। আমরা পেতে পারি অজস্র নতুন নতুন শব্দ। যা হতে পারে একেকটি হীরক খণ্ডের মতোই মূল্যবান। অবহেলা আর অনাদরে এতোকাল পড়ে আছে আমাদের এই ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ভাণ্ডারটি। অথচ ডঃ



www.pathagar.com

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো একজন পণ্ডিতও একদা বলেছিলেন :

'যদি পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু–মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।'

দুর্ভাগ্য আমাদের। পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানদের কেবল ক্ষমতারই সমাপ্তি ঘটেনি– এই পলাশীতেই মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যেরও পরাজয় ঘটেছিল।

ইংরেজ কিংবা উগ্রহিন্দু ব্রাহ্মণ–বাংলা ভাষাকে এরা কখনোই সম্মানের চোখে দেখেনি। তারা বরাবরই ইংরেজি, সংস্কৃত এবং হিন্দিকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। এখনো তাই দিচ্ছে।

বাংলা ভাষাকে বরাবর সম্মানের চোখে দেখেছে এবং এই ভাষাকে প্রথম থেকে পালন করেছে মুসলমানরাই।

পথিমধ্যে এসেছে ঝড় আর প্রতিবন্ধকতার ভয়ংকর তুফান। সাময়িকভাবে হয়তোবা দুমড়ে মুচড়ে গেছে কিছুটা প্রহর। কিন্তু তারপর।–তারপর এই ঐতিহ্যবাদী মুসলমানরাই আবার ঠিকই বাংলা ভাষার হাল ধরে এগিয়ে গেছে।

আমাদের দেশেই এখনো ভাষা শত্রুমুক্ত নয়। উগ্রশ্রেণির হিন্দু এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীদের হাতে বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে। বাংলা ভাষাকে এখনো তারা হিন্দু, ব্রাহ্মণ, কিংবা কায়েত বামুনদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করে। তাদের এই হীনমন্যতায় বাংলাদেশে ভাষা সংক্রান্ত একটি অলিখিত বিভেদের দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে।

আদর্শ আর ঐহিত্য ছাড়া কোনো ভাষাই আপন পায়ে দাঁড়াতে পারে না। যেহেতু এ দেশের উগ্র প্রগতিবাদী বামুনের পৈতেধারীদের আদর্শ আর ঐতিহ্যের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এদেশের সিংহ ভাগ মানুষের জীবনাচরণের সাথে তাদের কোনো একাত্মতা বা শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং এদেশের জাতিসত্ত্বার সাথে তাদের কোনো প্রেম ও ভালোবাসা নেই, কোনো দায়বদ্ধতাও নেই–সুতরাং আমরা আশাবাদী যে, অচিরেই বিভেদের দ্বন্দ্ব অপসারিত হয়ে ঐতিহ্যবাদীদের হাতেই এদেশের ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করবে। বাংলা ভাষার শত্রুরা পরাস্থ হবে এবং অবিসংবাদিত বিশ্ব ভাষায় বাংলা ভাষাকে দাঁড় করানোর জন্যে শেকড় সন্ধানী ঐতিহ্যবাদীরাই বরাবরের মতো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে।



www.pathagar.com

বাংলা ভাষাকে যেমন কালজয়ী কবি নজরুল ইসলাম বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যেমন কবি ফররুখ আহমদ এই বাংলা ভাষাকে একটি নতুন প্রাণ দান করেছেন, ঠিক তেমনি আমরা লক্ষ্য করছি–আশির দশকের ঐতিহ্যবাদী লেখকদেরকে। তারাও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এই ভাষাকে আরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে দেবার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাদের সাহিত্যে আন্তর্জাতিক মনস্কতাও চোখে পড়বার মতো বিষয় বটে।

আশির দশকের এই সচেতন–শ্রমলব্ধ প্রয়াস সম্পূর্ণ বিফলে যাবেনা বলেই আমার বিশ্বাস।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে :
**মতিউর রহমান মল্লিক**
মাসিক কলম
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫



www.pathagar.com

# ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যে সাম্প্রতিক অনুধ্যান ‘কল্লোলিত ধ্বনির মতো’

[যুগস্রষ্টা (‘ফররুখ শুধু যুগের সৃষ্টিই নন, তিনি একটি যুগের স্রষ্টাও’–অধ্যাপক আবদুল গফুর। ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি। শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৪) ফররুখ আহমদের (জন্ম : ১০ই জুন, ১৯১৮। মৃত্যু : ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৪) ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে, এ–সময়ের ক’জন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক-গবেষককে, ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যের [প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪] আজকের দিনে তাৎপর্য কতখানি’–এ প্রশ্নটি করা হয়; ক’জন সম্ভাবনাময় তরুণও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উভয়পক্ষের মতামত এখানে তুলে ধরা হলো। আশা করি, এতে করে সাত সাগরের মাঝি-র কবিকে নতুন করে বুঝতে সুবিধে হবে, সুবিধে হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে অনুভব করতে। ]

মোশাররফ হোসেন খান : শক্তিশালী মৌলিক কবি হাজারে হাজার জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁরা আসেন হয়তোবা কয়েক যুগ বা শতাব্দীর ব্যবধানে। কিন্তু যারা আসেন, তাঁরা তাঁর যুগের প্রচলিত সাহিত্যধারাকে



www.pathagar.com

অতিক্রম করে নতুন ধারা প্রবর্তনে সক্ষম হন; এবং সে ধারা বহমান স্রোতের মত চলতে থাকে আরো কয়েক শতাব্দীকাল।

কবি ফররুখ আহমদ তেমনই একজন শক্তিশালী মৌলিক কবি। আর "সাত সাগরের মাঝি" [১৯৪৩-৪৪] তাঁর শিল্পসত্ত্বা তথা কবিত্ব-মানসের প্রস্ফূটিত এক শ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার।

'সাত সাগরের মাঝি' প্রসঙ্গে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের একটি হৃদয়-গ্রাহ্য মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য সে-'নজরুলের উদ্যত কণ্ঠের অব্যবহিত পরেই 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে ফররুখের উদগত তন্ময় কণ্ঠ শোনা যায়। নজরুলের উচ্চকিত আবেগ উদ্বেলতার পরে ফররুখের মথিত-মদ্রিত ধ্বনি ব্যথিত সংযমে স্বাপ্নিক সাহসের উদ্বদ্ধ পরিচয় আমরা পেয়েছি।'

যে সাহিত্য গুণেমানে উত্তীর্ণ, বিবেচনার শ্রেষ্ঠ-তা বরাবরই গ্রহণীয়। সময়ের ব্যবধান বিদীর্ণ করে সে সাহিত্য উজ্জীবিত থাকে শতাব্দীকাল। ইংরেজি সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভাদীপ্ত কবি 'চসার' [Chaucer] কে আমরা জানি, মৃত্যুর সাড়ে পাঁচশত বছর পরেও ইংরেজ জাতির কাছে আজো তাঁর সাহিত্য সমানে সমাদৃত। কারণ, চসারের শ্রেষ্ঠ অবদান 'ক্যান্টারবারী টেলস [Cantorbury Tales] এ ইংরেজ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না ও ইতিহাস-ঐতিহ্য যেভাবে প্রগথিত হয়েছে, তাতে করে তাঁকে এবং তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। ফররুখ আহমদ 'চসার' নন, কিন্তু তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' চসারের শ্রেষ্ঠ অবদানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

চল্লিশ দশক থেকেই ফররুখ আহমদ মৌলিক কবি হিসাবে পরিগণিত। চল্লিশ উত্তর পরবর্তী দশকে এসে যখন তাঁর কবি প্রতিভা আরো পরিশীলিত ও পূর্ণতায় বিকশিত হলো, তখন তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেলেন। অস্বীকার করার উপায় নেই-'সাত সাগরের মাঝি' কবি ফররুখ আহমদের সেই উত্তুঙ্গ স্বীকৃতির উজ্জল ধ্রুব জ্যোতিক।

একটি ভিন্ন এবং পৃথক কবিসত্ত্বা লালন করে, বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়েও ফররুখ আহমদ যে সেকাল-একাল এবং আগামীকালের সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজমুকুট নিয়ে উদয় হয়েছেন-তা একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় বটে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবির সেই রাজমুকুটের স্বর্ণফলক। বর্ণনা মাধুর্যে, ছন্দ লালিত্যে এবং চিন্তা-চেতনার গভীরতায় 'সাত



www.pathagar.com

সাগরের মাঝি' একটি মাইল স্টোন।

'সাত সাগরের মাঝি' যে দীপ্ততায় সমুজ্জল–তা সর্বকালের পাঠক চিত্তে দোলা দিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। কবি ফররুখ আহমদের এই অসামান্য সৃষ্টি যেন একটি মোহনীয় তরঙ্গ, তরঙ্গের নীলাভা যতদিন বেঁচে থাকবে ততোদিনই আলোড়িত হবে সচকিত পাঠক হৃদয়।

প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক এবং সমালোচক আবদুল কাদিরের একটি মন্তব্যে, আমাদের প্রত্যয়ের ভিতটাকে আরো সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে বলে মনে করি। তিনি এভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হুইটম্যানের যেমন 'দি সং অব দি সেলফ,' বদলেয়ারের যেমন 'লা ভয়েজ,' নজরুলের যেমন 'বিদ্রোহী' ফররুখ আহমদের তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি' কবি চিত্তের সুগভীর স্বরূপ অপূর্ব রস ও রূপের মহিমায় উদঘাটিত করেছে। 'সাত সাগরের মাঝি'–কবিতার নেই কোন প্রাকনজীর।'

কবি আবদুল কাদিরের অভিমতের সাথে একাত্মতা রেখে আমাদেরও মনে হয়েছে যে, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের [১৭৭০-১৮৫০] যেমন 'ওড অন দি ইন্টিমেশন অব ইমর্টালিটি,' পোপের [১৬৮৮-১৭৪৪] যেমন 'রেপ অব দি লক', মিল্টনের [১৬০৮-?] যেমন 'প্যারাডাইস লস্ট,' এডমণ্ড স্পেন্সারের [১৫৫২-১৫৯৯] যেমন 'ফেয়ারী কুইন,' কোলরিজের [১৭৭২-১৮৩৪] যেমন 'এনসেন্ট ম্যারিনার,' বায়রনের [১৭৮৮-১৮২৪] যেমন 'চাইল্ড হ্যারল্ডস, পিল গ্রিমেজ,' শেলীর [১৭৯২-১৮২২] যেমন 'প্রমিথিউস আর বাউণ্ড,' হোমারের যেমন 'ইলিয়াড,' ফাটসের [১৭৯৫-?] যেমন 'লামিয়া,' ইসাবেলা,' ইড অব সেইন্ট–এ্যাগনিস্স,' এবং ব্রাইনিং-এর [১৮১২-১৮৮৯] যেমন 'রিং এণ্ড দি বুক' 'রেড কটন নাইট ক্যাপ কান্ট্রি, ইন অ্যালবাম,' 'এপিলেগ'–ফররুখ আমহদেরও তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি' শ্রেষ্ঠ-কীর্তি, এবং এসব অমর প্রতিভা আজো যেভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছেন–ফররুখ আহমদও ঠিক সেভাবে উচ্চারিত হবেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে :

**মতিউর রহমান মল্লিক**

মাসিক কলম, অক্টোবর ১৯৮৬



www.pathagar.com

# ‘সময় ও সাম্পান’ প্রসঙ্গে

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এই শিরোনামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হলো। এই বিভাগে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের মাত্র কয়েকটি দিকই তুলে ধরবো।

এ সংখ্যায় আশির দশকের একজন সংহত ও শক্তিশালী গ্রন্থকারকে, তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসহ, একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে, তুলে ধরা হলো। আমরা আশা করছি, তিনি অচিরেই সর্বত্র আলোচিত হবেন।

গ্রন্থকারদের উচিৎ, গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, প্রকাশকদেরও তেমনি উচিৎ গ্রন্থকারদের সর্বোত্তম সুযোগ সুবিধা প্রদানের মধ্য দিয়ে জাতীয় সাহিত্য আন্দোলনকে সুদৃঢ় করা, আর পত্রপত্রিকার দায়িত্বশীলদের উচিৎ যথার্থ সমালোচনা উপস্থাপনার মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাকে আরো বেগবান করা।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হোক অর্জনের, বর্জনের নয় অবশ্যই।

মাসিক কলম : ‘সময় ও সাম্পান’ কি আপনার প্রথম গল্পের বই? এর আগে কি কি বই বেরিয়েছে আপনার?

মোশাররফ হোসেন খান : না। ‘সময় ও সাম্পান’ আমার দ্বিতীয় গল্পের বই। প্রথম প্রকাশিত গল্পের বই–‘প্রচ্ছন্ন মানবী।’ বেরিয়েছিল ১৯৯১ সালে। এছাড়া আমার অন্যান্য প্রকাশিত বইগুলি কবিতার এগুলি হচ্ছে :



www.pathagar.com

'হৃদয় দিয়ে আগুন' [১৯৮৬], 'নেচে ওঠা সমুদ্র' [১৯৮৭], 'আরাধ্য অরণ্যে' [১৯৯০] ও 'বিরল বাতাসের টানে' [১৯৯১]।

মাসিক কলম : আপনার গল্পের ব্যাপারে আপনার অভিমত জানাবেন কি?

মোশাররফ হোসেন খান : যা লেখা হয়ে গেছে এবং প্রকাশিতও হয়ে গেছে, সে লেখার ব্যাপারে আমার পাঠকের অভিমতই চূড়ান্ত। আমি যা ভাবি, যা চিন্তা করি, যা বলতে চাই এবং যা উপস্থাপন করতে চাই–তারই সারাৎসার আমার লেখা। লেখার মধ্য দিয়েই আমি আমার বক্তব্য এবং মানসলোককে উপস্থাপন করেছি। সুতরাং আমার লেখা সম্পর্কে পৃথকভাবে 'অভিমত' দেয়াটাকে আমি আর জরুরি বলে মনে করিনে।

মাসিক কলম : উপন্যাসের ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা আছে কি?

মোশাররফ হোসেন খান : নিশ্চয়ই। এবারের ঈদ সংখ্যার [১৯৯৪] জন্যে দু'টি কাগজে দু'টি উপন্যাস লিখেছি। এছাড়া একটি বড় ধরনের উপন্যাস লেখারও পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এর জন্যে যে সহায়ক মাধ্যমটির প্রয়োজন–তা হলো উপযুক্ত কাগজ। ধারাবাহিক প্রকাশনা ছাড়া এ ধরনের বড় মাপের কাজ করা কঠিন ব্যাপার। এমনিতেই আমাদের দেশে সাহিত্য কাগজের আকাল চলছে। তারপরও যে দু'একটি আছে, সেখানেও চলছে 'চর দখলের' মতো অবস্থা। সম্পাদকদের সম্রাটসুলভ আচরণ তো আছেই। সুতরাং উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা থাকলেও উপযুক্ত মাধ্যম এবং অনুকূল পরিবেশ না পেলে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে–এই মুহূর্তে ঠিক বলা মুশকিল।

মাসিক কলম : ৯৪-তে আর কোন বই কি আপনার বেরুচ্ছে?

মোশাররফ হোসেন খান : সত্যিই কি বেরুবে? আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক।'–সুতরাং ভবিষ্যতের ব্যাপারে মন্তব্য করা নিষ্প্রোয়োজন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**মতিউর রহমান মল্লিক**
(হাসরাত আন্দালুসী ছদ্মনামে)
মাসিক কলম, ১৯৯৪



www.pathagar.com

# সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম প্রসঙ্গে

পরকীয়া প্রেমের আভিধানিক অর্থ হলো পরস্ত্রীর সাথে প্রেম। আমাদের সমাজে আজ যে চরম অবস্থা বিরাজমান তার মূলেও রয়েছে অনেকখানি পরকীয়া প্রেমজনিত ঘটনাবলী। ফলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সজ্জিত ঘরভাঙ্গার পরিসংখ্যান, আহত, নিহত শরীরের স্তূপ। এরপরও দেখা যাচ্ছে পরকীয়া প্রেমের আবেদন বিন্দুমাত্রও নিম্নমুখী হচ্ছে না। কিন্তু কেন? কেউ এর কারণ হিসাবে বলেছেন, বিবাহকালীন অসঙ্গতির কথা, ঘরের অশান্তির পরিস্থিতির কথা, কেউ বলেছেন, ব্যক্তি জীবন অসুখী-অতৃপ্তের কথা।

সম্প্রতি মাসিক ইত্তেলার পক্ষ থেকে আমকরা ক'জন তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি হয়েছিলাম। যারা স্ব-স্ব ভুবনে মনন ও সৃজনশীল কাজে প্রতিনিয়ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

মাসিক ইত্তেলা : পরকীয়া প্রেমের বাংলা অভিধানিক অর্থ হলো পরস্ত্রীর সাথে প্রেম। এ প্রজন্মের একজন সদস্য হিসাবে আপনি তা সমর্থন করেন কি না?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রেম পবিত্র। প্রেম শাশ্বত। প্রেমই জীবনী



www.pathagar.com

শক্তির আঁধার। প্রেম নিঃশেষ হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেননা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা প্রেম অপবিত্র হতে বাধ্য। আর 'পরকীয়া প্রেম'–হ্যাঁ যদি সেটা কেবল ব্যক্তির হৃদয়ের একান্ত সুপ্ত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সেখানে কোন অনর্থক ঘটে না। কিন্তু যে প্রেম–সংসার, পরিবার, সমাজ-জীবনের সুখ-শান্তি ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়–সে প্রেম কিছুতেই আরাধ্য হতে পারে না।

মাসিক ইত্তেলা : পরকীয়া প্রেমের ভালো-মন্দের দিক সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

মোশাররফ হোসেন খান : আশা করি পূর্বের কথায় দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছি।

মাসিক ইত্তেলা : পরকীয়া প্রেমের কারণ কি?

মোশাররফ হোসেন খান : পরকীয় প্রেমের বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। তবে বোধকরি ব্যক্তিজীবনে অসুখী, অতৃপ্ত, কুরুচি প্রভৃতি কারণগুলো এখানে মুখ্য।

মাসিক ইত্তেলা : পরকীয়া প্রেম জায়েজ কি না?

মোশাররফ হোসেন খান : যে প্রেম মানবিক দ্যুতিকে উচ্চকিত না করে বরং ধ্বংসের দাবদাহে পরিণত হয়–সেটা প্রেম নয়। আর এ ধরনের অবাঞ্ছিত প্রেম নামক স্বেচ্ছাচারিতা জায়েজও নয়।

মাসিক ইত্তেলা : পরকীয়া প্রেমের স্বাদ পেয়েছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : না। বরং প্রশ্নটি আমার জন্যে খুবই অস্বস্তিকর।

মাসিক ইত্তেলা

ডিসেম্বর, ১৯৯১



www.pathagar.com

# প্রতিটি জেলায় বইমেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন

প্রাণের মেলা বইমেলা।

প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে মাসব্যাপী আনন্দমুখর পরিবেশে চলে আসছে এই বইমেলা। এর ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বাংলা একাডেমি। জাতির জন্য এই বইমেলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত বইমেলাকে কেন্দ্র করে গোটা বছর লেখক-প্রকাশকদের মধ্যে চলতে থাকে একটি নীরব প্রস্তুতিপর্ব। লেখকদের চেয়ে প্রকাশকদের বাণিজ্যিক দুরদৃষ্টি থাকে সীমাহীন।

ঢাকার অধিকাংশ প্রকাশকদের বাণিজ্যিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায় একটি বইমেলা শেষ হবার পর থেকেই। তারা তাদের নিয়োগকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে উঠতি বয়সের একটু অবস্থাসম্পন্ন লেখক খোঁজার জন্য রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়। কোনো কোনো প্রকাশক আবার ইদানিং কোচিং ব্যবসার মতো লিফলেট এবং চিঠি সহকারে পাঠিয়ে দেয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের নতুন লেখকদের কাছে। তাতে থাকে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ছাড় ও সুবিধার লোভনীয় বয়ান। যাতে করে তারা গাঁটের টাকা খরচ করে নিজের বই ছাপতে প্রলুব্ধ হয়। এভাবেই চলছে বর্তমান লেখক-প্রকাশকের তেলেসমাতি।



www.pathagar.com

আদম ব্যবসার চেয়েও এটা অনেক ব্যাপ্তিলাভ করেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। আবার ঘরে ঘরে কম্পিউটারের সুযোগ থাকায় যেনতেনভাবে হলেও অলেখকদের বই দেদারছে ঢুকছে বইমেলায়। আবার বইমেলায় চকচকে-ঝকঝকে মলাট ও কাগজে বই ঢুকছে অর্থলোভী ও সুবিধাবাদী প্রকাশকদের প্রচেষ্টায় যতসব অপাঠ্য বইয়ের বহর। নামি-দামি প্রকাশকের নাম ও লোগো সেসব বইয়ে থাকায় প্রকৃত লেখক-পাঠকরা ধাঁধায় পড়ে যান অনেক সময়।

এতে করে বইয়ের মানগত দিকটা উপেক্ষিত হচ্ছে। এই নৈরাজ্যের ফলে হয়তো কিছু ভালো বইয়ও তলিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু টাকা না দিলে প্রকাশকরা বই ছাপে না সে কারণে অধিকাংশ ভালো লেখকদের বই সেখানে অনুপস্থিত থাকে। বিষয়টি অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য। আবার উঠতি বয়সের লেখকরা নিজেরাই প্রকাশক এবং হকারের দায়িত্ব পালন করে। এতে করে বইমেলার সৌন্দর্য ও মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলেও কারোর কিছু করার নেই, বলারও নেই। দেখার মতো চোখও বোধ করি বইমেলা কর্তৃপক্ষ হারিয়ে ফেলেছেন।

বইমেলার এসকল লজ্জাজনক পরিবেশ নিয়ে দেশের বহু খ্যাতিমান লেখক-কবি-সাহিত্যিক উদ্বিগ্ন এবং লজ্জিত হলেও সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কে আছে?

সে যাই হোক, বাংলা একাডেমি আয়োজিত এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে এই বইমেলা বহুকাল থেকে চলছে। হয়তোবা চলবে আগামীতেও। মেলার মেয়াদ এখন বাড়লেও গুণগত এবং মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশ নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তা না করলেও বইমেলার যে দিনদিনই ব্যাপ্তি ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।

এখনইতো ঢাকার সকল প্রকাশক বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। নানা প্রতিকূলতা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসকল বাধা দূর করতে পারলে বইমেলার পরিসরটি বাংলা একাডেমি চত্তর কিংবা সোহরাওয়ার্দি উদ্যান ছাড়িয়েও কোথায় যে ঢল নামতো তা বলা মুশকিল। বইমেলার জন্য যে পরিসরটি রাখা হয়েছে সেটা প্রকাশক, বইপ্রেমিক ও সাধারণ মানুষের জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। এজন্য এখন জরুরি হয়ে পড়েছে বিষয়টা নিয়ে কর্তৃপক্ষের ভাববার।

আমার মনে হয়, বইমেলাটি শুধুমাত্র ঢাকার বাংলা একাডেমিকেন্দ্রিক না করে বরং বাংলাদেশের অন্তত পক্ষে প্রতিটি জেলায় মাসব্যাপী করার



www.pathagar.com

উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে খুবই ভালো হত।

এতে করে একদিকে যেমন প্রতিটি জেলার মানুষ মাসব্যাপী বইকেন্দ্রিক উৎসবে মেতে থাকতো তেমনি সুযোগ পেত বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রকাশক বইমেলায় অংশগ্রহণ করার। এর ফলে মফস্বলের লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যেও একটি সেতুবন্ধন তৈরি হতো। এর সুফলটিও জাতি পেতে পারতো।

বাংলা একাডেমির বইমেলায় এখনইতো ঢাকার সকল প্রকাশক স্থান পায় না। সেখানে মফস্বলের প্রকাশকরা সুযোগ পাবে কোথায়? অথচ তাদেরওতো স্বপ্ন এবং ইচ্ছা থাকে বইমেলা কেন্দ্রিক প্রাণস্পর্শী আয়োজনে অংশগ্রহণের। সেই সুযোগটি তাদের প্রাপ্য। অধিকারও বটে।

তাদেরকে বঞ্চিত করা কোনো অর্থেই সঠিক নয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের বৃহত্তর লেখক, প্রকাশক ও পাঠকবৃন্দ। শত শত মাইল দূর থেকে ঢাকার বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ ইচ্ছে থাকলেও সবার হয়না। এর সাথে যুক্ত থাকে সময় ও অর্থ। সুতরাং যদি প্রতিটি জেলায় মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয় তাহলে বোধ করি কেউ আর বঞ্চিত হবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বাংলা একাডেমি এবং সরকারি মহলের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কার্যকরী চিন্তা, ব্যবস্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। এটা যতদ্রুত সম্ভব হবে ততোই সবার জন্য ভালো হবে বলে আশা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

**রেদওয়ানুল হক**

দৈনিক সংগ্রাম

৮.২.২০১৬



www.pathagar.com

# আমিতো মহা সত্যের কাছে দায়বদ্ধ এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ

**ইয়াসিন মাহমুদ :** আপনার সমবয়সী ভিন্ন চিন্তার অনেক লেখকতো বেশ মূল্যায়িত হয়েছেন। জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে বলতে গেলে আপনিতো কিছুই পাননি। এব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

**মোশাররফ হোসেন খান :** কি পাইনি, কি পাওয়া উচিৎ ছিলো, কেন পাইনি–সেসব নিয়ে এখন আর আমি ভাবি না। আমি গোটা জীবন লিখে আসছি, যতদিন বেঁচে থাকি লিখে যেতে চাই। আমার কাজে আমি শতভাগ শ্রম, নিষ্ঠা ও সততার সাক্ষর রেখে যেতে চাই। দোয়া করুন আমি যেন সমাজ, দেশ, জাতি তথা গোটা পৃথিবীর জন্য কিছু অবদান রেখে যেতে পারি। আমি আমার জাতির জন্য, মানুষের জন্য, মহা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য লিখে যেতে চাই। মহান রব সেই তৌফিক যেন আমাকে দান করেন। আমিতো মহা সত্যের কাছে দায়বদ্ধ এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমার কাজ শুধু মানুষকে জাগিয়ে তোলা, তাদেরকে সবুজ স্বপ্ন দেখানো এবং ক্রমাগত এপথে হেঁটে চলা। আমি তাই করছি। সফলতা-বিফলতা নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়! ওটা ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর ওপর। দেশ ও জাতির বিবেকের ওপরও কিছুটা দায় বর্তায় বটে! সেটা তাদের বিষয়।

**ইয়াসিন মাহমুদ :** বাংলাদেশের ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ধারার সাহিত্য সংস্কৃতির বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে বলবেন কী?



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : আপনার প্রশ্নের ভেতরেই তো জবাবের ইঙ্গিতটা রয়ে গেছে। যেমন–আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইসলামি মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এবং সেই কাজটি অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ এবং রাসূলের [সা] নির্দেশিত ধারায়। আমাদের সকল প্রচেষ্টাই হওয়া উচিৎ মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য। 'সাহিত্য কেবল সাহিত্যের জন্য–এই বিশ্বাসে কোনো ইসলামি চেতনার কবি বিশ্বাসী হতে পারেন না। হওয়া উচিৎ তো নয়। অবশ্যই আমাদের ইসলামি শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে এমন সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করা উচিৎ যা বৃহৎ অর্থে মানুষ, মানবতা ও গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্য নেয়ামক হতে পারে। কাজটা শুরু হয়ে গেছে আলহামদুল্লিাহ! তবে আমরা এখনো লক্ষ্য পথে হাঁটছি মাত্র। লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য এখনো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ইয়াসিন মাহমুদ : আমরা একটা বিষয় দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি ইসলামি ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনগুলো তাদের গুণীজনদের বেঁচে থাকতে মূল্যায়ন করে না। মরার পরে স্মারক প্রকাশ, মরণোত্তর পদকসহ আরও কতো কিছুর ব্যবস্থা করে। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন কি?

মোশাররফ হোসেন খান : দেখুন বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক হলেও স্পর্শকাতর। এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা ভালো যে, যথাযথ সম্মাননা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সাহিত্য-সংস্কৃতির জমিন কখনো উর্বর হতে পারে না। এক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনগুলোর দায়িত্বপূর্ণ এবং সুবিবেচনা প্রসূত আন্তরিকতা ও মানবিকতার সাথে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জরুরি বলে আমি মনে করি।

ইয়াসিন মাহমুদ : ইন্টারনেট এর কারণে আমাদের ছোট্ট সোনামনিরাও অপসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে এমন কি বই পড়ার অভ্যাসও কমে যাচ্ছে, পাঠকও কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বক্তব্য কি?

মোশাররফ হোসেন খান : বিষয়টি নিয়ে আমিও খুব উদ্বিগ্ন! এটা ভাইরাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে গোটা দেশের গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এ এক মহামারি ব্যাধি! এতে করে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, রুচিবোধ এমনকি ঈমান আকিদাও আজ হুমকির মুখে। বিষয়টি নিয়ে সরকার, অভিভাবক, সমাজ ও যুব সমাজকেও ভাবতে হবে। এই কালব্যাধি থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি তার সমাধান ও কার্যকরী পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা জরুরি।



www.pathagar.com

ইয়াসিন মাহমুদ : আপনিতো আশৈশব লিখছেন, এখন তো একটা বয়সে উপনিত হয়েছেন। প্রতিটি কাজের তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। আপনার জীবনের পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি কীভাবে দেখছেন।

মোশাররফ হোসেন খান : আমার সাহিত্য কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক সময়, অর্থাৎ কৈশোর কালে নিজের ভেতরেই ছিলো সীমাবদ্ধ। আমি কবি হতে চেয়েছিলাম। একজন লেখক হতে চেয়েছিলাম। এর জন্য গোটা জীবনই আমাকে খেসারত কিংবা ত্যাগ যেটাই বলা হোক না কেন, সেটা করেছি। করে চলেছি। তারুণ্যের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো আমি সাহিত্যের জন্য ব্যয় করেছি। গোটা জীবনের খুব স্বল্প সময় দিতে পেরেছি নিজের ও পরিবারের জন্য। বৈষয়িক, ভেদ-বুদ্ধি, হিসাব-নিকাশ কিংবা চিন্তা-ভাবনা–ওসব আমার ধারের কাছে ঘেষতে পারিনি। লিখতে লিখতে যখন নিজের ভেতর একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেলো, সমাজেও কিছুটা যশ-খ্যাতি যখন অর্জিত হলো, তখন আমার সাহিত্য ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তি ভাবনা থেকে সর্বজনীন ভাবনায় রূপান্তর ঘটলো। আমি মনে করি অন্য দশজন সচেতন মানুষ সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রে যেভাবে অবদান রাখতে পারেন আমি লেখনীর মাধ্যমে তার চেয়েও বড় পটভূমিকায় অবদান রাখতে পারি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ থাকে চিন্তা যদি কল্যাণকর হয়। মন-মস্তিক্য যদি পবিত্র ও সুস্থ রাখা যায় তাহলে যেকোনো লেখকই এধরনের বিশ্বজনীন চিন্তাকে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করতে পারেন। আমি অবশ্য তাই করি। নিজেকে মনে করি আমি শুধু আমার পরিবারের কবি নই, আমি আমার সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র এবং আর্ন্তজাতিক তথা মহাবিশ্বের একজন কবি ও নাগরিক। একটি সুন্দর, শান্তিময় ও কল্যাণকর দেশ যেমন আমার কাম্য তেমনি একটি বাসযোগ্য সুন্দর পৃথিবীও আমার কাম্য। আমি মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি, মানুষের সম্ভাবনা নিয়ে স্বপ্ন দেখি, গোটা পৃথিবীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি। আমার স্বপ্নের ডানা এই ক্ষুদ্র পরিসর থেকে মহাবিশ্বের সীমাহীন সীমা পর্যন্ত। মানুষ মানবতা এবং এই পৃথিবীকে অপার রহস্য, মহান রবের যে সৃষ্টি সম্ভার, সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর যে শিল্পময় নিখুঁত কারুকাজ এ সবই আমার সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। মহাগ্রন্থ আল কোরানের প্রতিটি স্তরেই রয়েছে একজন সচেতন লেখকের জন্য প্রচুর উপাদান। চিন্তার মহা সমুদ্র। এসব নিয়ে ভাবতে হয়। একজন সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত কবির জন্য খোলা রয়েছে মহান রবের পক্ষ থেকে স্বপ্ন-সম্ভাবনার সকল দুয়ার। পথের শেষ বলতে কিছু



www.pathagar.com

নেই। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে মনে করি পথের শেষ, সেখান থেকেই আবার শুরু করি নতুন পথের সন্ধানে নতুন করে গভীর বিশ্বাসে পা তোলা পা ফেলা। সাহিত্য যদি জাতির কোনো কল্যাণে না আসে এই মহা পৃথিবীর নাগরিক হিসাবে তার কোনো প্রতিনিধিত্ব না করে তাহলে মনে করি সেই সাহিত্যের খুব একটা গুরুত্ব নেই। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করি আমার সাহিত্যে কালের সাক্ষর রেখে যেতে। আমি যে এই পৃথিবীতে এসেছিলাম তার একটা ছাপ কিংবা রেখাচিহ্ন রেখে যেতে চাই। সেটা মানুষের মনে সমাজের স্তরে স্তরে এবং মহাবিশ্বের মহাকালের পিঠে। আমার ভেতর কোনো অহমবোধ কাজ করে নি, করেও না। বরং মনে করি আমি একটি তৃণলতার চেয়েও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। নিজেকে বড় ভাববার মত দু:সাহস অন্তত আমার নেই। কারণ আমার মালিক সেই মহান শক্তিধর রাব্বুল আলামিন। আমি কি নিয়ে গর্ব বা অহংকার করবো? কোন সাহসে! ওসব নিয়ে ভাবিও না। প্রাপ্তি ও প্রাপ্তি নিয়েও হিসাব-নিকাশ করার সময় পাই না। আমি শুধু আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আমি আমার সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পথে ক্রমাগত চলমান। আমার কোনো বিশ্রাম নেই। একমাত্র মৃত্যুই আমার বিশ্রামের কাল!

ইয়াসিন মাহমুদ : সাহিত্যের ইসলামি রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মোশাররফ হোসেন খান : এব্যাপারে আল কুরআনেই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি মনে করি আল কুরআন এবং আসুন্নাহই ইসলামি সাহিত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি। যারা এ পথে এগুতে চান, তাঁদের অবশ্যই এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা একান্ত জরুরি। তা নাহলে লক্ষ্যচ্যুত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

ইয়াসিন মাহমুদ : আমাদের অনেকের ভেতরে একটা ধারণা রয়েছে ইসলামের অনুসারী হলে ভালো লেখক হওয়া যায়না। কারণটা কী?

মোশাররফ হোসেন খান : এটা যারা মনে করেন, বুঝতে হবে তাঁদের মানসিক পরাজয় ঘটে গেছে। তাঁদের বিপন্ন অপ-চিন্তা ও ধারণা থেকেই তাঁরা এধরনের হীনমন্যতার পরিচয় দেন। এটা ঈমান ও বিশ্বাসেরও পরিপন্থী চিন্তা বটে! আসহাবে রাসূলের [সা] সকল কবিই ছিলেন ইসলামের একেকজন খাঁটি অনুসারী এবং মুজাহিদ। আবার তাঁদের লেখনীয়ও ছিলো তীক্ষ্ণ তরবারির মতো ধারালো ও শক্তিশালী। যে কারণে হাজার বছর পরও, এখনো তাঁদের অমর পঙ্‌ক্তিমালা আমাদেরকে



www.pathagar.com

উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে যাচ্ছে। বোধ করি অনাদিকাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কে বলেছে ইসলামি অনুসারী হলে ভালো লেখক হওয়া যায় না? এধরনের উদ্ভট এবং ঈমান পরিপন্থী চিন্তা মুসলমানদের মধ্যে থাকা উচিৎ নয়।

ইয়াসিন মাহমুদ : মোশাররফ ভাই, আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে পাগলা টাইপের লোকজনই কেবল কবিতা চর্চা করে। বিষয়টি আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

মোশাররফ হোসেন খান : এটা একেবারেই হাস্যকর একটা অমূলক ধারণা। সম্ভবত কিছু বিভ্রান্ত পাগল-ছাগলকে কবিতার নামে বর্জ্য উদগারণ করতে দেখে সাধারণের মধ্যে এধরনের একটা ধারণার জন্ম নিতে পারে। প্রকৃত সত্য হলো, অধিকাংশ কালজয়ী কবিরাই প্রকৃত অর্থে ছিলেন যেমন মার্জিত রুচিবোধের মানুষ তেমনি ছিলেন মানবিক ও সকল দিকে উৎকৃষ্ট। তাঁদের মধ্যে উন্নত চরিত্র, শালীনতাবোধ, মর্যাদাবোধ এবং শিল্পবোধ ছিলো অত্যন্ত সুশোভিত ও নান্দনিক। বাংলাদেশ কেন, বিশ্ব সাহিত্যে এমন একজন কালজয়ী কবিকেও পাওয়া যাবে না–যিনি ছিলেন রুচিবোধের দিক থেকে অমার্জিত। পাগল-ছাগল দিয়ে কি আর কবিতার মতো সুক্ষ্ম সুন্দর শিল্পের চাষ বাস হতে পারে! সেটা কি করে সম্ভব? সুক্ষ্ম শিল্প নিয়ে কাজ করা, এটাকি কোন ছেলে খেলা? ভালো রুচিবোধসম্পন্ন কবিরাই কেবল ভালো কবিতা লিখতে পারেন। এটা কোন পাগল-ছাগলের কাজ নয়।

ইয়াসিন মাহমুদ : দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে তো গল্প লিখতে দেখি না?

মোশাররফ হোসেন খান : একেবার যে লিখি না তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের চাপে লিখতে হয় বৈকি, তবে ছোটগল্প এখন আর আগের মতো নিমগ্ন চিত্তে একাধারে লেখা হয়ে ওঠেনা। এর কারণ হলো, আমি যে ধরনের মননশীল এবং শিল্প সম্মত গল্প লিখতে অভ্যস্ত, তার জন্য প্রচুর সময় দাবি করে। অনিবার্য কারণে এখন আর ঠিক সেই পরিমাণ শ্রম ও সময় ছোটগল্পে দিতে পারি না। তবে এই না পারা কষ্টটা যে আমাকে পীড়িত করে না, তা কিন্তু নয়। এখনও প্রচুর ছোটগল্প লেখার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে থাকে। আমিতো ছোটগল্পকে আমার কবিতার বিকল্প শিল্পসত্ত্বা হিসাবে দেখি! সুযোগ পেলে ইনশাআল্লাহ আবারও ছোটগল্পে মনোনিবেশ করবো।



www.pathagar.com

ইয়াসিন মাহমুদ : সারাদেশে তো শত শত লিটল ম্যাগ বের হচ্ছে। এখন কী আগের মতো সেই রকম মানসম্মত লিটল ম্যাগ বের হচ্ছে? বর্তমানের লিটল ম্যাগ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

মোশাররফ হোসেন খান : নতুন লেখকদের জন্য সাহিত্যের প্রকৃত চারণভূমি হলো লিটল ম্যাগ। যতবেশি লিটল ব্যাগ বের হবে ততবেশি আমরা নতুন লেখকের সাথে পরিচিত হতে পারবো। তবে সেগুলো হওয়া উচিৎ সু-পরিকল্পিত চিন্তার ফসল। এলো মেলো কিংবা অগোছালো নয়। শিল্পগত মানের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। এখন যে সকল লিটল ম্যাগ বের হচ্ছে তার সবগুলোই যে আমার দেখার সুযোগ হয় তা নয়, কিন্তু যেগুলো আমার হাতে আসে কিংবা চোখে পড়ে দেখি–তার ভেতরে অনেক লিটল ম্যাগই খুব উন্নত মানের, রুচিশীল এবং শিল্পসম্মত। কিছু কিছু নতুন লেখকের লেখা পড়ে পরিতৃপ্ত হই। এটা অবশ্যই আমাদের সাহিত্যের জন্য একটা ভাল দিক। লিটল ম্যাগ যতবেশি বের হবে ততই আমাদের সাহিত্যের ভান্ডারটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এটা মূলত নবীন-তরুণদেরই কাজ। তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। সামনে এগিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে আরও উৎসাহিত করতে হবে।

ইয়াসিন মাহমুদ : আমাদের দেশের প্রকাশনা সংস্থার বর্তমান হালচিত্র সম্পর্কে কিছু বলবেন কী?

মোশাররফ হোসেন খান : খুব একটা ভালো, সেকথা বলা যাবে না। প্রকাশনার এই দুরাবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে সমূহ সংকটের আশঙ্কা দেখা দেবে। লেখকরা যদি প্রকাশক না পান তাহলে হতাশ হন। সেই হতাশা থেকে বড় ধরনের সংকটের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। এতে করে আমাদের সাহিত্যের ধারটিও বিঘ্নিত হয়। এদিকে সকলেরই খেয়াল রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

ইয়াসিন মাহমুদ : কবি মতিউর রহমান মল্লিক সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোশাররফ হোসেন খান : তিনি ছিলেন আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একই প্রতিষ্ঠানে দুইজন কাজ করেছি দীর্ঘদিন। একই সাথে সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলন করেছি। বলা যায় আমরা দুজনেই ছিলাম পরস্পর পারিবারিক ভাই হিসাবে। সুখ-দু:খকে ভাগাভাগি করে নিতাম। তাঁর সম্পর্কে আমার বিভিন্ন স্মৃতি কথামূলক লেখায় উল্লেখ আছে।



www.pathagar.com

ইয়াসিন মাহমুদ : একটা বিষয় দীর্ঘদিন ধরে দেখছি–বাংলাদেশের ইসলাম পন্থীরা রাজনীতির ময়দানে টিকে থাকার জন্য যেভাবে অর্থ খরচ করে, লড়াই করে কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা, বিশ্বাসী ধারাকে আরো শাণিত করার তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায় না?

মোশাররফ হোসেন খান : ইদানিং অবশ্য সামান্য হলেও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আশার কথা। তবে আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যভিত্তিক সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত আরো মজবুত করার জন্য এদিকে দায়িত্বপূর্ণ দরদ ভরা দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা ও পরিকল্পনাও থাকা জরুরি। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়টিকে আন্দোলনের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে এই ক্ষেত্রটিকে আরোও বেগবান করা যায় কিভাবে সে সম্পর্কে বাস্তব সম্মত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করি। সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি হলো একটি সমাজের সভ্যতার মাপকাটির মতো। এটাকে কোনক্রমেই অবহেলার চোখে দেখার সুযোগ নেই বলে আমার বিশ্বাস।

ইয়াসিন মাহমুদ : আপনি তো গানও লেখেন। আপনার গানের শিল্পী কে কে?

মোশাররফ হোসেন খান : প্রথমেই এই কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে কথিত অর্থে আমি অন্যদের মতো গীতিকার নই। আমি কবি মাত্র। তবে সামাজিক ও সময়েল দায়বদ্ধতা থেকেই কিছু কিছু গান আমাকে লিখতে হয়। বলা যায় আমার ভক্তরা জোর করে লিখিয়ে নেন। ক্যাসেট কিংবা সিডিবদ্ধও হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশনও করা হয়। কিন্তু যেহেতু আমি গীতিকার নই, সেই কারণেই হয়তো সুরকার, শিল্পী প্রভৃতির নাম আমার মনে রাখা সম্ভব হয়না। তবে গানের রূপ দেওয়ার পরে যখন সেটা শুনি তখন বেশ ভালোই লাগে!

ইয়াসিন মাহমুদ : অনেক কবিকে অনেক খেতাবে চিহ্নিত করা হয়। আপনার কী তেমন কোন খেতাব- টেতাব আছে?

মোশাররফ হোসেন খান : ওসব খেতাব- টেতাব নিয়ে আমি ভাবিনা। হাস্যকরও বটে! একজন আধুনিক কবি হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটাই আল্লাহর শুকরিয়া।

ইয়াসিন মাহমুদ : সম্পাদনার জগতে কিভাবে এলেন?

মোশাররফ হোসেন খান : লিখতে লিখতেই এক সময় দায়িত্বের অংশ



www.pathagar.com

হিসাবে আমার ওপর ভার পড়ে যশোর থেকে প্রকাশিত [অধুনালুপ্ত] 'সাপ্তাহিক মুজাহিদের' সাহিত্য পাতা ও ছোটদের বিভাগ 'নবীনের মাহফিল' সম্পাদনার। সেটা ১৯৮০ সালের দিকে। এর আগেই সাহিত্য সংকলন 'প্রস্তুতি', 'দাবানল', 'বিহঙ্গ' প্রভৃতি সম্পাদনা করেছি। যে সংকলনগুলো সাহিত্য সমাজে–তথা ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। যশোর থেকে সম্পাদনা করলেও এর প্রভাব ছিলো বিস্তর। আর তখনও তো আমি সাহিত্যের তুমুল স্রোতে ভাসমান এক নাবিক! সম্পাদনার পাশাপাশি যশোর বাদশাহ ফয়সল ইনষ্টিটিউটে বাংলা বিভাগের ইন্সট্রেকটর ছিলাম। সাপ্তাহিক আমার সংকলন সম্পাদনা, শিক্ষকতা, সাপ্তাহিক মুজাহিদের দুটি বিভাগ সম্পাদনার পাশাপাশি যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করতাম। আর দুই হাতে লিখতাম বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য সংকলনে। খুলনা বেতারে যেতে হতো প্রতি মাসে দুই বার কবিতা পড়তে। তখনকার সময়গুলো যে কিভাবে কতটা পরিশ্রম ব্যস্ততার মধ্যে পার করতে হতো, সে কেবল আল্লাহপাকই জানেন! এরপর ১৯৮৫ সালে ঢাকায় এসেই যুক্ত হলাম মাসিক 'আল ইত্তেহাদ', মাসিক 'উম্মাহ ডাইজেস্ট' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে। তারপর থেকে তো সম্পাদনার কাজেই নিবেদিত আছি। মোট কথা আমার কৈশোর কাল শুরু হয়েছিল সাহিত্যের মাধ্যমে। কর্মজীবন কাটছে সাহিত্য ও সম্পাদনার মাধ্যমে। জীবনে সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন কিছু করেনি, করার চেষ্টাও করিনি।

ইয়াসিন মাহমুদ : আপনি তো এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'নবীন-তরুণ' লেখক সমাবেশে যোগদান করছেন। জানি এটা আপনার জন্য এটা খুব পরিশ্রমের কাজ, তবুও কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এতো পরিশ্রম করছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ, এটা আমার জন্য পরিশ্রমের কাজ বটে, তবে গুরুত্ব ও প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমি আর আমার পরিশ্রমের কথা ভাবতে পারিনা। তখন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গোটা বাংলাদেশের সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির চালচিত্রটি। একদিকে যেমন ব্যথিত হই অন্যদিকে আশায় বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়ি। এর মূল উদ্দেশ্য নবীন-তরুণ লেখক-প্রতিভার সন্ধান করা। প্রায় গোটা বাংলাদেশেই ছুটে বেড়াচ্ছি নবীন-তরুণ লেখক-প্রতিভার খোঁজে। কারণ আমি মনে করি



www.pathagar.com

শুধু দু'একজন বড় হলে চলবে না, দু'একজন কবি হলে চলবে না, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর সম্ভাবনাময়ী প্রতিভা রয়েছে। যারা সঠিক দিক নির্দেশনা ও সুযোগ না পাওয়ার কারণে সামনে এগুতে পারছে না। তাদেরকে যদি প্রকৃত অর্থে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া যায় তাহলে আমাদের সাহিত্যের জমিনটি অনেক উর্বর ও বিস্তারিত হবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এধরনের প্রচুর উজ্জ্বল প্রতিভার সন্ধান ইতোমধ্যেই পেয়েছি। যাদেরকে পরিচর্যা করা গেলে আমরা অনেক সুফল পেতে পারি। আমার মনে হয় এব্যাপারে দায়িত্বশীলদের আরোও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবমুখী কর্মপন্থা অবলম্বন করা একান্ত জরুরি। তবে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। বাকি জীবনটুকুও ইনশাআল্লাহ সাহিত্যের মাধ্যমেই কাটাতে চাই। অবশ্য এর জন্য আমার জীবনের কম খেসারত দিয়ে হয়নি! বলতে গেলে, অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তবে সেসব ছাপিয়ে আজ খুশির মাত্রাটাই যেন বেশি মনে হয়। কারণ আমার সাথিদের অনেকেই সাহিত্যের কষ্টকর পথ থেকে পিছু হটতে দেখেছি, ছিটকে পড়তে দেখেছি, ঝরে যেতে দেখেছি। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে এখনো এই কঠিন পথে চলবার মানসিক শক্তি এবং রহমত দান করেছেন। এটাই শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ!

ইয়াসিন মাহমুদ : আপনি তো গোটা জীবনটাই সাহিত্যের পথে কাটিয়ে দিলেন। অন্য পেশায় যাননি কেন? লেখালেখি দিয়ে কী সংসার চলে?

মোশাররফ হোসেন খান : আমি ইচ্ছে করে এবং সকল কিছু জেনে বুঝেই সাহিত্যের পিচ্ছিল পথে আজীবন হাঁটার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পা বাড়িয়েছিলাম। সেই ছোট্ট কালে। আল্লাহর রহমতে এখনও হেঁটে চলেছি। বাকি জীবনটাও চলতে চাই। অন্য পেশায় যাবার সুযোগও ছিলো, কিন্তু সাহিত্য সাধনার ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় সেসব পেশায় যাইনি। আমিতো আশৈশব কাল থেকেই একজন কবি হয়ে বেড়ে উঠতে চেয়েছিলাম। অন্য কিছু হবার খায়েশ ছিলো না কখনো। সুযোগ পেয়েও তাই সেসব পেশায় যায়নি। একমাত্র সাহিত্যের কারণে। অনেকেই হয়তো জানেন যে, আমার পরিবার ও আত্মীয়দের প্রায় সকলেই বিভিন্ন পেশায় ভালো অবস্থানে চাকুরিরত। ব্যতিক্রমী মাত্র আমি! সাহিত্য করে সংসার চলে না ঠিকই, কিন্তু আল্লাহপাক চালিয়ে নিয়ে যান তাঁর একান্ত অনুগ্রহের মাধ্যমে। দারিদ্র্য কিংবা অর্থ কষ্ট, সংসারের টানাপড়েন আছে বৈকি, তবুও কোন অভাববোধ করিনা। গোটা পরিবারই আমার এই আর্থিক সংকট ও



www.pathagar.com

সাহিত্যের প্রশান্তিকে মেনে নিয়েছেন খুশি মনে। আমি অনেকের চেয়েই অনেক অনেক গুণে পারিবারিকভাবে সুখী মানুষ। অর্থ বিত্ত থাকলেই কেবল সংসারে সুখ-শান্তি থাকে না, সেটা একটি ভিন্ন জিনিস। মনের ব্যাপার। আমার কবি-জীবনকে নিয়ে আমার পরিবারের সকলেই খুব খুশি। তাদের বাড়তি আর কোন চাওয়া-পাওয়াও থাকে না আমার কাছে। এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে? আমি মনে করি, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য একটি বড় নিয়ামত। কারণ আমার পরিবারের সবাই সাহিত্যবোদ্ধা, সাহিত্য প্রেমিক এবং আমার সাহিত্য কর্মের জন্য খুবই সহায়ক এবং প্রেরণাদায়ক। এর চেয়ে আর কি পেতে চাই আমি। এটাই তো আমার জন্য মহা মূল্যবান সম্পদ। আমার আব্বাজানও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনিই আমাকে প্রথমে হাত ধরে সাহিত্যের সমুদ্র তীরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তো ক্রমাগত আমার সাঁতরিয়ে চলার পালা শুরু।

ইয়াসিন মাহমুদ : একদিন দেখলাম একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য–বই খুঁজতে গিয়ে সেলফের সব বই তছনছ করলেন। কিন্তু খুঁজে পেলেন না। পরে দেখলাম ভাবী বইটি খুঁজে আপনাকে দিলেন। আপনার লেখালেখির এই পরিণত বয়সে ভাবীর অবদানকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : হ্যাঁ, সংসার জীবনের প্রথম থেকেই তিনি আমার সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহযোগিতা করে আসছেন। এখন ছেলে-মেয়েরাও আমাকে আমার কাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তারা আমার কাজের ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এদিক দিয়ে আমি খুবই সুখী এবং ভাগ্যবান কবি। আমি তাদের প্রতি প্রকৃত অর্থেই কৃতজ্ঞ।

ইয়াসিন মাহমুদ : সাহিত্য-সংস্কৃতির কাগজ আবীর সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন?

মোশাররফ হোসেন খান : ম্যাগাজিনটি আমি দেখেছি এবং পড়েছি। খুব যত্ন নিয়ে করা। আবীরের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সযত্ন, শ্রম ও সম্পাদনার রুচিবোধে পরিচয় পাওয়া যায়। আমার খুব ভালো লেগেছে। এধরনের সাহিত্যের কাগজ যত বেশি এবং নিয়মিত প্রকাশ পাবে ততই সুফল পাওয়া যাবে।

ইয়াসিন মাহমুদ : সারাদেশে সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেবার



www.pathagar.com

প্রত্যয়ে সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ (সসাস) নামে একটি সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বেশ কিছু প্রোগ্রামে আপনাকে অতিথি হিসাবে দেখেছি। সসাস সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন?

মোশাররফ হোসেন খান : সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে 'সসাসের' ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসা যোগ্য। আমি বাংলাদেশের যখনই যে অঞ্চলে সাহিত্য সমাবেশে গিয়েছি, সেখানেই সসাসের ভূমিকার সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। এতে বুঝা যায় যে তাঁদের কার্যক্রম অত্যন্ত সময় উপযোগী। যে কারণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ ব্যাপ্তি ঘটেছে। আনন্দে আমার সত্যিই বুকটা ভরে উঠে! সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ধারা অনুসরণ করা গেলে ভালো হতো। বরং সেটাই সময়ের দাবি। বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা পর্যন্ত অন্তত একটি করে সুস্থ ধারার সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলা উচিৎ। এবং একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে কেন্দ্রিয়ভাবে দিক নির্দেশনামূলক পরিচালিত হওয়া জরুরি বলে আমি মনে করি। কারণ সাহিত্য এবং সংস্কৃতি দুটোই একই সূত্রে গাঁথা। দুটি ক্ষেত্রই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং সময়ের এই গুরুত্ব অনুধাবন করে সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের বিস্তার ঘটানোর জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সসাসের পদক্ষেপ আরো সুদৃঢ় হোক যেমন কামনা করি, তেমনি সুস্থ সাহিত্য ধারা আন্দোলনও বেগবান হোক–এটাও প্রত্যাশা করি। সসাস বাংলাদেশের বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এজন্য সসাসের কর্তৃপক্ষকে অশেষ মুবারকবাদ। তাঁদের এ শ্রমলব্ধ প্রয়াস অব্যাহত থাকুক, এটাই কামনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
**ইয়াসিন মাহমুদ**
**২৮.৪.২০১৬**



www.pathagar.com

# কালজয়ী সাহিত্য

[আশির দশক তো বটেই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খান নোয়াখালী সফরে আসেন ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬। এ সময় স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা দ্বিমাসিক নকীবের জন্য তাঁর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন নকীবের পক্ষে মুহাম্মদ মায়াজ। কবির দেওয়া তাৎক্ষণিক সেই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারটি নকীবের এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।–সম্পাদক]

**নকীব : একজন সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে উঠতে আপনাকে কে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন?**

মোশাররফ হোসেন খান : প্রকৃত অর্থে আমার আব্বাজান-ডা. এম.এ ওয়াজেদ খানই আমাকে সাহিত্যের পথে হাঁটতে শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে সাহিত্যের এই দুর্গম ও পিচ্ছিল পথে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাহসও যুগিয়েছেন সমানভাবে। আমি আব্বাজানের কাছে এজন্য চির কৃতজ্ঞ। তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি সর্বদা। আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।

**নকীব : আপনার প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী? আপনার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?**



www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান : আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'গোধূলি বেলায়'। এটা লিখেছিলাম আমার সাহিত্য যাত্রার শৈশব কালেই। অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের দিকে। এটি ছাপা হয়েছিল 'মিতালী' নামক একটি সাহিত্য কাগজে। আমার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত যে হবে তা আমিও হিসাব করে এই মুহূর্তে বলতে পারছিনে। তবে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আশির ওপরে চলে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ!

নকীব : মফস্বলে থেকে কিভাবে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখা যায়?

মোশাররফ হোসেন খান : এটা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের সময়ে মফস্বলে থেকে সাহিত্যের কাজটি করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিলো। কারণ তখন শহর কিংবা রাজধানীর পত্র-পত্রিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রায় সম্ভবই হতো না। মফস্বলে পত্র-পত্রিকাও পাওয়া যেত না। ফলে সে সময়টা ছিলো লেখকদের জন্য একটি কঠিন সময়। কিন্তু এখন যোগাযোগ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে বহুদূরও অনেক কাছে চলে এসেছে। বলা যায় শুধু শহর নয়, গোটা পৃথিবীর মুখই এখন মফস্বলের ঘরের কোণায় বসে দেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে একজন প্রকৃত লেখক বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকেই জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লিখতে পারেন এবং জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারেন। যেহেতু শহর এবং মফস্বলের ব্যবধান এখন খুব একটা নেই, সেই কারণে মফস্বলের লেখকদের হীনমন্যতায় ভোগার কোনো কারণও নেই। প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, সাহস, অনুশীলন এবং আত্মসচেতনতার।

নকীব : সাহাবী কবিদের নিয়ে লেখা আপনার সকল প্রবন্ধ এবং আপনার রচিত ও প্রকাশিত বহুল পঠিত 'সাহসী মানুষের গল্প' গ্রন্থগুলি আমাদের খুব ভাল লাগে। আমাদের মধ্যে সাহস ও প্রেরণা যোগায়। কিন্তু আপনাকে কোন সাহাবী-কবির কবিতা বেশি আকৃষ্ট করে?

মোশাররফ হোসেন খান : এক কথায় বলতে সকল সাহাবী-কবিই [রা] আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাঁদের কবিতা আমাকে মুগ্ধ করে এবং প্রেরণা যোগায়। কিন্তু তার পূর্বেই রাসূল [সা]-এর কবিদের প্রতি যে দরদভরা হৃদয় ছিলো, পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো, অভিভাবকসুলভ দিক নির্দেশনা ছিলো–সেগুলো আমার সাহিত্যের পথে চলার জন্য পাথেয় হিসাবে কাজ করে। আমার মনে



www.pathagar.com

হয় আমাদের প্রত্যেক লেখককে বেশি বেশি করে রাসূল [সা] ও সাহাবী-কবিদের জীবনী পাঠ করা প্রয়োজন।

নকীব : কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে যে স্মৃতি আপনি বেশি মিস করেন সে রকম একটি স্মৃতি জানতে চাই?

মোশাররফ হোসেন খান : মল্লিক ভাইয়ের প্রসঙ্গটি এলেই আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ি। স্মৃতিকাতরও হয়ে পড়ি। এর অন্যতম কারণ, তিনি ছিলেন আমার একান্ত আপন ভাইয়ের মতো! ভাই হারানোর যে কষ্ট এবং যন্ত্রণা, যে স্মৃতিতাড়িত বেদনা তাতে আমি সর্বক্ষণ দগ্ধ হতে থাকি। একসাথে দুই ভাই এখন আর চলতে-ফিরতে কিংবা ছুঁটতে পারিনা–সেটাই আমার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বেদনার স্মৃতি!

নকীব : আমরা জানি যে কবি আল মাহমুদ অসুস্থ। আপনার শেষ দেখায় কবিকে কেমন দেখেছেন?

মোশাররফ হোসেন খান : মাহমুদ ভাইকে দেখতে গিয়েছিলাম ২১শে জানুয়ারি, ২০১৬। মাহমুদ ভাই খাটে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে। তাঁর বড় ছেলে শরীফ যখন তাঁকে ডেকে বললেন, 'আব্বা মোশাররফ চাচা আসছেন'। সাথে সাথে মাহমুদ ভাই চোখ খুললেন। তারপর ওঠার চেষ্টা করছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ফলে আমি তাঁর মাথা উঁচু করে ঘাড়টা বালিশের ওপর দিয়ে সোজা করে ধরে রাখলাম। মাহমুদ ভাইয়ের মাথা ও চোখে-মুখে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলাম 'কেমন আছেন মাহমুদ ভাই'? তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'ও মোশাররফ! তুমি এসেছো? ভালো আছো তো!' এভাবে তিনি বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার চোখদু'টো ভিজে আসছিলো। কারণ মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্কতো স্বল্প সময়ের জন্য নয়, দীর্ঘ কালের। তিনি আমাকে কবি ও ব্যক্তি হিসাবে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাঁর অকৃত্রিম আদর, স্নেহ এবং ভালোবাসায় আমি সিক্ত। সত্যি বলতে, ১৯৮৫ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত যে মাহমুদ ভাইকে দেখেছি আজকের সেই মাহমুদ ভাইকে দেখে আমার বুকের ভেতর বেদনার ঝড় বয়ে গেল! তাঁর স্বাস্থ্য যে কতটা খারাপ সে সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশি কিছু এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়! তাঁর সুস্থতার জন্য সকল সময় দোয়া করছি এবং দেশবাসীর প্রতিও তাঁর জন্য দোয়া কামনা করছি।



www.pathagar.com

নকীব : সাহিত্যের শরয়ী মর্যাদা কেমন জানতে চাই?

মোশাররফ হোসেন খান : সাহিত্যের ব্যাপারে 'শরয়ীর' বিষয়টি মুফতিগণই ভালো বলতে পারবেন। তবে আমি মনে করি, যে সাহিত্য ঈমান, আকিদা ও শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে না সেই সাহিত্য শরীয়তবিরোধী কিভাবে হতে পারে? রাসূল [সা] ও সাহাবী-কবিদের [রা] জীবনী এবং তাঁদের কবিতাইতো এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। আমরাতো রাসূলের [সা] প্রেরণাসিক্ত সাহিত্যের পথেই হাঁটছি!

নকীব : বাংলা সাহিত্যে ইসলামি চেতনার প্রভাব কেমন?

মোশাররফ হোসেন খান : বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের অবদান ব্যাপক। এখনও এই ধারা একটি অংশে বহমান। ধারাটি যতটুকু বেগবান করে তোলার প্রয়োজন ছিলো, সে ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। এর নানাবিধ বাস্তব কারণও আছে। তবুও আমি আশাবাদী কবি। মনে করি, যদি আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং শ্রম অব্যাহত থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ বাংলা সাহিত্যে ইসলামি চেতনার বিকাশ ও প্রসার ঘটবে আরও ব্যাপকভাবে। কোনো হীনমন্যতায় ভুগলে কিংবা মানসিক পরাজয় ঘটলে সমূহ বিপদ ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এটা অত্যাধুনিক কলম যুদ্ধের কাল! বাইরের চাকচিক্যে কিংবা কোনো পার্থিব মোহে কোনো ঐতিহ্যবাদী লেখক যদি বিক্রি হয়ে যান কিংবা আদর্শ থেকে ছিটকে পড়েন তাহলে বুঝতে হবে তিনি তাঁর ঈমান এবং আত্মবিশ্বাস থেকেই ছিটকে পড়েছেন। যারা ঈমানী চেতনায় সুদৃঢ়, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, আদর্শ ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে আপসহীন, কঠিন শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ–তাঁরা শত পার্থিব প্রাপ্তির লোভেও এক চুল পরিমাণ টলতে পারেন না। সেই রকম দৃঢ়চেতা বিশ্বাসী লেখকের আজ বড় বেশি প্রয়োজন। আমাদের একটি ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামি সাহিত্য এক নয়। এর মধ্যে ব্যবধান আকাশ-পাতাল। যেমন মুসলিম দেশ মানেই ইসলামি দেশ নয়, তেমনি মুসলিম কবি-সাহিত্যিক রচিত সকল সাহিত্যই ইসলামি সাহিত্য নাও হতে পারে। এর বাস্তব উদাহরণ আগেও ছিলো, এখনো বিদ্যমান। এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা প্রয়োজন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আদর্শ ও ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যই কেবল কালজয়ী হয়ে থাকে।



www.pathagar.com

নকীব : সাহিত্যের কোন শাখায় কাজ করতে আপনি বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?

মোশাররফ হোসেন খান : সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় আমাকে কাজ করতে হয়। তবে সবচেয়ে সাচ্ছন্দ্যবোধ করি আমার মূল বিষয়–কবিতা এবং ছোটগল্পে।

নকীব : নোয়খালী সফরের অনুভূতি জানতে চাই?

মোশাররফ হোসেন খান : খুব ভালো লাগলো। আল্লাহর শুকরিয়া আর নোয়াখালী বাসীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আসলে আশৈশব থেকেই আমার মধ্যে নোয়াখালী জেলাটি নিয়ে একটি কৌতূহল লালন করে আসছিলাম। এর বহুবিধ কারণ আছে। আমার সেই দীর্ঘ কালের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত হলো এখানে এসে। এখানকার মানুষ এতো যে অতিথি পরায়ণ, আন্তরিক এবং মানবতাবোধে উজ্জীবিত–এতোটা আমার আগে কখনো ধারণা ছিলো না। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি এখানকার মানুষের কর্মস্পৃহা, প্রাণচাঞ্চল্য এবং তারুণ্যদীপ্ত জীবন প্রবাহ থেকে। এখানকার একজন বৃদ্ধ মানুষের মধ্যেও যে টগবগে তারুণ্য দেখেছি তাতে করে আমার বিস্ময়ের আর সীমা থাকেনা। আমাকে এখানে আশার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নোয়াখালীবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

নকীব : দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা নকীবের উন্নতি কল্পে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করছি।

মোশাররফ হোসেন খান : এ ব্যাপারে যদি কখনো আবার আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয় তাহলে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আপাতত পত্রিকাটি যেন নিয়মিত প্রকাশ পায় সেই দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আমি 'নকীবের' দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

নকীব : তরুণদের প্রতি আপনার পরামর্শ জানতে চাই।

মোশাররফ হোসেন খান : তরুণ বলতে সম্ভবত নবীন-তরুণ লেখকদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। তাদের জন্য আমার বক্তব্য হলো–সাহিত্যের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, ভালোবাসা এবং অধ্যাবসায় থাকতে হবে। সাহিত্যের পথ খুব কঠিন এবং পিচ্ছিল পথ। দুর্গম তো বটেই! এ পথ পাড়ি দিতে গেলে কঠিন আত্মবিশ্বাস এবং সুদৃঢ়



www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে। সাহিত্য বিষয়ক প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে। বর্তমান, অতীত, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সাথে পরিচিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে নিয়মিত অধ্যায়ন, অনুশীলন ও চর্চা ছাড়া সাহিত্য পথে হাঁটা যায় না। অক্লান্ত পরিশ্রম সেই সাথে যুক্ত করতে হবে। নিজের ভেতর স্বপ্ন ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্যের কোনো শট-কার্ট পথ নেই। এ পথ বড় দীর্ঘ, বড়ই দুর্গম। তবে ক্লান্ত হলে চলবে না। সাহস ও স্বপ্নে বুক বেঁধে সামনে, ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে হবে। চলার পথে অগ্রজ কবি-সাহিত্যিকগণ প্রেরণার উৎস হতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে শিল্প-সাহিত্য সকল সময়ই সততা, আদর্শ-ঐতিহ্য, ন্যায়নিষ্ঠতা, বিশ্বাস ও মানবিকতার দাবি রাখে। যার অপর নাম আমাদের আদর্শ-ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ অনুসরণ। আদর্শ এবং ঐতিহ্যহীন সাহিত্য কখনই কালজয়ী হতে পারে না। এসকল বিষয়ে নবীন-তরুণ লেখকদের প্রথমেই মানসিকভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। এব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে বটে, কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে সেটা সম্ভব নয়।

নকীব : শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ।

মোশাররফ হোসেন খান : আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। আমি সকলের কাছেই দোয়া প্রার্থী।

দ্বি-মাসিক নকীব

নোয়াখালী

১৪.৩.২০১৬



www.pathagar.com

## পরিশিষ্ট

# সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

নাম : মোশাররফ হোসেন খান।

পিতা : ডা. এম.এ. ওয়াজেদ খান।

মাতা : বেগম কুলসুম ওয়াজেদ।

জন্ম : ২৪ আগস্ট, ১৯৫৭।

জন্মস্থান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-বাঁকড়া, ডাকঘর-বাঁকড়া, থানা-ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর।

বর্তমান ঠিকানা : বাসা : ৭১/৩ খিলগাঁও বাগিচা [৪র্থ তলা], ঢাকা-১২১৯।

পেশা : সম্পাদনা ও লেখালেখি।

বর্তমান কর্মস্থল : সম্পাদক, মাসিক নতুন কলম ২৩০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড [৪র্থ তলা], ঢাকা ১২০৫। ফোন : ৮৬২৭০৮৬ [অ]। মোবাইল : ০১৫৫২৩২৪৮৯৭, ০১৭২৭৪৭৫৭৯৯।

সম্পাদক, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০ ফোন : ৯৫৬৩৮১



www.pathagar.com

বিবাহ : ১৯৮৭। স্ত্রী–বেবী মোশাররফ।

সন্তানাদি : এক পুত্র–নাহিদ জিবরান, দুই কন্যা– নাওশিন মুশতারী ও নাওরিন মুশতারী।

## প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি

**কবিতা :**

১. হৃদয় দিয়ে আগুন [১৯৮৬], ২. নেচে ওঠা সমুদ্র [১৯৮৭] , ৩. আরাধ্য অরণ্যে [১৯৯০], ৪. বিরল বাতাসের টানে [১৯৯১], ৫. পাথরে পারদ জ্বলে [১৯৯৫], ৬. ক্রীতদাসের চোখ [১৯৯৭], ৭. নতুনের কবিতা [২০০০], ৮. বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা [২০০২], ৯. দাহন বেলায় [২০০২], ১০. কবিতাসমগ্র [২০০৩], ১১. সবুজ পৃথিবীর কম্পন [২০০৬], ১২. পিতার পাঠশালা [২০০৯], ১৩. স্বপ্নের সানুদেশ [২০০৯], ১৪. আমার ছড়া, [২০০৫]।

**গল্প :**

১৫. প্রচ্ছন্ন মানবী [১৯৯০], ১৬. সময় ও সাম্পান [১৯৯৪], ১৭. ডুবসাঁতার [২০০১], ১৮. জীবনস্রোত [যন্ত্রস্থ]।

**প্রবন্ধ :**

১৯. বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের হাওয়া [যন্ত্রস্থ], ২০. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রতিভা [যন্ত্রস্থ], ২১. বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য [২০০৪], ২২. কবিতার কাজ কাজের কবিতা [যন্ত্রস্থ]।

**শিশুসাহিত্য :**

২৩. সাহসী মানুষের গল্প, প্রথম খণ্ড [১৯৯৪], ২৪. সাহসী মানুষের গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড [১৯৯৯], ২৫. সাহসী মানুষের গল্প, তৃতীয় খণ্ড [২০০২], ২৬. সাহসী মানুষের গল্প, চতুর্থ খণ্ড [২০১০], ২৭. সাহসী মানুষের গল্প, পঞ্চম খণ্ড [জুন, ২০১৬] ২৮. রহস্যের চাদর, [১৯৯৯], ২৯. অবাক সেনাপতি, [১৯৯৯], ৩০. দূর সাগরের ডাক, [২০০২], ৩১. কিশোর কমান্ডার, [২০০৫], ৩২. ছড়ির তরবারি, [২০০৪], ৩৩. কিশোর গল্প-১, [২০০৪], ৩৪. কিশোর গল্প-২, [২০০৪], ৩৫. জীবন জাগার গল্প, [১৯৯৯], ৩৬. সুবাসিত শীতল হাওয়া, [২০০৯], ৩৭. আগুন নদীতে সাঁতার, [২০০৯], ৩৮. অবাক করা আলোর পরশ [২০০৫], ৩৯. ছোটদের বিশ্বনবী,



www.pathagar.com

[২০০৯]।

**জীবনীগ্রন্থ :**

৪০. হাজী শরীয়তুল্লাহ, [১৯৯৫], ৪১. সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর, [১৯৯৯], ৪২. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, [২০০২], ৪৩. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ [২০০৪], ৪৪. অনিঃশেষ নজরুল [যন্ত্রস্থ], ৪৫. কবি ফররুখ আহমদ [যন্ত্রস্থ], ৪৬. সংস্কৃতির তিন নকীব [জুন, ২০১৬]।

**কিশোর উপন্যাস :**

৪৭. বিপ্লবের ঘোড়া [১৯৯৪], ৪৮. সাগর ভাঙার দিন [২০০৩], ৪৯. ঝিমায় যখন ঝিকরগাছা [২০০৩], ৫০. কিশোর উপন্যাসসমগ্র-১ [২০০৮], ৫১. স্বপ্নের ঠিকানা [২০১৬], ৫২. বাঁকড়া বিলের বালি হাঁস [২০১৬]।

**কিশোর গল্প :**

৫৩. কিশোর গল্পসমগ্র [২০০৮]।

**সম্পাদিত গ্রন্থ :**

৫৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান [১৯৯৮]।

**সম্পাদনা :**

৫৫. কিশোরকণ্ঠ উপন্যাসসমগ্র [২০০০], ৫৬. কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র [২০০১], ৫৭. সাহিত্য সংস্কৃতি [২০০৩], ৫৮. সাহিত্য সংস্কৃতি [২০০৪], ৫৯. সাহিত্য সংস্কৃতি [২০০৫], ৬০. শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা [যন্ত্রস্থ], ৬১. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৩], ৬২. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৪], ৬৩. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৫], ৬৪. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৬], ৬৫. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৭], ৬৬. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৮], ৬৭. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৯], ৬৮. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১০], ৬৯. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১১], ৭০. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১২], ৭১.



www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১৩], ৭২. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ, [২০১৪], ৭৩. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১৫], ৭৪. সাহিত্য সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ, [২০১৬], ৭৫. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৫], ৭৬. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৬], ৭৭. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৭], ৭৮. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৮], ৭৯. সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন [২০০৯], ৮০. সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন [২০১০], ৮১. সাহিত্য সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৭], ৮২. সাহিত্য সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৮]।
এছাড়াও বহু গ্রন্থ, স্মারক ও সংকলন সম্পাদনা করেছেন।

## কবির ওপর লেখা ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১. মোশাররফ হোসেন খান : তাঁর কবিতা, আবদুল হালীম খাঁ [ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯] ২. মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা : বিবিধ অনুষঙ্গ, লেখক : ড. রফিক রইচ ও এ কে আজাদ ২০১১, ৩. মুখোমুখি ॥ সম্পাদনা : ইয়াসিন মাহমুদ [জুন, ২০১৬]
যে সকল ভাষায় লেখা অনূদিত হয়েছে
১. ইংরেজি, ২. আরবি, ৩. উর্দু, ৪. ফার্সি, ৫. হিন্দি, ৬. গুজরাটী, ৭. অহমিয়া, ৮. রুশ–ভাষাসহ আরো বেশ কয়েকটি ভাষায় তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

## কর্মজীবন

১. সহকারী সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক, নবীনের মাহফিলের পরিচালক, সাপ্তাহিক মুজাহিদ, যশোর [১৯৭৮-১৯৮৫]।
২. সহকারী সম্পাদক, ১৯৮৫-ডিসেম্বর, দৈনিক স্ফুলিঙ্গ, যশোর।
৩. ইন্সট্রাক্টর, বাংলা বিভাগ, বাদশাহ ফয়সাল ইসলামী ইন্সটিটিউট, যশোর [১৯৭৮-১৯৮৫]।
৮. দাবানল ও প্রস্তুতি সম্পাদনা, ১৯৮৪, যশোর।
৫. সম্পাদক, মাসিক আল-ইত্তেহাদ, ঢাকা, ১৯৮৬।
৬. সম্পাদক, মাসিক উম্মাহ ডাইজেস্ট, ঢাকা, ১৯৮৬-১৯৮৭।
৭. সহকারী ব্যবস্থাপক, কর্পোরেট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ ১৯৮৭-১৯৯০।



www.pathagar.com

৮. সম্পাদক, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা; ১৯৯১-১৯৯২।
৯. ব্যবস্থাপক, মাসিক পৃথিবী ১৯৯২-২০০৪।
১০. উপসম্পাদকীয় কলাম লেখা, [আবু জিবরান ছদ্মনামে], দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৯৩-১৯৯৪।
১১. পালাবদলের হাওয়া–সাহিত্য কলাম লেখা, [কায়েস মাহমুদ ছদ্মনামে], দৈনিক সংগ্রাম সাহিত্য বিভাগ; ১৯৯৩-২০০৩।
১২. উপদেষ্টা সম্পাদক, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ ১৯৯০-২০০৮।
১৩. সম্পাদক, মাসিক নতুন কলম ২০০৫ থেকে–
১৪. সম্পাদক, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ ২০০৯ থেকে–
১৫. উপদেষ্টা সম্পাদক, আবহ ২০০৭ থেকে– ২০১২।

## সাহিত্য সংস্কৃতি ও এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা

১. জীবন সদস্য : বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২. প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : আধুনিক কবিতা পরিষদ, ঢাকা।
৩. উপদেষ্টা : কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৪. প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : ফররুখ সংসদ, যশোর।
৫. সদস্য : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।
৬. সদস্য : ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।
৭. সদস্য : ঢাকা সাহিত্য সমাজ।
৮. পরিচালক : নতুন কলম সাহিত্য সভা [প্রতিমাসে]।
৯. পরিচালক : বিআইসির সেমিনার বিভাগ [প্রতিমাসে]।

## পুরস্কার ও সম্মাননা

১. কেশবপুর [যশোর] অববাহিকা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সম্বর্ধনা [১৯৮৬]।
২. বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কার [১৯৯৭]।
৩. কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কার [১৯৯৭]।
৪. কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার [২০০৩]।
৫. ছড়ার ডাক সাহিত্য পদক [২০০৪]।



www.pathagar.com

৬. জাগরণী সাহিত্য পদক [২০০৪]।
৭. মৃত্তিকা পদক [২০০৮]।
৮. বাসপ পদক [২০০৯]।
৯. প্রেষণা সাহিত্য পুরস্কার। প্রেষণা সাহিত্য পরিষদ, সিলেট [২০১৫]।
১০. অক্ষর সাহিত্য পুরস্কার। অক্ষর সাহিত্য সংসদ, মৌলভী বাজার [২০১৫]।
১১. সাহিত্য সম্মাননা। আধুনিক ক্লাব, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী [জানুয়ারি, ২০১৬]।
১২. সাহিত্য সম্মাননা স্মারক। বরিশাল মহানগর [২০১৬]।
১৩. প্রতিধ্বনি সাহিত্য সম্মাননা, চট্টগ্রাম [২০১৬]।
১৪. চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সংসদ সম্মাননা, চট্টগ্রাম [২০১৬]
১৫. সিএনসি ফররুখ সাহিত্য পুরস্কার [২০১৬]

গ্রন্থনায় :

**সীমান্ত আকরাম**

১১.৫.২০১৬



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# মুখোমুখি

মোশাররফ হোসেন খান

Mukhumukhi
Mosharraf Hossain Khan
Edited by Yasin Mahmud
Published on June 2016
Price: 250.00 Tk Only
সাহিত্যকাল

ISBN 978 984 90882 3 3